আল-কুরআন ও সহীহ হাদীসের আলোকে

# হজ্জ ও উমরাহ

আমির জামান
নাজমা জামান

আল কুরআন ও সহীহ হাদীসের আলোকে

# হজ্জ ও উমরাহ

(৩য় সংস্করণ)

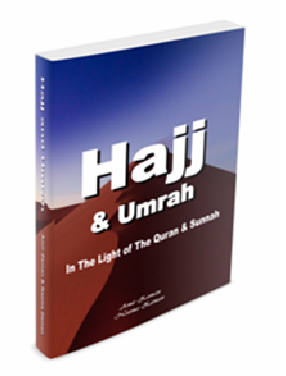


আমির জামান
নাজমা জামান

আল কুরআন ও সহীহ হাদীসের আলোকে হজ্জ ও উমরাহ

আমির জামান
নাজমা জামান
টরন্টো, ক্যানাডা
ইমেইল ঃ themessagecanada@gmail.com

© কপিরাইট ঃ আই.এফ.ডি. ট্রাস্ট

প্রথম প্রকাশ ঃ সেপ্টেম্বর ২০১০
দ্বিতীয় প্রকাশ ঃ জুলাই ২০১১
তৃতীয় প্রকাশ ঃ ডিসেম্বর ২০১৬

প্রাপ্তিস্থান

**Bangladesh:**

| **IFD Trust** | **UZ Sales Centre** | **Taleb Pharma** | **Al-Maruf Publications** | **Kabir Pablishers** |
|---|---|---|---|---|
| Mohammadpur | Dhaka | NurJahan Road | Katabon, Dhaka | Chittagong |
| Dhaka | 01712846164 | Dhaka | 01971814164 | 01613061653 |
| 01710219310 | 01675865180 | 01917216350 | (Tuesday off) | |
| 01682711206 | | 01712177474 | | |

**Canada:**

| **TIC** | **Dhaka Soft** | **ATN Book Store** | **Masjid Jannatul Ferdous** |
|---|---|---|---|
| Toronto Islamic Centre | Danforth, Toronto | Danforth, Toronto | 1701 Martin Grove Rd, |
| 575 Yonge St., Toronto | 416-230-8648 | 416-686-3134 | Etobecoke |
| 647-350-4262 | 416-690-2777 | 416-671-6382 | 416-742-3232 |

**Other Countries:**

| **New York, USA** | **California, USA** | **London, UK** | **Australia** | **Singapore** |
|---|---|---|---|---|
| 917-671-7334 | 714-821-1829 | 447424248674 | 61287839811 | 65-938-67588 |
| 718-424-9051 | 714-930-6677 | | 61411278923 | |

মূল্য ঃ ১২০ টাকা
**Price:** $6 (Six dollars)

ISBN: 978-1-63587-176-0

## তাহক্বীক (Verification)

**শায়েখ আব্দুল মুনায়েম**
ইমাম, কুরআন-সুন্নাহ সোসাইটি (কিউ.এস.এস)
টরন্টো, ক্যানাডা

## সম্পাদনা পরিষদ


✍ **শায়েখ বশির বিন আল মাসুমী**
লেখক ও গবেষক, আদ-দারুত তালিমিয়াহ
মক্কা, সৌদি আরব

✍ **ড. ইয়াসির হাসান**
ইউনিভার্সিটি অব অক্সফোর্ড
ইউ.কে.

✍ **ড. কায়সার মামুন**
শিক্ষা বিষয়ক গবেষক
সিংগাপুর

✍ **আবদুর রহীম বিন হাবিবুর রহমান**
দাওরায়ে হাদীস, কামিল (হাদীস)
ইমাম, আল-আমীন জামে মসজিদ, ঢাকা

✍ **ড. হুসাম হিলাল**
হাফিয, আল আযহার ইউনিভার্সিটি
ইজিপ্ট

✍ **জাবেদ মুহাম্মাদ**
পি.এইচ.ডি গবেষক
ইউনিভার্সিটি অব রেজাইনা, ক্যানাডা



**Published by**
**Institute of Family Development, Canada**
www.themessagecanada.com

বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম

# আমি কি সহীহভাবে এবং তৃপ্তি সহকারে হাজ্জ ও উমরাহ করতে চাই?

সকল প্রশংসা মহান আল্লাহ রব্বুল আলামীনের জন্য। আমরা তাঁর প্রশংসা করছি, তাঁর কাছে সাহায্য ও আশ্রয় চাচ্ছি এবং এই সাথে আমাদের খারাপ আমলের জন্য তাঁর কাছেই ক্ষমা চাচ্ছি।

সম্মানিত হাজ্জ যাত্রী ভাই ও বোনেরা হয়তো বিভিন্ন বই-পত্র পড়াশোনা করে হাজ্জের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছেন। সকলের নিকট আমাদের বিশেষ অনুরোধ, হাজ্জে যাওয়ার আগে আমাদের এই বইটি কয়েকবার মনোযোগ দিয়ে অবশ্যই পড়বেন। বইটি সাথে করে নিয়ে যাবেন এবং প্লেনে বসে ও মক্কা-মদীনায় অবসর সময়ে নিয়মিত পড়বেন। আশা করি হাজ্জ যাত্রী ভাই ও বোনেরা এই বই থেকে হাজ্জের প্রকৃত উদ্দেশ্য ও গুরুত্ব বুঝতে পারবেন। আমরা যেন কারো দেখাদেখি হাজ্জ পালন না করি। আমাদের প্রতিটি কাজ হতে হবে সহীহ হাদীসের উপর দলিল ভিত্তিক যা আল্লাহর রসূল (ﷺ) করেছেন।

সহীহ ঈমান ও সঠিক আকীদা হলো ইসলামের মূলভিত্তি। এই বইটি রচনায় উল্লেখিত দু'টি বিষয়ের দিকে বিশেষ খেয়াল রাখা হয়েছে। কারণ একজন মুসলিমের জীবনের সমস্ত আমল নষ্ট হয়ে যেতে পারে যদি তার ঈমান ও আকীদা ঠিক না থাকে। এই বইতে শারীয়াহ এবং ফিক্‌হের দিকগুলো আল কুরআন ও সহীহ হাদীসের দলিলের উপর ভিত্তি করে সৌদি আরবের জ্ঞান গবেষণা, ফাতওয়া, দাওয়াত ও ইরশাদ বিভাগের ডাইরেক্টর জেনারেল এবং মাসজিদে হারামের ইমাম শায়খ আব্দুল আযীয বিন আবদুল্লাহ বিন বায (রাহেমাহুল্লাহ) প্রণীত মূল কিতাব থেকে উপস্থাপন করা হয়েছে।

এই বইয়ের সমস্ত জায়গায় 'হজ্জ' না লিখে "হাজ্জ" লিখা হয়েছে। এর কারণ আরবীতে প্রকৃত শব্দটি "হাজ্জ" 'হজ্জ' নয়। তবে বাংলাদেশে "হজ্জ" শব্দটি অতি পরিচিত তাই বইয়ের কাভার পেইজে "হজ্জ"-ই রাখা হয়েছে। সম্মানিত পাঠকের মতামত, ভুল সংশোধন ও দৃষ্টি আকর্ষণ ইমেইল অথবা টেলিফোনে জানালে আগামী সংস্করণে তা প্রতিফলিত হবে ইন্‌শাআল্লাহ। আল্লাহ আমাদের ভুল-ত্রুটি মার্জনা করে সঠিক পথে থাকার তৌফিক দান করুন। আমীন।

বিনীত-

আমির জামান
নাজমা জামান
টরন্টো, ক্যানাডা

# সূচীপত্র


**১ম অধ্যায় ঃ হাজ্জের প্রকৃত শিক্ষা**

হাজ্জ- বিশ্বের মহাসম্মেলন ৭
হাজ্জের বৈশিষ্ট্য ৯
হাজ্জের কল্যাণ ও সার্থকতা ১০
হাজ্জ নিয়ে আমাদের সমাজে নানা রকম ভুল ধারণা ১১

**২য় অধ্যায় ঃ উমরার নিয়ম-কানুন**

উমরার নিয়ম ১৬
পুরুষরা ইহরামের কাপড় কখন পরবো? ১৭
নিয়্যত কখন করবো? উমরার নিয়্যত ১৭
তালবিয়াহ বা লাব্বাইকা দু'আ ১৮
তালবিয়াহ পাঠের সময়সীমা ১৮
এবার তাওয়াফ করার পালা ২১
তাওয়াফের দিক নির্দেশনা ২৪
মাকামে ইব্রাহীমের পিছনে দুই রাক'আত সলাত ২৫
যমযমের পানি পান ২৬
সাফা ও মারওয়া সায়ী করা ২৬
চুল কাটা ২৭
মহিলাদের বিষয় ২৮
অপ্রাপ্তবয়স্ক (নাবালেগ) ছেলেমেয়েদের হাজ্জ ৩৩
ইহরাম অবস্থায় যে সকল কাজ হারাম বা নিষিদ্ধ ৩৪

**৩য় অধ্যায় ঃ হাজ্জের নিয়ম-কানুন**

হাজ্জের নিয়ম ৩৭
হাজ্জের নিয়্যত ৩৮
তালবিয়া পাঠ শুরু ও মিনার পথে যাত্রা ৩৮
হাজ্জের মূল ৫ দিন ৩৯
১ম দিন ঃ ৮ই যিলহাজ্জ (মিনায় অবস্থান) ৪০
২য় দিন ঃ ৯ই যিলহাজ্জ (আরাফায় গমন এবং মুযদালিফায় গমন) ৪১
৩য় দিন ঃ ১০ই যিলহাজ্জ (পাথর নিক্ষেপ, কুরবানী, চুল কাটা, যিয়ারা) ৪৪
৪র্থ দিন ঃ ১১ই যিলহাজ্জ (মিনায় অবস্থান ও পাথর নিক্ষেপ) ৪৬
৫ম দিন ঃ ১২ই যিলহাজ্জ (মিনায় অবস্থান ও পাথর নিক্ষেপ) ৪৭
৬ষ্ঠ দিন ঃ ১৩ই যিলহাজ্জ (পাথর নিক্ষেপ ও মিনা ত্যাগ) ৪৮
বিদায়ী তাওয়াফ (তাওয়াফ আল বিদা) ৪৯
ভুল সংশোধন ৫১

**৪র্থ অধ্যায় ঃ হাজ্জের আগে প্রস্তুতি**
স্বাস্থ্য সম্পর্কে সচেতন হওয়া ৫৬
আমার ট্রাভেল এজেন্ট বা হাজ্জ এজেন্সি ৫৬
আমার প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের লিষ্ট ৫৮
আমার টিম লীডার কেমন হবেন? ৬৭
আমার রুমমেট কেমন হবেন? ৬৮
যাওয়ার পথে প্লেনে কিভাবে সময় কাটাবো? ৬৯
আমার মানসিক প্রস্তুতি কেমন হওয়া উচিত? ৭১
**৫ম অধ্যায় ঃ শিরক ও বিদ'আত মুক্ত হাজ্জ পালন**
শিরক কী? মুসলিমদের মাঝে প্রচলিত শিরক ৭৪
কাবা ঘরকে নিয়ে নানা রকম শিরক থেকে সাবধানতা ৭৬
মুহাম্মাদ (ﷺ)-কে ঘিরে নানা রকম শিরক ৭৭
বিদ'আত কী? হাজ্জ ও উমরাহ সংক্রান্ত বিদ'আত ৮৩
অন্য কারো মাধ্যমে রসূল (ﷺ)-এর কবরে সালাম পাঠানো বিদ'আত ৯২
মদীনায় ৪০ ওয়াক্ত সলাত আদায় করা ওয়াজিব মনে করা বিদ'আত ৯৩
হাজ্জ সংক্রান্ত প্রচলিত জাল ও দুর্বল (যঈফ) হাদীস ৯৭
Spiritual Alertness ১০২
**৬ষ্ঠ অধ্যায় ঃ সকল ইবাদাত বুঝে করি**
হাজ্জে যাওয়ার আগে কিছু পড়াশোনা এবং ভিডিও দেখা ১০৬
সকল সমস্যার মূল হচ্ছে আংশিক বা ভুল ঈমান ১০৯
সলাতে আমরা কী পড়ি? আসুন বুঝে সলাত আদায় করি ১১৬
জানাযার সলাতের নিয়ম ১২০
কাযা সলাত এবং উমরী কাযা বলতে কিছু নেই ১২৪
সফর বা ভ্রমণের সময় সলাত ১২৭
**৭ম অধ্যায় ঃ কিছু গুরুত্বপূর্ণ টিপ্‌স**
টেকনিক্যাল সতর্কতা ১২৮
মক্কা-মদীনায় অবসর সময় কী করবো? ১৩৪
মক্কা-মদীনা থেকে কী আনবো? ১৩৫
হাজ্জ থেকে ফিরে এসে আমার দায়িত্ব কী? ১৩৬
**৮ম অধ্যায় ঃ হাজ্জের জন্য কিছু জরুরী দু'আ**
দু'আ পাঠ করার ক্ষেত্রে সতর্কতা ১৪২
উমরাহ এবং হাজ্জ সংক্রান্ত দু'আ ১৪৩
সকাল-সন্ধ্যায় পড়ার দু'আ ১৫০
আরো কিছু গুরুত্বপূর্ণ দু'আ ১৫৩
**এক নজরে হাজ্জের মূল পাঁচ দিন** ১৫৮

প্রথম অধ্যায়

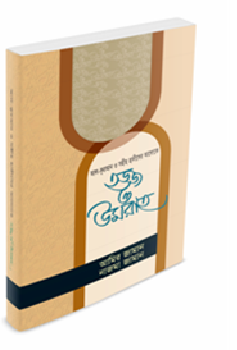

# হাজ্জের প্রকৃত শিক্ষা

## হাজ্জ - বিশ্বের মহাসম্মেলন

একজন মুসলিম যখন হাজ্জে গমনের নিয়্যত করেন, তখন তার মনে আল্লাহর ভয় এবং পরহেযগারী, তওবা-ইসতিগ্‌ফার এবং উন্নত ও পবিত্র চরিত্রের ভাবধারা জেগে উঠে। সে তার প্রিয় আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধব, প্রতিবেশী, সহকর্মী এবং সংশ্লিষ্ট সকল লোকের নিকট ক্ষমা চায়, বিদায় চায়। নিজের সব কাজকর্মের চূড়ান্ত রূপ দিতে শুরু করে। এর মানে হয়, সে এখন আর আগের মানুষ নয়, আল্লাহর দিকে তার মনের আকর্ষণ হওয়ায় অন্তর পবিত্র হয়ে গেছে। এইভাবে প্রতিটি হাজ্জযাত্রীর এই পরিবর্তনে তার চারিপার্শ্বের লোকদের উপর কত গভীর প্রভাব পড়ে তা অনুমান করা যায়। এইরূপ প্রত্যেক বৎসরই যদি দুনিয়ার বিভিন্ন কেন্দ্র হতে গড়ে বিশ লক্ষ লোকও এই হাজ্জ আদায় করেন, তবে তাদের এই গতিবিধি ও কার্যকলাপের প্রভাব আরো কয়েক লক্ষ লোকের চরিত্রের উপর না পড়ে পারে না।

রমাদান মাস যেরূপ বিশ্ব মুসলিমের জন্য তাকওয়া ও পরহেযগারীর মৌসুম, তেমনি হাজ্জের মাসও বিশ্ব ইসলামী পূণর্জাগরণের মৌসুম। মহান আল্লাহ এই ব্যবস্থা এজন্য করেছেন যেন বিশ্বে ইসলামিক মুভমেন্ট শ্লথ না হয়ে যায়। পবিত্র কাবাকে বিশ্বের কেন্দ্রভূমি হিসেবে এমনভাবে স্থাপন করেছেন যেন মানব দেহের মধ্যে হৃদপিন্ডের অবস্থান। দেহ যতই রোগাক্রান্ত হোক না কেন যতদিন হৃদয়ের স্পন্দন থেমে না যায় এবং সমগ্র দেহে রক্ত সঞ্চালন বন্ধ হয়ে

না যায় ততদিন মানুষের মৃত্যু হয় না। সেরূপ হাজ্জের এই সম্মেলন ব্যবস্থাও যতদিন থাকবে ততদিন ইসলামিক মুভমেন্টও চলতে থাকবে।

পুরুষের জন্য সেলাই বিহীন দুই টুকরা কাপড় পরিধানের উদ্দেশ্য হলো সকল জৌলুস ও প্রদর্শনী থেকে মুক্ত হয়ে আল্লাহর জন্য নিবেদিতপ্রাণ হওয়া। পৃথিবীর দূর-দূরান্তের অঞ্চল থেকে আগত অসংখ্য মানুষ যাদের আকার-আকৃতি, দৈহিক রং ও ভাষা, পোশাক-পরিচ্ছদ বিভিন্ন হওয়া সত্ত্বেও যখনই এই কেন্দ্রের নিকটবর্তী হয়, সবাই নির্দিষ্ট স্থানে এসে নিজ নিজ পোশাক-পরিচ্ছদ খুলে ফেলে এবং সকলেই একই ধরনের অনাড়ম্বর 'ইউনিফরম' পরিধান করে। একই 'ইউনিফরম' পরিহিত এই সৈনিকরা 'মীকাত' অতিক্রম করে যখন সম্মুখে অগ্রসর হয়, তখন সকলের কণ্ঠ হতে একই ধ্বনি প্রতিধ্বনিত হয়ে আকাশ-বাতাস মুখরিত করে তোলে ঃ 'লাব্বাইকা আল্লা-হুম্মা লাব্বাইকা .....' (আমি হাযির, হে মহান আল্লাহ! আমি হাযির!)।

উচ্চারণের কণ্ঠ বিভিন্ন, কিন্তু সকলের কণ্ঠে একই ধ্বনি। কেন্দ্র যতই নিকটবর্তী হয়, ব্যবধান ততই কমে যায়। বিভিন্ন দেশের কাফেলা পরস্পর মিলিত হয়ে একই পদ্ধতিতে সলাত আদায় করে। সকলের পোশাক এক, সকলেরই ইমাম এক, সলাত পড়ার ভাষা এক, সবাই একইভাবে আল্লাহর নাম নিয়ে রুকু সাজদা করছে, একই আরবী ভাষায় কুরআন পড়ছে, সকলেই একসাথে আল্লাহর ঘর তাওয়াফ করে সাফা-মারওয়া সায়ী করছে। এভাবে সমবেত লক্ষ লক্ষ জনতার ভাষা, জাতি, দেশ, বংশ ও গোত্রের কৃত্রিম বৈষম্য দূর হয়ে একাকার হয়ে যায়। সমগ্র মানুষের সমন্বয়ে 'আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসী' একটি বিরাট জামায়াত (দল) রচিত হয়। তারপর এই বিরাট আন্তর্জাতিক জামায়াত একই আওয়ায 'লাব্বাইকা আল্লা-হুম্মা লাব্বাইকা' ধ্বনি করতে করতে চলতে থাকে।

বৎসরের চারটি মাস নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে অর্থাৎ এই মাসগুলোতে যুদ্ধ নিষেধ। ইসলাম কাবা ঘরে যাতায়াতের এই চারটি মাস সমস্ত পথেই শান্তি অক্ষুন্ন রাখার ঘোষণা দিয়েছে। এটা বিশ্ব-শান্তি প্রতিষ্ঠা এবং শান্তি রক্ষা করার এক স্থায়ী ব্যবস্থা। দুনিয়ার রাজনৈতিক কর্তৃত্ব ইসলামের হাতে আসলে হাজ্জ ও উমরার কারণে একটি বৎসরের অন্তত এক-তৃতীয়াংশ সময় চিরকালের জন্য যুদ্ধ এবং রক্তারক্তির হাত হতে দুনিয়া রক্ষা পেতে পারে।

ইসলাম সমগ্র পৃথিবীর একটি কেন্দ্র নির্ধারণ করেছে। এই কেন্দ্রের পরিচয় প্রসংগে বলা হয়েছে ঃ যারা আল্লাহর প্রভুত্ব ও বাদশাহী এবং মুহাম্মাদ (ﷺ)-

এর নবুয়াত ও নেতৃত্ব স্বীকার করে ইসলামী ভাতৃসংঘে প্রবেশ করবে, ইসলামের এই কেন্দ্রে তাদের সকলেরই সমান অধিকার থাকবে। ক্যানাডার বাসিন্দা হউক, কি আফ্রিকার, কি চীনের বাসিন্দা হউক, কি বাংলাদেশের, সে যদি মুসলিম হয় তবেই মক্কা শরীফে তার অধিকার মক্কার আসল বাসিন্দাদের অনুরূপ হবে। পৃথিবীর কোণায় কোণায় ইসলামিক মুভমেন্টের আওয়াজ পৌঁছাবার জন্য এবং মুসলিম ভাতৃত্ববোধের ঐক্যবদ্ধ সম্পর্ককে পৃথিবী যতদিন টিকে থাকবে ততদিন সকলের মাঝে প্রতিষ্ঠিত রাখার লক্ষ্যে হাজ্জের চাইতে শক্তিশালী উপায় আর কিছুই হতে পারে না। বস্তুত দুনিয়ার সমগ্র মানুষকে পৃথিবীর প্রতিটি কোণ হতে এক আল্লাহর নামে টেনে এনে নির্দিষ্ট একটি কেন্দ্রে একত্রিত করে দেয়া এবং অসংখ্য বংশ, গোত্র ও জাতিকে এক আল্লাহতে বিশ্বাসী ও সৌহার্দ্যপূর্ণ ভ্রাতৃসংঘে সম্মিলিত করে দেয়ার জন্য এটা অপেক্ষা উন্নততর কোন পন্থা আজ পর্যন্ত আবিষ্কার করা সম্ভব হয়নি।

সলাত-সিয়াম হোক, কিংবা হাজ্জ হোক, এগুলির উদ্দেশ্য হচ্ছে মানুষের প্রশিক্ষণ। তাই এসকল ইবাদাতের মূল উদ্দেশ্য না বুঝে শুধু মৌখিক ইবাদাত করে গেলে এর দ্বারা কোন উপকার ও কল্যাণ লাভ করা যেতে পারে না। কিন্তু দুঃখের বিষয়, সাধারণত আজকালকার কিছু মানুষ এ সকল ইবাদাতের মূল উদ্দেশ্য না বুঝে (লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের প্রতি দৃষ্টি না থাকার কারণে) ইবাদাতের বাহ্যিকরূপ ঠিকই বজায় রাখছে; কিন্তু এতে কোন প্রাণশক্তির সঞ্চার হচ্ছে না। প্রতি বৎসর লক্ষ লক্ষ লোক ইসলামের কেন্দ্রে গমন করে এবং হাজ্জের সৌভাগ্য লাভ করে ফিরে আসে। কিন্তু হারাম শরীফের যাত্রীর স্বভাব-চরিত্রে যে পরিবর্তন আসার কথা ছিল, তা যেমন দেখা যায় না; তেমনি হাজ্জ হতে ফিরে আসার পরও তাদের মানসিক ও নৈতিক ক্ষেত্রে কোন উন্নতি লক্ষ্য করা যায় না। অথচ হাজ্জ সুন্দরভাবে শেষ করতে পারলে সেটা হবে এমন কাজ যা অমুসলিমদেরকেও ইসলাম গ্রহণ করতে উৎসাহিত করবে।

## হাজ্জের বৈশিষ্ট্য

মহান আল্লাহ নবী ইব্রাহীম আলাইহিস সালামকে আজ থেকে চার হাজার বছরেরও আগে নির্দেশ দিয়েছিলেন যে, মানুষের নিকট হাজ্জের ঘোষণা করে দাও (সূরা হাজ্জ ঃ ২৭)। অতঃপর সূরা আলে ইমরানের ৯৭ নং আয়াতে মহান আল্লাহ মানুষকে নবী মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর মাধ্যমে আবার নির্দেশ দিয়েছেন যে ঃ

*"মানুষের মধ্যে যার সেখানে যাওয়ার সামর্থ্য রয়েছে, আল্লাহর উদ্দেশ্যে সেই ঘরের হাজ্জ করা তার অবশ্য কর্তব্য এবং কেউ প্রত্যাখ্যান করলে সে জেনে রাখুক, আল্লাহ বিশ্ব-জগতের মুখাপেক্ষী নন।"*

পবিত্র কুরআনে যেখানে ইব্রাহীম আলাইহিস সালামকে হাজ্জের জন্য সাধারণ দাওয়াত দেয়ার হুকুমের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, সেখানে তার প্রথম কারণ হিসেবে বলা হয়েছে ঃ মানুষ এসে দেখুক যে, এই হাজ্জ পালনে তাদের জন্য কী কী কল্যাণ নিহিত রয়েছে। অর্থাৎ হাজ্জের সময় আগমন করে কাবা শরীফে একত্রিত হয়ে তারা নিজের চোখে প্রত্যক্ষ করবে যে, এটা তাদের জন্য সত্যিই কল্যাণকর। হাজ্জ উপলক্ষে যে সফর করা হয় তা অন্যান্য সফর হতে সম্পূর্ণ আলাদা। এটা নিজের কোন পার্থিব প্রয়োজন বা দাবী পূরণ করার জন্য করা হয় না; বরং এটা করা হয় শুধু আল্লাহ তা'আলার জন্য এবং আল্লাহর আদেশ পালন করার নিয়্যতে।

## হাজ্জের কল্যাণ ও সার্থকতা

হাজ্জে যাওয়ার আগে মানুষ অতীতের যাবতীয় গুনাহ হতে তওবা করে, সকলের নিকট ভুল-ত্রুটির জন্য ক্ষমা চায়, পরের হক যা এই যাবত আদায় করে নাই তা আদায় করে, সমস্ত ঋণ পরিশোধ করে বা পরিশোধের ব্যবস্থা করে। সকল প্রকার পাপ ও অন্যায় চিন্তা হতে তার মন পবিত্র হয়ে যায়। স্বভাবতই তার মনের গতি কল্যাণের দিকেই নিবদ্ধ হয়, ফলে সে মানুষের ক্ষতি করে না, বরং চেষ্টা করে উপকার করার জন্য। অশ্লীল ও বাজে কথাবার্তা, নির্লজ্জতা, প্রতারণা-প্রবঞ্চনা এবং ঝগড়া-ফাসাদ ইত্যাদি কাজ হতে তার নফস বিরত থাকে। অতএব দেখা যাচ্ছে যে, অন্যান্য সকল প্রকার সফর হতে হাজ্জের এই সফর সম্পূর্ণ আলাদা।

এরপর হাজী যেন আল্লাহর সৈনিকে পরিণত হয়। তাই পাঁচ-ছয় দিন তাকে ক্যাম্পে জীবন কাটাতে হয়। একদিন 'মীনা'র তাঁবুতে অতিবাহিত করতে হয়, পরের দিন আরাফাতে অবস্থান করতে হয় এবং সেনাপতির "খুতবার" নির্দেশ শুনতে হয়। রাত্রে মুযদালিফায় গিয়ে ক্যাম্প স্থাপন করতে হয়। রাত শেষে আবার 'মীনায়' ফিরে যেতে হয় এবং এখানে জামারাকে পাথর নিক্ষেপ করতে হয়। আবরাহা বাদশার সৈন্য সামন্ত কাবা ঘর ধ্বংস করার জন্য এই পর্যন্ত এসে পৌঁছেছিল। প্রত্যেকটি পাথর নিক্ষেপ করার সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহর সৈনিকরা বলে উঠে ঃ *"আল্লাহু আকবার" (আল্লাহ মহান)।*

হাজ্জ সম্পর্কীয় অন্যান্য কার্যাবলী দ্বারা প্রতিটি মুসলিমের জীবনকে সৈনিকের ট্রেনিং দিয়ে গঠন করা হয়। সলাত, যাকাত, সিয়াম ও অন্যান্য ইবাদাতের সাথে হাজ্জের সব কাজকর্মগুলো যেন মানুষকে এক বিশেষ উদ্দেশ্যে প্রশিক্ষণ দেবার জন্যই ফরয করা হয়েছে।

আবূ হুরায়রা রাদিআল্লাহু আনহু কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন– আমি রসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি আল্লাহর উদ্দেশ্যে হাজ্জ করল এবং অশালীন কথাবার্তা ও গুনাহ থেকে বিরত রইল সে যেন নবজাতক শিশু, যাকে তার মা এ মুহূর্তেই প্রসব করেছে, তার ন্যায় নিষ্পাপ হয়ে ফিরবে। (সহীহ বুখারী)

## হাজ্জ নিয়ে আমাদের সমাজে নানা রকম ভুল ধারণা

১) আমাদের উপমহাদেশের মুসলিমগণ সাধারণত হাজ্জ পালন করে থাকেন বৃদ্ধ বয়সে। সলাত-সিয়াম যেমন প্রতিটি মুসলিমের জন্য ফরয, তেমনি হাজ্জও প্রতিটি মুসলিমের জন্য ফরয যদি আর্থিক সামর্থ থাকে। বেশীরভাগ সময় দেখা যায় আর্থিকভাবে স্বচ্ছল বা সামর্থ থাকা সত্ত্বেও আমরা হাজ্জে না গিয়ে অপেক্ষা করতে থাকি বৃদ্ধ বয়সের জন্য। কিন্তু যেদিন থেকে আমার সামর্থ হয়েছে এই ফরয ইবাদাত ঠিক ঐদিন থেকেই আমার উপর ফরয হয়ে আছে এবং তা যতদিন পর্যন্ত আমি পালন না করবো ততদিন আমার আমলনামায় কবিরা গুনাহ লিখা হতে থাকবে। তাই জীবনে যখনই সামর্থ্য হবে তখনি হাজ্জ পালন করতে হবে, দেরী করা যাবে না। আর মনে রাখা প্রয়োজন আমার সামর্থ্য এখন আছে কিন্তু পরবর্তীতে না-ও থাকতে পারে। তাছাড়া আগামী বছর হাজ্জ করার মতো হায়াত আমি না-ও পেতে পারি, ফলে আমার ফরয অনাদায়ী থেকে যাবে। তাই আমরা যারা হাজ্জে যাচ্ছি তাদের উচিত অন্যদের নিকট এই বিষয়টা প্রচার করা এবং অন্যদের হাজ্জ করার ব্যাপারে উৎসাহিত করা।

২) আমরা অনেকে সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও হাজ্জ পালন করি না কিন্তু পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ (যেমন ইউরোপ, আমেরিকা, ব্যাংকক, সিংগাপুর, দুবাই) ঘুরে বেড়াই, কিন্তু যখনই হাজ্জের প্রশ্ন আসে তখনই নানা রকম অজুহাত

সামনে আসে যে আমার ব্যাংকের লোন আছে, বাড়ি করতে লোন নেয়া হয়েছে ইত্যাদি ইত্যাদি। আমি লক্ষ কোটি টাকা ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়েছি ব্যবসায়িক কাজে, ক্যারিয়ার ডেভেলপ্‌মেন্টের জন্য বা বাড়ি-গাড়ি করার জন্য। আমার এই লোন আর যিনি বেঁচে থাকার জন্য ও জীবন পরিচালনার জন্য ঋণগ্রস্ত হয়েছেন তার ব্যাপার সম্পূর্ণ ভিন্ন। তাই এসব কারণ হাজ্জে যাওয়ার পথে কোন বাঁধা নয়।

৩) আমাদের সমাজে আরো একটি ভুল ধারণা প্রচলিত আছে, যার ঘরে অবিবাহিতা কন্যা রয়েছে সেই কন্যার বিয়ে না হওয়া পর্যন্ত তার উপর হাজ্জ ফরয নয়। এটা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত কথা এর উপর কোন হাদীস নেই।

৪) যে নারীর হাজ্জ সম্পন্ন করার মত অলঙ্কার রয়েছে তার উপর হাজ্জ ফরয। সে এই অলঙ্কার বিক্রি করেই হাজ্জে যেতে পারবেন তবে অবশ্যই মাহরাম সঙ্গে নিতে হবে। কোন মহিলার যদি মাহরাম না থাকে তবে হাজ্জ তার জন্য প্রযোজ্য নয়। সে কাউকে দিয়ে তার বদলি হাজ্জ করিয়ে নিতে পারবেন।

৫) আবার অনেকে হাজ্জ থেকে ফিরে এসে নিজের নামের আগে হাজী টাইটেল সংযুক্ত করেন (যেমন আলহাজ্জ .....)। সলাত যেমন ফরয তেমনি হাজ্জও ফরয। যারা পাঁচ ওয়াক্ত সলাত আদায় করেন তারা কি তাদের নামের আগে সলাত আদায়কারী বা নামাযী টাইটেল সংযুক্ত করেন? না, তা করেন না। তাহলে হাজ্জ করে এসে কেন আলহাজ্জ বা হাজী লাগাতে হবে? এই ধরনের নতুন আবিস্কার ইসলামে বিদ'আত।

৬) হাজ্জ পালন করা জীবনে একবার ফরয। পরবর্তী সময়ে আমি যতবার হাজ্জ পালন করবো তা হবে আমার জন্য নফল। আমাদের সমাজে অনেকেই অধিক সওয়াবের আশায় বার বার হাজ্জ করে থাকেন যা তার জন্য নফল ইবাদাত। কিন্তু এই নফল ইবাদাতের চেয়েও হয়তো আরো অনেক ফরয কাজ তার জীবনে বাকি রয়ে গেছে যা সঠিক জ্ঞানের অভাবে পালন করা হচ্ছে না। যেমন প্রতি বছর নফল হাজ্জ করে আমি যে লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় করছি তা দিয়ে হয়তো আমার গরীব আত্মীয়-স্বজন, এতিমদের বা দেশের অসহায় মানুষের ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা করতে পারি যা আমার উপর তাদের হক।

৭) অনেকে অবৈধ পথে অর্জিত টাকা দিয়ে হাজ্জ করতে যান। অবৈধ উপায়ে উপার্জিত অর্থ দিয়ে হাজ্জ পালন করা ঠিক নয়। কেননা হালাল সম্পদ বা খাদ্যই হলো ইবাদাত কবুল হবার অন্যতম প্রধান শর্ত। হালাল উপায়ে অর্জিত ও শরীয়ত অনুমোদিত অর্থ-সম্পদ বা খাদ্য গ্রহণ ছাড়া আল্লাহর দরবারে কোন ইবাদাতই কবুল হয় না।

আবু হুরায়রা রাদিআল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূল (ﷺ) বলেছেন, "মানব জাতির কাছে এমন একটি যমানা আসবে যখন মানুষ কামাই-রোযগারের ব্যাপারে হালাল-হারামের কোন পরওয়া করবে না।" (সহীহ বুখারী)

তাই যারা সুদ বা ঘুসের সাথে কোন না কোনভাবে জড়িত তাদের ঐ টাকা দিয়ে হাজ্জ পালন করা ঠিক নয়।

৮) আবার অনেকে মনে করেন যে, যা পাপ কাজ করার এখনই বেশী করে করে নেই পরে এক সময় হাজ্জ করে এসে সব পাপ ধুয়ে মুছে ফেলব। আবার অনেকে মনে করেন এত যুবক বয়সে হাজ্জ করাটা ঠিক না কারণ এ বয়সে তো অনেক অবৈধ পাপ কাজ করতে হয় তাই এখন হাজ্জ না করাটাই উচিত। আবার অনেকে মনে করেন এখন পর্যন্ত বিয়েই করিনি, জীবনতো শুরুই হয়নি, এতো তাড়াতাড়ি হাজ্জ করার কী দরকার? এসবই ভ্রান্ত ধারণা যা ইসলাম অনুমোদন করে না।

৯) হাজ্জ করা সহজ - রক্ষা করা কঠিন। আর এ ধারণায় অনেক সম্পদশালী ব্যক্তি হাজ্জ পালন করতে রাজী নন। তাদের ধারণা হচ্ছে যে, হাজ্জ পালন করার পর জীবনের কুস্বভাবগুলো সম্পূর্ণভাবে দূরীভূত হয়ে যাবে; তাহলেই সে হাজ্জ মক্ববূল হাজ্জ বা গৃহীত হাজ্জ হবে। অন্যথায় ঐ সমস্ত অভ্যাসে হাজ্জ বরবাদ হয়ে যাবে। হাজ্জ করে এসে সংসার দুনিয়াদারী ছেড়ে দিয়ে হাত-পা গুটিয়ে বসে বৈরাগ্য জীবন-যাপন করার বিধান ইসলামে নেই।

১০)অনেকে মনে করেন "ঠিক মতো সলাতই আদায় করি না আবার হাজ্জ কিসের?" মনে রাখতে হবে, ইসলামের পাঁচটি স্তম্ভের মধ্যে সলাত যেমন একটি ফরয ইবাদাত তেমনি হাজ্জও একটি ফরয ইবাদাত। আখিরাতের ময়দানে প্রতিটি ফরযের হিসাব আলাদা আলাদা ভাবে নেয়া হবে। সলাতের জায়গায় সলাত, হাজ্জের জায়গায় হাজ্জ এবং যাকাতের জায়গায়

যাকাত। এমনও দেখা গেছে যে আগে নিয়মিত সলাত আদায় করতেন না কিন্তু হাজ্জ করে আসার পরে নিয়মিত সলাত আদায়কারী হয়ে গেছেন, আলহামদুলিল্লাহ। তাই সময়মত হাজ্জ আদায় না করা একটি মারাত্মক ভুল। তবে ইসলাম বলে কেউ ইচ্ছাকৃতভাবে এক ওয়াক্ত সলাত ছেড়ে দিলে সে ইসলাম থেকে বের হয়ে যায়, তাকে আবার তাওবা করে ইসলামে প্রবেশ করতে হয়।

১১) আর একটা বিষয় লক্ষ্যণীয় যে, যারা হাজ্জে যাচ্ছেন না তারা সাধারণত হাজ্জের উপর পড়াশোনা করেন না। যারা হাজ্জে যাওয়ার নিয়্যত করেন তারাই শুধু হাজ্জের নিয়ম-কানুন এবং কিছু দু'আ-দুরূদ মুখস্ত করেন। কিন্তু হাজ্জ দ্বীন ইসলামের একটি ফরয হুকুম এবং ইসলামের পাঁচটি স্তম্ভের মধ্যে একটি। তাই হাজ্জ পালন করতে যাই আর না যাই, পরিপূর্ণ ইসলামকে জানার জন্য এই বিষয়ের উপর অবশ্যই জ্ঞান অর্জন করা প্রতিটি মুসলিমের কর্তব্য, তা না হলে দ্বীনের জ্ঞান অপরিপূর্ণ থেকে যাবে। রসূল (ﷺ) বলেছেন ঃ

"দ্বীনের জ্ঞান অর্জন করা প্রত্যেকটি মুসলিম নর-নারীর জন্য ফরয"।
(ইবনে মাজাহ, বায়হাকী)

**বিশেষ নোট ঃ** যারা হাজ্জ মৌসুম ছাড়া বছরের অন্য সময় শুধু উমরাহ করতে যাবেন তারা এই বইয়ের হাজ্জের নিয়ম-কানুন অধ্যায় বাদে বাকী সবই অনুসরণ করবেন।

শুধু উমরাহ করতে গেলে কোন মুয়াল্লিম ফী দিতে হয় না। সৌদিআরবে যে সৌদি এজেন্সি হাজীদের ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে থাকেন তাদেরকে মুয়াল্লিম বলে। হাজ্জের সময় সৌদি সরকার হাজ্জ ব্যবস্থাপনার জন্য এই ধরনের শত শত মুয়াল্লিম নিয়োগ দিয়ে থাকেন। মুয়াল্লিম অর্থ শিক্ষক।

২য় অধ্যায়

# উমরার নিয়ম-কানুন

## হাজ্জ তিন প্রকার

(১) ক্বিরান ঃ মিকাত থেকে ইহরাম বেঁধে ঐ একই ইহরামে উমরাহ ও হাজ্জ করাকে ক্বিরান হাজ্জ বলে।

(২) ইফরাদ ঃ মিকাত থেকে কেবল হাজ্জের ইহরাম বেঁধে সরাসরি হাজ্জ করাকে ইফরাদ হাজ্জ বলা হয়।

(৩) তামাত্তু ঃ মিকাত থেকে উমরার নিয়্যতে ইহরাম বেঁধে মক্কায় পৌঁছে উমরার কাজ সম্পন্ন করে ইহরাম থেকে বের হয়ে যাওয়া। এবং ৮ই যিলহাজ্জ মক্কা থেকে হাজ্জের নিয়্যতে আবার ইহরাম বেঁধে হাজ্জ করাকে তামাত্তু হাজ্জ বলা হয়। এই হাজ্জের দুটো অংশ ঃ (ক) উমরাহ (খ) ফরয হাজ্জ।

এই বইয়ে তামাত্তু হাজ্জের বিস্তরিত নিয়ম-কানুন দেয়া হলো। কারণ আমরা যারা অন্য দেশ থেকে হাজ্জে যাই তারা তামাত্তু হাজ্জই করে থাকি।

**বাড়ী থেকে বের হওয়ার সময় এবং যানবাহনে উঠে দু'আ ঃ** বাড়ী থেকে বের হওয়ার সময় বাইরে যাওয়ার দু'আ এবং গাড়ীতে ও প্লেনে উঠে যানবাহনের দু'আ পড়ে নিতে হবে। এই বইয়ের শেষ অধ্যায়ে দু'আগুলো রয়েছে।

# উমরার নিয়ম

| ফরয | ওয়াজিব |
|---|---|
| ১. ইহরাম বাঁধা (নিয়্যত) - State of Ihram.<br>২. তাওয়াফ করা । | ৩. সাফা এবং মারওয়া সায়ী করা ।<br>৪. চুল কাটা/মাথা ন্যাড়া করা । |

উমরাহ সম্পাদন করার জন্য উপরের ফরয এবং ওয়াজিব সবগুলো কাজই করতে হবে। কোনটাই বাদ দেয়া যাবে না।

## উমরার ফরয-ওয়াজিব এবং সুন্নাত স্টেপ বাই স্টেপ

১. ইহরাম বাঁধা (নিয়্যত)।
২. তাওয়াফ করা।
৩. ইযতিবা এবং রমল।
৪. মাকামে ইব্রাহীমের পিছনে দু'রাক'আত সলাত।
৫. যমযমের পানি পান করা।
৬. সাফা এবং মারওয়া সায়ী করা।
৭. চুল কাটা।
৮. ইহরামমুক্ত হওয়া।

## পুরুষরা ইহরামের কাপড় কখন পরবো?

ইহরাম বাঁধার আগে গোসল করা এবং সুগন্ধি লাগানো সুন্নাহ। তবে সুগন্ধি যেন ইহরামের কাপড়ে না লাগে। গোসল নিজ বাসা থেকেই করে নেবো। যারা বাংলাদেশ থেকে হাজ্জে যাচ্ছি পুরুষরা সেলাইবিহীন দু'টুকরা সাদা কাপড় বাসা থেকে পরে নিতে পারি অথবা ঢাকা এয়ারপোর্ট বা হাজ্জ ক্যাম্পেও পরতে পারি। পুরুষদের সতর হচ্ছে নাভি থেকে হাটু পর্যন্ত, অর্থাৎ নাভি দেখা যাবে না। অন্যের নিকট সতর খুলে রাখা নিষেধ, এছাড়া সতর খুলে সলাত আদায় হবে না। অনেকের ইহরামের কাপড় আস্তে আস্তে নিচে নামতে নামতে নাভি উন্মুক্ত হয়ে পরে। তাই সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে।

## নিয়্যত কখন করবো?

প্লেনে উঠেই উমরার জন্য নিয়্যত করবো না। যদি আমি মুসলিম এয়ারলাইন্সে ভ্রমণ করে থাকি তাহলে ক্যাপটেইন/পাইলট মিকাত অতিক্রম করার আগে হয়তো ঘোষণা দিবেন, তখন আমি মুখে উচ্চারণ করে উমরার নিয়্যত করবো। অন্য কোন এয়ারলাইন্স হলে খেয়াল রাখতে হবে কখন মিকাতের সীমানা আসে, তখন নিয়্যত করতে হবে। অনেকেই ঐ সময় ঘুমিয়ে থাকেন, তাই মিকাত আসার আগেই পাশের সিটের জাগ্রত যাত্রী তাকে জাগিয়ে দিবেন। ইহরামের নিয়্যতের জন্য কোন দু'রাক'আত সলাত নেই, এই কাজ বিদ'আত। ইহরামের নিয়্যত করার পর থেকে তালবিয়া পাঠ করতে থাকবো।

## উমরার নিয়্যত

اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ عُمْرَةً

*আল্লা-হুম্মা লাব্বাইকা উমরাতান।*

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! আমি উমরার জন্য তোমার দরবারে হাযির হয়েছি।

যারা কারো পক্ষ হতে বদলী হাজ্জ করবেন, তিনি পুরুষ হলে নিয়্যতে বলতে হবে, *'আল্লা-হুম্মা লাব্বাইকা উমরাতান আন ফুলান'* আর তিনি মহিলা হলে বলতে হবে, *' আল্লা-হুম্মা লাব্বাইকা উমরাতান আন ফুলা-নাহ'*।

عَنْ فُلَانٍ – عَنْ فُلَانَه

অর্থ ঃ অমুকের পক্ষ হ'তে আমি হাযির।

**নোট ঃ** উমরার নিয়্যত করার পর নিম্নোক্ত শর্তাধীন দু'আটি পড়ে নেয়া উচিত। তা না হলে পথিমধ্যে অসুস্থতা বা অন্য কোন কারণে উমরাহ পালন করতে না পারলে কাফ্ফারা বা দম দিতে হবে।

فَإِنْ حَبَسَنِيْ حَابِسٌ فَمَا حَلِّيْ حَيْثُ حَبَسْتَنِيْ.

*'ফাইন হাবাসানী হা-সিবুন, ফামা-হাল্লী হায়ছু হাসাবতানী'।*

অর্থ ঃ যদি (আমার উমরাহ পালনে) কোন কিছু বাঁধা হয়ে দাঁড়ায়, তাহলে যেখানে তুমি আমাকে বাঁধা দেবে (হে আল্লাহ), সেখানেই আমার হালাল হওয়ার স্থান।

## তালবিয়াহ বা লাব্বাইকা দু'আ

لَبَّيْكَ أَللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لاَ شَرِيْكَ لَكَ لَبَّيْكَ ، إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ، لاَ شَرِيْكَ لَكَ

| | |
|---|---|
| লাব্বাইকা<br>আল্লা-হুম্মা লাব্বাইক।<br>লাব্বাইকা<br>লা-শারীকা লাকা লাব্বাইক।<br>ইন্নাল হামদা ওয়ান্নি'মাতা<br>লাকা ওয়ালমুলক,<br>লা-শারীকা লাক। | আমি তোমার দরবারে হাযির হয়েছি,<br>হে আল্লাহ! আমি হাযির হয়েছি।<br>আমি তোমার দরবারে হাযির হয়েছি,<br>তোমার কোন শরীক নেই।<br>নিশ্চয়ই যাবতীয় প্রশংসা এবং অনুগ্রহ<br>তোমারই জন্য, রাজত্ব তোমারই,<br>তোমার কোন শরীক নেই।<br>(সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম) |

## তালবিয়াহ পাঠের সময়সীমা

**শুরু ঃ** উমরার জন্য ইহরামের নিয়্যত করার পর থেকে।
**শেষ ঃ** তাওয়াফ শুরু করার আগ পর্যন্ত।

আবার

**শুরু ঃ** ৮ই যিলহাজ্জ হাজ্জের জন্য ইহরামের নিয়্যত করার পর থেকে।
**শেষ ঃ** ১০ই যিলহাজ্জ জামারায় পাথর নিক্ষেপ করার আগ পর্যন্ত।

## যারা ইউরোপ-আমেরিকা থেকে যাচ্ছি

যারা ইউরোপ, আমেরিকা, ক্যানাডা, অষ্ট্রেলিয়া, সিঙ্গাপুর থেকে হাজ্জে যাচ্ছি তারাও গোসল নিজ বাসা থেকেই সেরে নিবো। বেশীরভাগ এয়ারপোর্টেই মুসলিমদের জন্য Prayer রুম রয়েছে। ট্রানজিটে পুরুষরা সেলাইবিহীন দু'টুকরা সাদা কাপড় পরিধান করে নিবো এবং মিকাতের সীমানা অতিক্রম করার আগে প্লেনে বসেই উমরার নিয়্যত করবো। অমুসলিম প্লেনে মিকাতের জন্য কোন ঘোষণা দিবে না তাই ইহরামের নিয়্যত করার জন্য মিকাত কখন আসে তা খেয়াল রাখতে হবে। মিকাতে নিয়্যত করাই হচ্ছে প্রকৃত সুন্নাহ। তবে আমি যদি মক্কা আগে যাই তাহলেই শুধু ইহরাম বাঁধবো। আর যদি মদীনা আগে যাই তাহলে ইহরাম বাঁধবো না।

## যারা সরাসরি মদীনা আগে যাচ্ছি

যারা সরাসরি মদীনা আগে যাবো তারা ইহরাম বাঁধবো না। মদীনার দিনগুলো অতিবাহিত হওয়ার পর যেদিন মদীনা ছেড়ে মক্কা যাবো সেদিন হোটেল থেকে গোসল সেরে নিবো এবং পুরুষরা সেলাইবিহীন দু'টুকরা সাদা কাপড় পরে নিবো, কিন্তু তখন নিয়্যত করবো না। পথে যুল-হুলাইফা নামক স্থানে আমাদের বাস থামবে ইহরাম বাঁধার জন্য এবং সেখানে আমরা উমরার নিয়্যত করবো। মনে রাখতে হবে নিয়্যত করার পর কোন দু'রাক'আত সলাত নেই, এটা করা বিদ'আত। যুল-হুলাইফাতে একটি বড় মাসজিদ রয়েছে, যদি এখানে কোন সলাতের ওয়াক্ত হয় তাহলে তা আদায় করে নেব।

## যখন জিদ্দা এয়ারপোর্টে পৌঁছাবো

যারা আগে মক্কা যাবো তারা জিদ্দা এয়ারপোর্টে পৌঁছাবো। মক্কায় কোন এয়ারপোর্ট নেই তাই জিদ্দায় যেতে হয় এবং জিদ্দা থেকে মক্কার দূরত্ব গাড়িতে এক ঘন্টা। জিদ্দা এয়ারপোর্টে নামার পর খুবই ধৈর্যসহকারে লাইনে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে। এ সময় আমার পাসপোর্ট, ভেক্সিনেশন সার্টিফিকেট ও অন্যান্য কাগজপত্র সাথে রাখবো। এয়ারপোর্টের ওয়াশরুমে গিয়ে ফ্রেস হওয়া যেতে পারে এবং সলাতের ওয়াক্ত হলে এয়ারপোর্টের Prayer রুমে গিয়ে সলাত আদায় করা যেতে পারে। মনে করে হাজ্জ এজেন্সি বা মুয়াল্লিমের দেয়া গলার আইডি এবং হাতের ব্রেসলিট পরে নিতে হবে। জিদ্দা বা মদীনা এয়ারপোর্ট থেকে আমার পাসপোর্ট সৌদি মুয়াল্লিম তাদের হিফাযতে নিয়ে নেবে। হাজ্জ শেষে যেদিন আমি দেশে ফিরবো সেদিন এয়ারপোর্টে অথবা বাসে পাসপোর্ট ফেরত দেবে। জিদ্দা এয়ারপোর্টের আনুষ্ঠানিকতা শেষ করে আমরা বাসে চড়ে মক্কায় পৌঁছাবো, সেটা দিনেও হতে পারে, রাতেও হতে পারে।

**সতর্কতা ঃ** অনেক সময় মুয়াল্লিম আমার পাসপোর্ট হারিয়ে ফেলতে পারে তাই দুই সেট ফটোকপি আগেই দুই লাগেজে আলাদা করে রেখে দিবো। এয়ারপোর্টের বেল্ট থেকে লাগেজ নেয়ার পর ঠিকমত তা বাসে উঠালো কিনা তা লক্ষ্য রাখতে হবে।

**নোট ঃ** যারা হাজ্জের মৌসুম ছাড়া অন্য সময় উমরাহ করতে যাই তারা জিদ্দা এয়ারপোর্ট থেকে ট্যাক্সি নিয়েও মক্কা যেতে পারি। এ সময় আমার পাসপোর্ট হোটেল ম্যানেজমেন্টের লকারে অথবা আমার কাছেও রাখতে পারি। যদি পাসপোর্ট আমার কাছে থাকে তাহলে খুবই সাবধানে হিফাযতে রাখতে হবে যেন চুরি হয়ে না যায়।

## যখন মক্কায় পৌঁছাবো

জিদ্দা থেকে মক্কায় পৌঁছে আমি নিশ্চয়ই হোটেল কিংবা ভাড়া করা বাসায় উঠবো। এসময় আমি স্বাভাবিকভাবে, শারীরিকভাবে ক্লান্ত থাকবো। এবার গোসল সেরে খেয়ে-দেয়ে নিবো এবং অন্য কোনো জরুরী কাজ থাকলে তাও সেরে নেব। এবার কিছুটা বিশ্রাম নিয়ে শান্ত হয়ে ওযূসহকারে কাবা শরীফের দিকে যাব। কাবা ঘরের কাছে গিয়ে তালবিয়া পাঠ বন্ধ করে দিতে হবে। মনে রাখতে হবে মাসজিদে হারামে ঢুকে দু'রাক'আত তাহ্যিয়াতুল মাসজিদের সলাত আদায় করতে হবে না। এই সময় এই দুই রাক'আত সলাত আদায় করা বিদ'আত, কারণ আল্লাহর রসূল (ﷺ) আদায় করেন নাই।

**তাওয়াফ সাধারণত চার ধরণের ঃ** ১) তাওয়াফুল কুদুম (প্রথম/উমরার তাওয়াফ), ২) তাওয়াফুল ইফাযাহ/ যিয়ারাহ (হাজ্জের ফরয তাওয়াফ), ৩) তাওয়াফুল বিদা (হাজ্জের বিদায় তাওয়াফ), ৪) নফল তাওয়াফ (ঐচ্ছিক তাওয়াফ)।

## এবার তাওয়াফ করার পালা

তাওয়াফ শুরু করার পূর্বে ছোট ছোট গ্রুপে ভাগ হয়ে যাওয়া এবং আমি যে গ্রুপে থাকবো সেই গ্রুপের সবাই একটা নির্দিষ্ট জায়গা চিহ্নিত করে নেয়া যাতে তাওয়াফ করার সময় কেউ হারিয়ে গেলে যেন তাওয়াফ শেষে সবাই একত্র হতে পারেন। তাওয়াফ শুরু করার পূর্বে মোবাইল ফোন অবশ্যই সাইলেন্ট মুডে রাখতে হবে।

কাবাঘরের চত্বরকে বলা হয় 'মাতাফ', কাবাঘরের চতুর্দিকে সাতবার চক্কর দেয়াকে বলে তাওয়াফ। তাওয়াফ শুরু করার নির্দিষ্ট স্থান আছে যেখান থেকে তাওয়াফ শুরু করতে হবে। অর্থাৎ হাজরে আসওয়াদ কাবা ঘরের যে কোণায় রয়েছে সেই দিক থেকে তাওয়াফ শুরু করতে হয়। আমরা লক্ষ্য করবো, সেই নির্দিষ্ট স্থান বরাবর মাসজিদের ডান দিকে সবুজ বাতি জ্বালিয়ে রাখা আছে। হাজরে আসওয়াদ হতে চক্কর আরম্ভ করে ঐ একই স্থানে এসে পৌঁছলে এক চক্কর সম্পন্ন হবে। তাওয়াফরত অবস্থায় এদিক-সেদিক না তাকানো এবং পরপুরুষ বা পরনারীর দিকে না তাকানো।

প্রথম তিন চক্কর রমল সহকারে করতে হবে, অবশিষ্ট চার চক্কর স্বাভাবিক গতিতে শেষ করতে হবে। ভিড়ের কারণে রমল করা সম্ভব না হলে স্বাভাবিক গতিতে তাওয়াফ করতে হবে, অন্যকে কষ্ট দিয়ে কোন ইবাদাত করা যাবে

না। তাওয়াফকালীন তালবিয়া পাঠ করা যায় না। তাওয়াফ শেষ করার সাথে সাথে উমরার দ্বিতীয় ও শেষ ফরয আদায় করা হলো।

তাওয়াফের হিসাব রাখার জন্য ৭ দানার তসবীহ ছড়া ব্যবহার করা যেতে পারে। এই তসবীহ কিনতে পাওয়া যায় এছাড়া চাবির রিং দিয়ে বাসার পুরানো তসবীহ দিয়ে নিজেরাই বানিয়ে নেয়া যায়। তাওয়াফের চক্করের ব্যাপারে সন্দেহ হলে যেমন তিন না চার চক্কর হয়েছে! এই অবস্থায় কম সংখ্যাকে ধরে নিয়ে তাওয়াফ শেষ করতে হবে (যেমন ৩ না ৪ চক্কর দিয়েছেন এটা নিয়ে সন্দেহ হলে ৩ চক্কর শেষ হয়েছে ধরে নিয়ে আরো ৪ চক্কর দিয়ে মোট ৭ চক্কর পূর্ণ করতে হবে)। সায়ীর ব্যাপারেও একই নিয়ম।

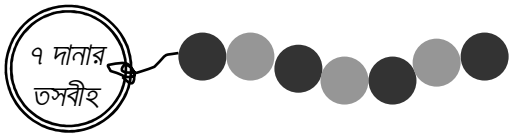


**তাওয়াফের সময় জুতা কোথায় রাখবো?** যখনই মাসজিদে হারাম এবং মাসজিদে নববীতে যাবো তখন সাথে একটি ছোট স্কুল ব্যাগের মতো ব্যাকপ্যাক রাখতে পারি যা পিঠে ঝুলানো থাকবে এবং দুই হাত ফ্রি থাকবে। এই ব্যাগে জুতা, পানির বোতল এবং ফোল্ডিং ছাতা রেখে তাওয়াফ করতে পারবো।

**তাওয়াফরত অবস্থায় যদি ওযূ ছুটে যায় ঃ** তাওয়াফ করার সময় অবশ্যই ওযূতে থাকতে হবে। যদি কোন কারণে ওযূ ছুটে যায় তাহলে তাওয়াফ বন্ধ রেখে ওযূ করে নিতে হবে। তবে মনে রাখতে হবে কত চক্কর পর্যন্ত হয়েছে। ধরি ৪র্থ চক্করের সময় মাঝামাঝি এসে আমার ওযূ ছুটে গেছে, তাহলে ওযূ করে এসে আবার ঐ ৪র্থ চক্কর প্রথম থেকে অর্থাৎ হাজরে আসওয়াদ থেকে শুরু করতে হবে। ভিড়ের কারণে তাওয়াফের স্থান থেকে ওযূখানা পর্যন্ত যাওয়া এবং ফিরে আসা যদি কষ্টকর হয়ে যায় তবে মাসজিদের ভিতরেই কোথাও যমযমের অল্প পানি দিয়ে মুছে মুছে ওযূ করে নেয়া যেতে পারে। বাথরুমকে আরবে 'হাম্মাম' বলে। যদি আমি কোন পুলিশ বা ভলান্টিয়ারকে জিজ্ঞেস করি বাথরুম, ওয়াশরুম বা টয়লেট কোন দিকে সে হয়তো নাও বুঝতে পারে। তাই বলতে হবে 'হাম্মাম' কোন দিকে? তখন সে সঠিক দিক দেখিয়ে দেবে।

**তাওয়াফ বা সায়ীরত অবস্থায় যদি আযান হয় ঃ** তাওয়াফ বা সায়ী করার মাঝখানে যদি সলাতের ওয়াক্ত হয় এবং আযান হয় তাহলে তাওয়াফ বা সায়ী

বন্ধ রেখে জামা'আতের সাথে সলাত আদায় করে নিতে হবে এবং তাওয়াফের অর্ধ চক্কর বা অর্ধ সায়ী গণনায় না ধরে তাওয়াফের ঐ চক্করটি বা সায়ীটি আবার প্রথম থেকে করতে হবে। মক্কা-মদীনায় সলাতের ওয়াক্ত হওয়ার সাথে সাথেই আযান হয় এবং আযানের কিছুক্ষণের মধ্যেই সলাত শুরু হয়।

**ইযতিবা কী?** ইহরাম অবস্থায় পুরুষদের পরিহিত সাদা চাদরের মধ্যভাগকে ডান কাঁধের নীচ দিয়ে চাদরের উভয় কোণ বাম কাঁধের উপর ধারণ করতে হবে অর্থাৎ ডান কাঁধ খোলা রেখে বাম কাঁধ আবৃত করে উক্ত চাদর পরতে হবে। এর ফলে চাদরের দুই কোণই বাম দিকে থাকবে। হাজ্জ বা উমরার জন্য প্রথমবার তাওয়াফে পুরো সাত চক্করই ইযতিবা সহকারে করা মুস্তাহাব (উত্তম)। এরপর যতবার তাওয়াফ করা হবে তার জন্য কোনটাতেই ইযতিবা নেই। নোট ঃ মহিলাদের জন্য কোন ইযতিবা নেই। তাওয়াফরত অবস্থায় আযান হলে পুরুষরা কাঁধ ঢেকে নিয়ে সলাত আদায় করতে হবে।

ইযতিবার চিত্র (ডান কাধ খোলা রাখা)

**রমল কী ?** হাজ্জ বা উমরার জন্য প্রথমবার প্রথম ৩ চক্কর অর্থাৎ ছোট ছোট কদমে দ্রুত বীরের মতো ভান করে তাওয়াফ করতে হয়, এটাকে রমল বলে। এরপর যতবার তাওয়াফ করা হবে তার জন্য কোনটাতেই রমল নেই।

**রমলের ইতিহাস ঃ** হুদায়বিয়ার সন্ধির পর রসূল (ﷺ) মদীনা থেকে ২০০০ সাহাবা নিয়ে মক্কায় উমরাহ পালন করতে যান। কুরায়শদের পক্ষ থেকে বিশ্বাসঘাতকতার আশংকায় মুসলিমরা অস্ত্রশস্ত্র সঙ্গে নেন। মুসলিমরা কোষবদ্ধ তলোয়ার তুলে ধরে রসূল (ﷺ)-কে মাঝখানে নিয়ে লাব্বায়িক

ধ্বনি দিচ্ছিলেন। মক্কার মুশরিকরা এ দৃশ্য দেখে ঠাট্টা-তামাশা করছিলো। একথা শুনে রসূল (ﷺ) সাহাবীদের বললেন, তারা যেন তাওয়াফের সময় প্রথম তিন চক্কর খুব জোরে দৌড়ান (রমল ও ইযতিবা সহকারে)। আল্লাহর রহমত ও বরকত লাভের প্রত্যাশাই ছিলো এর কারণ। মুশরিকদের শক্তিমত্তা দেখানোই ছিলো এ আদেশদানের উদ্দেশ্য। মহিলাদের জন্য রমল নেই।

## তাওয়াফের দিক নির্দেশনা

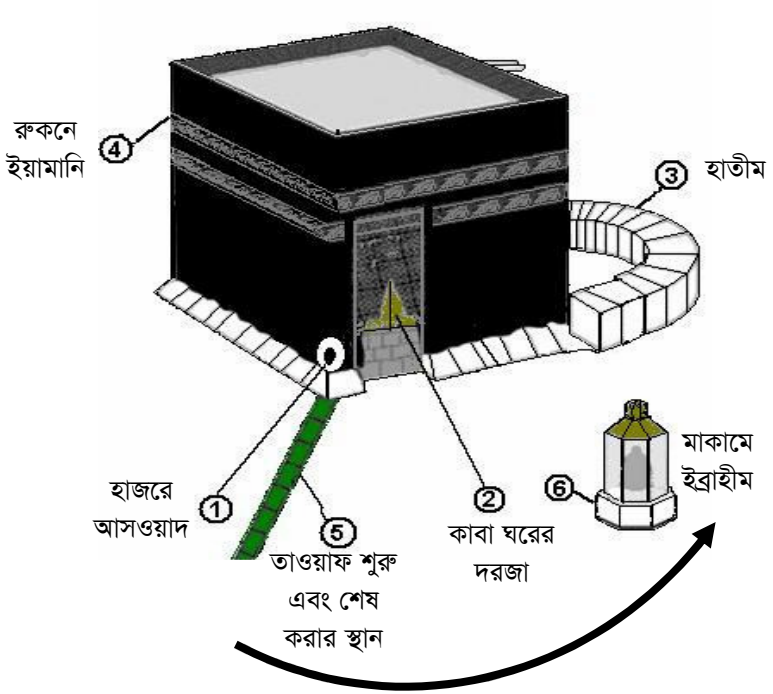


- হাজরে আসওয়াদ থেকে হাজরে আসওয়াদ পর্যন্ত = ১ চক্কর (1 circuit)
- ৭ চক্কর (7 circuits) = ১ তাওয়াফ

হাজরে আসওয়াদ বরাবর স্থান থেকে তাওয়াফের চক্কর শুরু এবং এখানে এসেই তাওয়াফের চক্কর শেষ করতে হয়। তবে অনেকে হাজরে আসওয়াদকে ইশারা করার জন্য এই স্থানে থেমে ভিড় করেন এবং সকলের তাওয়াফের গতি নষ্ট করেন, যার কারণে এই স্থানে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়।

হাজরে আসওয়াদকে ইশারা করার জন্য অতিরিক্ত সময় নিয়ে থামার প্রয়োজন নেই। আমি চলন্ত অবস্থাতেই ইশারা করতে পারি এবং একের পর এক চক্কর চালিয়ে যেতে পারি। কারণ ঐ স্থানে আসলে ভিড়ের কারণে আমি এমনিতেই slow হয়ে যাবো। তাওয়াফের ১ম চক্কর শুরু করার জন্যও এই স্থানে ভিড় করার প্রয়োজন নেই।

১ম চক্কর শুরু করার জন্য হাজরে আসওয়াদের একটু আগে থেকেই হাঁটা শুরু করবো এবং যখন হাজরে আসওয়াদ বরাবর আসবো তখন চলন্ত অবস্থাতেই হাত ইশারা করে "বিসমিল্লাহি ওয়াল্লাহু আকবার" বলে তাওয়াফের ১ম চক্কর আরম্ভ করবো এবং পরবর্তী ৬টি চক্করে শুধু "আল্লাহু আকবার" বলবো। মনে রাখতে হবে হাত ইশারা করে হাতে যেন চুমু না দেই, হাতে চুমু দেয়া বিদ'আত। ঐখানে দেখা যাবে অনেকেই না জানার কারণে হাতে চুমু দিয়ে তাওয়াফ শুরু করছে, আমি যেন তাদের দেখাদেখি এই ভুল না করি।

## মাকামে ইব্রাহীমের পিছনে দুই রাক'আত সলাত

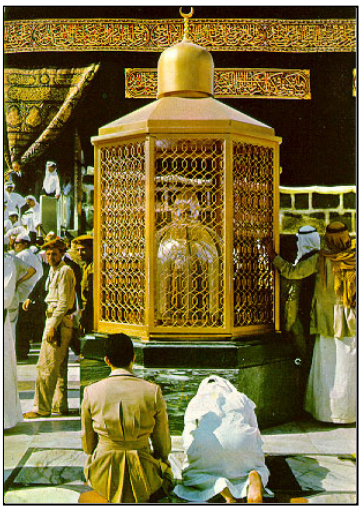

তাওয়াফ শেষে মাকামে ইব্রাহীমকে সামনে রেখে দু'রাক'আত সলাত আদায় করতে হয়। ভিড়ের কারণে মাকামে ইব্রাহীমের পেছনে সলাত আদায় করা সম্ভব হয় না তাই মাসজিদে হারামের যেকোন স্থানে সলাত আদায় করলেই চলবে। ঐ সময় এতো লোকের সমাগম হয় যে মাকামে ইব্রাহীমের পিছন দিক দিয়ে এবং সলাত আদায়কারীদের সামনে দিয়ে মানুষ তাওয়াফ করতে থাকেন। এছাড়া সুতরা বিহীন সলাত আদায় করা ঠিক না। আর জোর করে সলাত আদায় করলেও মনোযোগ নষ্ট হয় কারণ মানুষ সলাত আদায়কারীদের গায়ের উপর দিয়ে তাওয়াফ করতে থাকেন। তাই উত্তম হচ্ছে মাসজিদের ভিতরে কোথাও মনোযোগ সহকারে সুতরাসহ দু'রাক'আত সলাত আদায় করে নেয়া।

প্রথমবার উমরাহ ইযতিবা সহকারে করার কারণে পুরুষদের ডান কাঁধ খোলা থাকে। মনে রাখতে হবে মাকামে ইব্রাহীমের পিছনে দু'রাক'আত সলাত

আদায় করার সময় অবশ্যই কাঁধ ঢেকে নিতে হবে। রসূল (ﷺ) যে কোন সলাতের সময় কাঁধ ঢেকে সলাত আদায়ের প্রতি বিশেষভাবে গুরুত্ব দিয়েছেন। (মাজমূউস স্বালাওয়াতি ফিল-ইসলাম)

## যমযমের পানি পান

এবার মাকামে ইব্রাহীমের পিছনে সলাত আদায় করার পর কিবলামুখী হয়ে ও দাঁড়িয়ে যমযমের পানি পান করবো এবং আল্লাহ তা'আলার দরবারে দু'আ করবো। দু'আ নিজের ভাষায়ও করা যাবে, কোন অসুবিধা নেই। যমযমের পানির কন্টেইনার মাসজিদে হারামের পিলারগুলোর কাছে রয়েছে এছাড়া মাসজিদের বিভিন্ন জায়গায় হাতের কাছে রয়েছে। যখন ইচ্ছে তখনই পান করা যায়। কন্টেইনারের ডান দিক থেকে নতুন ওয়ান টাইম গ্লাসে পানি পান করে তা বাঁ দিকে ফেলতে হয়। এখান থেকে কাপ দিয়ে বোতলও ভরে নিয়ে নিজের কাছে রাখা যেতে পারে।

## সাফা ও মারওয়া সায়ী করা

যমযমের পানি পান করার পর উমরার প্রথম ওয়াজিব সায়ী করতে হবে। সাফা ও মারওয়া পর্বতের মধ্যবর্তী স্থান অতিক্রম করার নাম 'সায়ী'। সাফা থেকে মারওয়া, মারওয়া থেকে সাফা এভাবে সাতবার অতিক্রম করতে হয়। প্রতিবার সবুজ চিহ্নিত পিলারের মধ্যবর্তী স্থান একটু দ্রুত দৌড়ে চলতে হবে (শুধু পুরুষদের জন্য), বাকি স্থান যিকরের সাথে স্বাভাবিক গতিতে চললে ক্ষতি নেই। তবে খেয়াল রাখতে হবে সাথে মহিলা বা বাচ্চা থাকলে তাদের ছেড়ে আবার চলে না যাই। প্রতিবার সাফা এবং মারওয়া পর্বতে আরোহণ করে কিবলামুখী হয়ে দাঁড়িয়ে দু'আ করবো। এখানেও দু'আ নিজের ভাষায়ও করা যাবে, কোন অসুবিধা নেই। সায়ী করার সময় ওযূ না থাকলেও চলবে, তবে ওযূতে থাকা উত্তম।

- সাফা থেকে মারওয়া = ১ সায়ী
- মারওয়া থেকে সাফা = ১ সায়ী
- ১ম সায়ী সাফা থেকে শুরু হবে এবং ৭ম সায়ী মারওয়াতে শেষ হবে।
- এই সাত সায়ীর হিসাব রাখার জন্য ঐ সাত দানার তসবীহ ছড়া ব্যবহার করা যেতে পারে।

সাফা এবং মারওয়া পাহাড়ের মাঝে দূরত্ব প্রায় অর্ধ কি.মি. (৪৫০ মিটার)। ৭ সায়ী-তে মোট ৩.১৫ কি.মি.

## চুল কাটা

৭ম সায়ী মারওয়াতে শেষ করে ঐ গেইট দিয়ে বের হলেই দেখা যাবে অনেক চুল কাটার সেলুন। সেখানে গিয়ে চুল ছেঁটে উমরার দ্বিতীয় ওয়াজিব সম্পন্ন করা হলো। প্রয়োজনে নিজের সাথে আনা কেচি বা রেজার দিয়েও এক ভাই অন্য ভাইয়ের চুল কাটা যেতে পারে। মহিলারা বাইরে লোকজনের সামনে চুল কাটবেন না, এপার্টমেন্টে বা হোটেলে গিয়ে চুলের আগা থেকে আধা ইঞ্চি পরিমাণ কাটবেন। একজন মহিলা অন্য আরেক জনের চুল কেটে দিতে পারবেন অথবা নিজের চুল নিজেও কাটা যেতে পারে।

অথবা বাবা, ভাই, স্বামী বা সন্তানও মহিলাদের চুল কেটে দিতে পারেন। পুরুষদের উমরার পর মাথার চুল ছোট করে কাটা উচিত এবং হাজ্জের পর মাথার চুল একবারে ন্যাড়া করে ফেলা উত্তম। কারণ উমরার পর মাথা ন্যাড়া করে ফেললে হাজ্জের সময় আর মাথায় চুল থাকে না কাটার জন্যে। মাথা ন্যাড়াকারীদের জন্য রসূল (ﷺ) তিনবার দু'আ করেছেন এবং চুল ছোট করে কাটার জন্য একবার দু'আ করেছেন। (সহীহ মুসলিম)

**ইহরামমুক্ত হওয়া ঃ** এখন পুরুষরা ইহরামের সাদা পোশাক খুলে গোসল সেরে স্বাভাবিক পোশাকে চলাফেরা করতে পারবেন। ইহরামমুক্ত অবসর সময়ে আমি মাসজিদুল হারামে জামা'আতে সলাত আদায়, নফল সলাত, অর্থ বুঝে কুরআন তিলাওয়াত ইত্যাদিতে সময় অতিক্রম করবো। সর্বোপরি যত বেশি সম্ভব নফল তাওয়াফ করবো।

**অবসর সময়ে নফল তাওয়াফ ঃ** নফল তাওয়াফ আমি সাধারণ পোশাক পরেই করবো। প্রত্যেক তাওয়াফের পর (সাত চক্করে এক তাওয়াফ) মাকামে ইব্রাহীমের পেছনে দুই রাক'আত সলাত আদায় করবো। নফল তাওয়াফে ইযতিবা ও রমল নেই এবং তাওয়াফের পর সায়ীও নেই। উল্লেখ্য, এ সময় স্বাস্থ্যের প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখা অত্যাবশ্যক। কারণ সামনে হাজ্জের দিনগুলোতে কঠিন পরিশ্রমের কাজ রয়েছে। অনেকে বাবা-মা, দাদা-দাদী, নানা-নানী, শ্বশুর-শ্বাশুড়ী, আত্মীয়-স্বজনের নামে নামে তাওয়াফ করেন, এই ধরনের কাজ ইসলামে নেই তাই এটি বিদ'আত।

# মহিলাদের বিষয়

হাজ্জে যাওয়ার আগে দেনমোহরসহ অন্যান্য সকল পাওনা ও ক্ষতিপুরণ পরিশোধ করা। মহিলাদের মাসজিদে সলাত আদায়ের নিয়ম-কানুন শিখে নেয়া, কারণ আমাদের দেশে অনেক মহিলারাই মাসজিদে জামা'আতে সলাত আদায়ে অভ্যস্ত না।

## মহিলাদের ইহরামের পোশাক

ইহরামের জন্য মহিলাদের বিশেষ কোন পোশাক নেই। এমন পোশাক পড়বেন যেন সূরা আল আহযাব এবং সূরা আন নূরে বর্ণিত আল্লাহর নির্দেশ মতো পর্দা পালন করা হয়। উদাহরণস্বরূপ, বোরকা বা আবায়া হচ্ছে মহিলাদের জন্য উত্তম পোশাক তবে লাল, হলুদ, কমলা এই জাতীয় রং যা

সহজেই চোখে পরে তা ব্যবহার না করাই ভালো। মহিলারা যে কোন ধরণের জুতা-মোজা পড়বেন যেন পা দেখা না যায়। যেসব মহিলারা নিকাব করেন তারা ইহরাম অবস্থায় নিকাব ব্যবহার করবেন না। মাথায় এমন একটা কাপড় ব্যবহার করবেন যাতে প্রয়োজনের সময় উপর থেকে মাথার কাপড়টা মুখের উপর ঝুলিয়ে দেয়া যায় অথবা ঐ কাপড়ের অংশ দিয়ে চেহারা আড়াল করা যায়। এই কাপড়টি চেহারা স্পর্শ করলে কোন ক্ষতি নেই।

## মহিলাদের তাওয়াফ ও সায়ী

মহিলাদের তাওয়াফ ও সায়ীর সময় রমল এবং ইযতিবা নেই। তারা সাধারণ গতিতেই তাওয়াফ ও সায়ী করবেন। সাধারণত কয়েকজন মহিলা একসাথে এক রুমে থাকেন। মক্কায় অবসর সময়ে মাহরম ছাড়া কয়েকজন মহিলা একসাথে বা একা নফল তাওয়াফ করতে পারেন এবং জাম'আতে সলাত আদায়ও করতে যেতে পারেন। তবে মাহরম নিয়ে যাওয়াই উত্তম।

## তাওয়াফের সময় মহিলাদের সতর্কতা

মহিলাদের তাওয়াফ করার সময় খুব সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। কাউকে ধাক্কা দেয়া যাবে না এবং অন্যের ধাক্কা থেকেও নিজেকে যতটুকু সম্ভব বাঁচিয়ে চলতে হবে। এ বিষয়ে মহিলাদের আরো বেশী সতর্ক থাকতে হবে, কারণ পর্দা রক্ষা করা ফরয। এটা মনে করার কোন কারণ নেই যে তাওয়াফের সময় একটু আধটু ধাক্কা লাগলে তেমন কিছু হবে না। মহিলাদের অবশ্যই পর্দা রক্ষা করে চলতে হবে, পরপুরুষ যেন আমাকে স্পর্শ না করেন এবং আমিও যেন স্পর্শ না করি, কারণ পরপুরুষের স্পর্শ হারাম। প্রয়োজনে ভিড় এড়িয়ে একটু দূর দিয়ে তাওয়াফ করতে হবে। ভিড় এড়ানোর জন্য দুইতলা বা ছাদ দিয়েও তাওয়াফ করা যেতে পারে, এতে সময় একটু বেশী লাগবে। অনেকে নিজ স্ত্রীকে রক্ষা করতে গিয়ে অন্যের স্ত্রীকে ধাক্কা দিয়ে তাওয়াফ করেন। এই ধরণের কাজ নিষিদ্ধ। আমি যেন আমার স্বামীকে এ বিষয়ে সাবধান করে দেই।

## মহিলাদের চুল কাটার নিয়ম

ইহরাম থেকে বের হওয়ার জন্য মহিলারা চুলের বেনী করে আগা থেকে এক আঙ্গুল পরিমাণ চুল কাটবেন। মহিলাদের মাথা ন্যাড়া করা বৈধ নয়। এই চুল মহিলারা একে অপরেরটা কেটে দিতে পারবেন অথবা স্বামী, ছেলে, ভাই বা পিতাও কেটে দিতে পারবেন।

## মহিলাদের পর্দা

পর্দার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে মহিলাদেরকে পুরুষের অনভিপ্রেত আকর্ষণ হতে নিরাপদ দূরত্বে রাখা। মহিলাদের চেহারার সৌন্দর্য্য ও ভাবভঙ্গির মতো তাদের কণ্ঠস্বরও পুরুষদেরকে আকর্ষণ করতে পারে। তাই কোনো পরপুরুষের সাথে কথা বলতে বাধ্য হলে মহিলাদেরকে অনাকর্ষণীয় স্বরে কথা বলার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। যেন কণ্ঠস্বর শুনে কোনো পুরুষ তাদের প্রতি আকৃষ্ট হতে না পারে। একজন পুরুষের জন্য কোনো পরনারীকে আগ্রহ ভরে দেখা যেমন পাপ, তেমনি একজন নারীরও আগ্রহ ভরে পরপুরুষকে দেখা পাপ। তাই পর্দার মধ্যে থেকেও পরপুরুষকে আগ্রহ ভরে দেখলে পর্দাহীনতার গুনাহ হয়ে যাবে। আর একজন নারী কোনভাবেই তার রূপ-সৌন্দর্য্য স্বামী ছাড়া অন্যের নিকট প্রকাশ করতে পারবেন না।

## পর্দার শর্তসমূহ

১) মুখমন্ডল ও হাতের আঙ্গুল ব্যতীত সমস্ত শরীর ঢেকে রাখা।
২) কোন সাজ-সজ্জায় সজ্জিত হবে না।
৩) পরিহিত কাপড় পুরু হতে হবে; স্বচ্ছ, পাতলা হবে না।
৪) প্রশস্ত ঢিলা-ঢালা হতে হবে, সংকীর্ণ বা টাইট হওয়া যাবে না।
৫) সুঘ্রাণ বা সুগন্ধি যুক্ত হবে না।
৬) পুরুষের পোশাকের মতো হবে না।
৭) দৃষ্টি আকর্ষণকারী অতি ঝলমলে কোন পোশাক হবে না।

*এই ধরণের গলায় ঝুলানো মানি ব্যাগ বোরকার নিচে ব্যবহার করা যেতে পারে।*

## পর্দার সতর্কতা

মনে রাখতে হবে মহিলাদের প্রতিটি পদক্ষেপে পর্দার বিষয় রয়েছে। আমরা (পুরুষ ও মহিলা) মিলে একটি টিমের সাথে হাজ্জে যাচ্ছি। এক সাথে দীর্ঘ ভ্রমণ, কোথাও ট্রান্‌জিট, কোথাও কোথাও একসাথে লাঞ্চ-ডিনার ইত্যাদি। তাই খুব সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে! কোনভাবেই যেন ফ্রী-মিক্সিং হয়ে না যায় সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। স্বামী বা অন্য মাহরম আত্মীয় ছাড়া যেসকল পরপুরুষ দলে থাকবেন তাদের সাথে সকল অবস্থায় পর্দা করতে হবে। তাই সবসময় সকলের সাথেই একটা নির্দিষ্ট দূরত্ব বজায় রেখে চলতে হবে। অকারণে গল্পগুজব করা যাবে না।

পর্দার বিষয়টা কুরআনের আলোকে না বুঝার কারণে দেখা যায় অনেক মহিলারা যখন মাসজিদে হারামে বা মাসজিদে নববীতে সলাত আদায় করতে যান তখন শুধু পর্দা করেন। কিন্তু যখন হোটেল বা এপার্টমেন্টে থাকেন তখন পর পুরুষের সামনে পর্দা করেন না। দেখা যায় এপার্টমেন্টের ছাদে কাপড় শুকাতে যাচ্ছেন পর্দা না করে। একই হোটেলে বা বিল্ডিংয়ে ঘুরে ফিরে বেড়াচ্ছেন পর্দা ছাড়া। মনে রাখতে হবে পর্দা করা ফরয এবং পর্দা না করা কবীরা গুনাহ। হাজ্জ যেমন ফরয তেমনি পর্দা করাও ফরয, একটি ফরয করতে এসে অন্য ফরয অবহেলা করা যাবে না।

**মাহরম কারা ঃ** রক্ত সম্পর্কীত অর্থাৎ যাদের সাথে বিয়ে হারাম। যেমন ঃ স্বামী, বাবা, ভাই, দুধ ভাই, পুত্র, দাদা, নানা, নাতী, মামা, চাচা, বোনের ছেলে, ভাইয়ের ছেলে, শ্বশুর, জামাই, সৎ বাবা, সৎ ছেলে।

উমরাহ বা হাজ্জ ভিসার জন্য সৌদি সরকারের নিয়ম অনুযায়ী যে সকল মহিলাদের বয়স ৫০ এর উপরে তাদের মাহরম না হলেও চলবে। তারা গ্রুপের অন্যান্য মহিলাদের সাথে হাজ্জ করতে পারবেন।

## মহিলাদের বিষয়ে রসূল (ﷺ) বলেছেন

"আর মেয়েরা যদি উমরার ইহরামের পর ঋতুবতী হয়ে যায় অথবা সন্তান প্রসব করে তা হলে আল্লাহর ঘর তাওয়াফ করবে না এবং সাফা-মারওয়া সায়ীও করবে না যে পর্যন্ত ঋতু বা সন্তান প্রসবের পর রক্তক্ষরণ বন্ধ না হয়। যখন পবিত্রতা হাসিল হবে তখন তাওয়াফ করবে ও সায়ী করবে এবং মাথার চুল ছোট করবে। এভাবে তার উমরাহ পূর্ণ হবে। আর যে মহিলার ৮ই যিলহাজ্জ পর্যন্ত ঋতু হতে থাকে বা সন্তান প্রসবের পর রক্তক্ষরণ হতে পাক না

হয়, তবে ৮ই যিলহাজ্জ তিনি যেখানে যে অবস্থায় ছিলেন সেখানেই হাজ্জের ইহরাম বাঁধবেন এবং অন্যান্য হাজীদের সাথে মীনায় চলে যাবেন। ইহরাম না ছেড়ে একসাথে হাজ্জ উমরাহ পালনকারী অর্থাৎ কিরান হাজ্জকারীর মত ঐ মহিলাও অনুরূপ হাজ্জের নিয়মাবলী পালন করবেন। আরাফায় অবস্থান, মুযদালিফা ও মীনায় রাত্রি যাপন, কুরবানী করা, মাথার চুল ছোট করা ইত্যাদি সকল কাজই তিনি করবেন। তারপর যখন পবিত্র হবেন, তখন আল্লাহর ঘর তাওয়াফ, সাফা-মারওয়া-এর সায়ী কাজ একই দফায় সম্পাদন করবেন। অর্থাৎ পূর্বে করা উমরাহ ও পরের হাজ্জ উভয় ইবাদাতের জন্য একবার তাওয়াফ ও একবার সায়ী যথেষ্ট হবে। এ তাওয়াফ ও সায়ী আয়িশা রাদিআল্লাহু আনহা-এর হাদীস মুতাবিক পালন করা হবে। তিনি উমরার ইহরাম বাঁধার পর ঋতুবতী হয়ে পড়েন, ফলে তাঁকে নবী (ﷺ) বলেন ঃ হাজী হাজ্জের জন্য যে নিয়ম পালন করে থাকে তুমিও তাই কর, কেবল আল্লাহর ঘর তাওয়াফ করবে না পাক না হওয়া পর্যন্ত।" (সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম)

হায়িয বা প্রসব পরবর্তী নিফাসের সময় হাজ্জের সকল কাজ সম্পন্ন করার পর ১০ই যিলহাজ্জ পাথর মেরে, কুরবানী করে ও চুল কেটে মহিলারা কিছু কাজ যা ইহরাম অবস্থায় নিষিদ্ধ ছিলো তা করার সুযোগ পাবেন। তবে স্বামী সহবাস বৈধ হবে তখনই যখন তিনি হায়িয-নিফাস থেকে পবিত্র হয়ে হাজ্জের বাকি থাকা সকল রুকন পূর্ণ করবেন অর্থাৎ হাজ্জের তাওয়াফ (তাওয়াফ ইফাযা) ও সায়ী সম্পন্ন করবেন।

## উপরের হাদীসের সারমর্ম

### ইহরামের পর মেয়েরা যদি ঋতুবতী হয়ে যায় তাহলে-

- তাওয়াফ করা যাবে না।
- সাফা-মারওয়া সায়ীও করা যাবে না ।
- মীনা, আরাফা, এবং মুযদালিফায় অবস্থান করতে হবে।
- জামারায় পাথর নিক্ষেপ করতে যেতে হবে।
- বিদায়ী তাওয়াফ না করে মক্কা ছেড়ে চলে যাওয়া যাবে।

### মক্কায় থাকা অবস্থায় হায়িয-নিফাস থেকে পবিত্র হয়ে গেলে-

- তাওয়াফ (তাওয়াফ ইফাযা) করতে হবে।
- সাফা-মারওয়া সায়ী করতে হবে।
- পাঁচ ওয়াক্ত সলাত আদায় শুরু করতে হবে।

কোন মহিলা যদি প্লেনে উঠার আগেই ঋতুবর্তী হয়ে যান তাহলে তিনি গোসল করে সাধারণ কাপড় পরে নিবেন এবং হাজ্জ যাত্রীদের সাথে যাত্রা শুরু করবেন। মিকাতে অন্যান্যদের মতই উমরার নিয়্যত করবেন এবং নিচু স্বরে তালবিয়া পাঠ করতে থাকবেন। মক্কায় পৌঁছানোর পর পবিত্র হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করবেন অতঃপর গোসল করে তাওয়াফ ও সায়ী করবেন এবং চুল কেটে ইহরাম থেকে মুক্ত হবেন।

## দুর্বল নারী ও শিশু

নারীদের মধ্যে যারা দুর্বল তাদের এবং শিশুদের মুযদালিফা থেকে অর্ধ রাত্রির পর মীনায় পাঠিয়ে দেয়াই শ্রেয়। অনুরূপ নির্দেশ অন্যান্য অক্ষমদের বেলায়ও। প্রমাণ হচ্ছে আয়িশা রাদিআল্লাহু আনহা এবং উম্মে সালমা রাদিআল্লাহু আনহা বর্ণিত হাদীস। তবে দল থেকে আলাদা হয়ে গেলে যদি নানা রকম অসুবিধার সৃষ্টি হয় তাহলে দলের সাথে থাকাই শ্রেয়।

অপ্রাপ্তবয়স্ক ছেলেমেয়েদের পক্ষে তাদের অভিভাবকদের জন্য জামারায় পাথর নিক্ষেপ জায়েয হবে। একইভাবে দুর্বল নারী এবং বৃদ্ধদের পক্ষেও অন্য কেউ পাথর মেরে দিতে পারবেন। তবে যিনি পাথর মারবেন তিনি আগে নিজের পাথর মেরে নিবেন। শুধু পাথর মারা ছাড়া হাজ্জের অন্য কোন কাজ অন্যকে (প্রতিনিধি) দিয়ে করানো যাবে না, সব নিজেকেই করতে হবে।

# অপ্রাপ্তবয়স্ক (নাবালেগ) ছেলেমেয়েদের হাজ্জ

সহীহ মুসলিমের হাদীসে বর্ণিত আছে নাবালেগ ছেলেমেয়েরা হাজ্জ সম্পাদন করলে, সে হাজ্জ হবে এবং এর সওয়াব তার অভিভাবক পাবেন। তবে এই বয়সে তার জন্য হাজ্জ ফরয নয়। তারা যখন বয়ঃপ্রাপ্ত (সাবালক) এবং আর্থিকভাবে সামর্থ্যের অধিকারী হবে তখন তার হাজ্জ আবার করতে হবে।

ছেলেমেয়েরা যদি পবিত্র-অপবিত্র সম্পর্কে জ্ঞান না রাখে তাহলে অভিভাবক তাদের পক্ষে নিয়্যত করবেন। তাদের ইহরামের কাপড় পরাবেন। তাদের পক্ষে তালবিয়া পাঠ করবেন। এইভাবে ছেলেমেয়েরা মুহরিম বলে গণ্য হবে। সুতরাং প্রাপ্তবয়স্ক মুহরিমের জন্য যা নিষিদ্ধ তাদের জন্যও তা নিষিদ্ধ।

তাওয়াফের সময় তাদের কাপড় এবং দেহ পাক-সাফ রাখতে হবে। কেননা তাওয়াফ সলাতেরই অনুরূপ। সলাতের জন্য শরীর ও কাপড় পাক-সাফ

হওয়া যেমন শর্ত, তাওয়াফের জন্যও তাই। তারা অভিভাবকের অনুমতি নিয়ে ইহরাম বাঁধবে। এবং ইহরামের অবস্থায় ঐ নিয়মগুলি পালন করবে যা বয়স্করা করেন। তারা মীনা, আরাফা এবং মুযদালিফায় অভিভাবকের সাথেই অবস্থান করবে। জামারায় নিজে পাথর মারতে না পারলে অভিভাবক মেরে দিবেন। তাওয়াফ ও সায়ী করতে না পারলে অভিভাবক তাদের কোলে নিয়ে তা করবেন। তবে তাওয়াফ ও সায়ীর ক্ষেত্রে উত্তম হচ্ছে ছেলেমেয়েদেরটা আগে আলাদাভাবে করা এবং পরে নিজেরটা করা।

## ইহরাম অবস্থায় যে সকল কাজ হারাম বা নিষিদ্ধ

১. যৌন সংগম এবং প্রাসংগিক কার্যক্রম
(ঐ বিষয়ে কোন আলোচনাও করা যাবে না)।
২. আল্লাহর কোন নির্দেশ বা নিষেধাজ্ঞা অমান্য করা।
(কোন ধরনের পাপ কাজ করা)।
৩. ঝগড়া, লড়াই ও মারামারি করা।
৪. কথায় ও কাজে কাউকে কষ্ট দেয়া।
৫. সেলাই করা বা গোটা শরীর ঢেকে ফেলে এমন কাপড় পরা
(পুরুষদের জন্যে)।
৬. হাত মোজা পরা।
৭. এমন পোশাক পরা যাতে কোন সুগন্ধিযুক্ত রং লাগানো হয়েছে।
৮. সুগন্ধি ব্যবহার করা। তৈল ব্যবহার করা।
৯. মেহেদী এবং খেজাব লাগানো।
১০. ফুল বা ঐ জাতীয় কোন কিছুর ঘ্রাণ নেয়া।
১১. চুল, দাড়ি-গোঁফ ও শরীরের কোন লোম কাটা বা ছেড়া যাবে না।
(তবে অনিচ্ছাকৃত কোন লোম পড়ে গেলে কাফ্ফারা দিতে হবে না)
১২. হাতে-পায়ের নখ কাটা।
১৩. মহিলাদের নিকাব ব্যবহার করা।
১৪. পুরুষদের মাথা ঢেকে রাখা (যেমন ঃ টুপি, পাগড়ী, স্কার্ফ)।
১৫. মহিলাদের মাথায় অবশ্যই কাপড় থাকতে হবে।
১৬. আন্ডারওয়্যার পরা (পুরুষদের জন্য)।
১৭. টাইট পোশাক পরা (মহিলা-পুরুষ উভয়ের জন্য)।

১৮. বিয়ের প্রস্তাব দেয়া বা বিয়ে করা।
১৯. শিকার করা বা শিকারের পেছনে ধাওয়া করা।
২০. এমন পশু শিকারে সাহায্য করা যার গোশত হালাল।
২১. শিকার তাড়া করা, হত্যা করা, কিংবা ক্রয়-বিক্রয় করা।
২২. বন্য শিকারের গোশত খাওয়া।
২৩. শিকারযোগ্য বন্য প্রাণীর ডিম ভাংগা, দুধ দোহন করা, দুধ ক্রয়-বিক্রয় করা।

## বিশেষ নোট

- ইহরাম অবস্থায় নারী পুরুষ সকলের জন্যেই চুল আঁচড়ানো নিষেধ। কারণ আঁচড়ানোর সময় চুল ছিঁড়ে যেতে পারে আর চুল ছিঁড়ে গেলে ফিদইয়া দেয়া ওয়াজিব।
- মাথায় তেল দেয়া নিষেধ কারণ এতেও চুল ছিঁড়ার আশংকা থাকে।
- আগেই গোঁফ, নখ, নাভির নিচের লোম এবং বগলের লোম ইত্যাদি পরিষ্কার করে নেয়া উচিত যাতে ইহরাম অবস্থায় করতে না হয়। এই কাজগুলো একবার করলে ৪০ দিনের মধ্যে আর করতে হবে না।
- ইহরাম অবস্থায় সুগন্ধি ব্যবহার করা নিষেধ। তাই গোসলের জন্য এবং টয়লেট সারার পর সুগন্ধিমুক্ত সাবান ব্যবহার করা উচিত।
- দাঁত ব্রাসের সময়ও সুগন্ধিমুক্ত টুথপেষ্ট ব্যবহার করা উচিত।

## ইহরাম অবস্থায় যে সকল কাজ জায়েয

- মিসওয়াক ব্যবহার করা যাবে।
- ইহরাম অবস্থায় শীত নিবারণের জন্য গায়ে কম্বল, চাদর বা গলায় মাফলার ব্যবহার করা যাবে।
- ইহরাম অবস্থায় হাতঘড়ি, চশমা, হেডফোন, শ্রবণযন্ত্র, বেল্ট, মানিব্যাগ ইত্যাদি ব্যবহার করা যাবে।
- মহিলারা আংটি, চুড়ি, কানের দুল ও গলায় চেইন পরতে পারবেন।
- ইহরামের কাপড় বাঁধার জন্য সেফটিপিন ব্যবহার করা যাবে।
- শরীরের কোথাও কেটে-ছিলে গেলে ব্যান্ডেজ ব্যবহার করা যাবে।
- রোদ বা বৃষ্টির জন্য ছাতা ব্যবহার করা যাবে।

## মক্কা, মদীনা, মীনা, আরাফা এবং মুযদালিফার মধ্যে দূরত্ব

- কাবা এবং মীনার মধ্যে দূরত্ব ৮ কি.মি. (৪.৯ মাইল) ।
- মীনা এবং আরাফার মধ্যে দূরত্ব ১৪ কি.মি. (৮.৬ মাইল) ।
- আরাফা এবং মুযদালিফার মধ্যে দূরত্ব ৯ কি.মি. (৫.৫ মাইল) ।
- একজন মানুষ গড়ে হাঁটতে পারে ঘন্টায় ৫ কি.মি. (৩.১ মাইল) ।
- কাবা হতে জিদ্দা ৭৩ কি.মি. দক্ষিণে ।
- মক্কা হতে মদীনা ৪৬০ কি.মি. উত্তর-পশ্চিমে ।

## মিনার পরিচিতি

মিনার তাঁবুতে শোয়ার জন্য দেড় থেকে দুই হাত জায়গা বরাদ্দ থাকবে। এখানে বলে রাখা ভালো, মীনায় অবস্থানকালে চার-পাঁচ দিনের জন্য শুকনো কিছু খাবার সাথে নিয়ে যাওয়া ভাল। মীনায় কোনো খাবারের দোকান নেই। কিছু পরিমাণ ফল কেনা যেতে পারে। তবে তিন বেলা খাবার সরবরাহ করার দায়িত্ব হাজ্জ এজেন্সির। এছাড়া সৌদি সরকার তিন বেলাই প্যাকেট খাবার দিয়ে থাকে। মীনায় প্রচণ্ড ভিড় হয় তাই প্রস্রাব-পায়খানা এবং গোসলের জন্য লাইন দিয়ে যেতে হয়। বিশেষ করে সলাতের ওয়াক্তগুলোর আগে বেশী ভিড় হয়। তাই ওয়াক্ত শুরু হওয়ার অনেক আগেই কাজ সেরে নেয়া ভাল।

৩য় অধ্যায়

# হাজ্জের নিয়ম-কানুন

## হাজ্জের নিয়ম

প্রথমেই মনে রাখতে হবে ৯টি কাজ সম্পাদনের নাম হাজ্জ, যা আমি পাঁচ দিনে চার জায়গায় করবো। ফরয ও ওয়াজিব সবগুলো কাজই করতে হবে। কোনটাই বাদ দেয়া যাবে না। হাজ্জের সময়সীমা হলো ৮ই যিলহাজ্জ থেকে ১২ই যিলহাজ্জ পর্যন্ত।

| ফরয | ওয়াজিব |
|---|---|
| ১. ইহরাম বাঁধা (নিয়্যত) - State of Ihram.<br>২. আরাফায় অবস্থান (সীমানার ভেতরে)।<br>৩. তাওয়াফে যিয়ারত। | ১. মুযদালিফায় অবস্থান।<br>২. জামারায় পাথর নিক্ষেপ।<br>৩. কুরবানী করা।<br>৪. মাথা কামানো বা চুল ছাঁটা।<br>৫. সাফা-মারওয়ায় সায়ী করা।<br>৬. বিদায়ী তাওয়াফ করা (তাওয়াফ আল বিদা)। |

### হাজ্জের জন্য প্রস্তুতি

৮ই যিলহাজ্জ মক্কায় নিজ হোটেল বা এপার্টমেন্টে ইহরামের উদ্দেশ্যে গোসল সেরে নিতে হবে এবং পুরুষদের ইহরামের কাপড় পরিধান করতে হবে। অতঃপর হাজ্জের জন্য মুখে উচ্চারণ করে নিয়্যত করতে হবে।

## হাজ্জের নিয়্যত

اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ حَجًّا

*আল্লা-হুম্মা লাব্বাইকা হাজ্জান।*

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! আমি হাজ্জের জন্য তোমার দরবারে হাযির হয়েছি।

যারা কারো পক্ষ হতে বদলী হাজ্জ করবেন, তিনি পুরুষ হলে নিয়্যতে বলতে হবে, *'আল্লা-হুম্মা লাব্বাইকা হাজ্জান আন ফুলান'* আর তিনি মহিলা হলে বলতে হবে, *'আল্লা-হুম্মা লাব্বাইকা হাজ্জান আন ফুলা-নাহ'*।

عَنْ فُلَانٍ – عَنْ فُلَانَه

অর্থ ঃ অমুকের পক্ষ হ'তে আমি হাযির।

**নোট ঃ** হাজ্জের নিয়্যত করার পর নিম্নোক্ত শর্তাধীন দু'আটি পড়ে নেয়া উচিত। তা না হলে পথিমধ্যে অসুস্থতা বা অন্য কোন কারণে হাজ্জ পালন করতে না পারলে কাফ্ফারা বা দম দিতে হবে।

فَإِنْ حَبَسَنِيْ حَابِسٌ فَمَا حَلِّيْ حَيْثُ حَبَسْتَنِيْ.

*'ফাইন হাবাসানী হা-সিবুন, ফামা-হাল্লী হায়ছু হাসাবতানী'।*

অর্থ ঃ যদি (আমার হাজ্জ পালনে) কোন কিছু বাঁধা হয়ে দাঁড়ায়, তাহলে যেখানে তুমি আমাকে বাঁধা দেবে (হে আল্লাহ), সেখানেই আমার হালাল হওয়ার স্থান।

**তালবিয়া পাঠ শুরু ঃ** নিয়্যত করার পর থেকেই তালবিয়া পাঠ শুরু হবে এবং ১০ই যিলহাজ্জ জামারায় পাথর নিক্ষেপের আগ পর্যন্ত চলতে থাকবে।

**মিনার পথে যাত্রা ঃ** আমাদের হাজ্জ এজেন্সি ৭ই যিলহাজ্জ রাতে অথবা ৮ই যিলহাজ্জ দিনে আমাদেরকে মীনায় তাঁবুতে নিয়ে যাবেন। মিনায় **১ম**, ৩য়, ৪র্থ, ৫ম ও ৬ষ্ঠ দিন থাকতে হবে। জামারা অর্থাৎ পাথর মারার জায়গাটি মীনাতে অবস্থিত। আর মুযদালিফার অবস্থান হলো মীনা ও আরাফাতের মাঝামাঝি একটি জায়গা। বুঝার জন্য পরবর্তী পৃষ্ঠায় ম্যাপ দেখা যেতে পারে। হোটেল/বাড়ী থেকে বের হওয়ার দু'আ এবং গাড়ীতে উঠে যানবাহনের দু'আ পড়ে নিতে হবে। এই বইয়ের শেষ অধ্যায়ে দু'আগুলো রয়েছে।

# হাজ্জের মূল ৫ দিন

মুসলিমরা সাধারণত ২০ দিন, ২৫ দিন, ৩০ বা ৪০ দিনের প্যাকেজে হাজ্জে গিয়ে থাকেন। কিন্তু হাজ্জ মূলতঃ ৫ দিন। যিলহাজ্জ মাসের ৮, ৯, ১০, ১১, ১২। নিচে এই ৫ দিনের কার্যক্রম ম্যাপসহ দেয়া হলো। আমাদের মনে রাখতে হবে মদীনা সফর হাজ্জের অংশ নয়। আরবী দিন-রাত্রি ইংরেজী ক্যালেন্ডারের মত নয়। ইংরেজীতে দিন শুরু হয় রাত ১২টায় আর আরবীতে দিন শুরু হয় সূর্য ডোবার সাথে সাথে। তাই যিলহাজ্জের এই কয়েকদিন খেয়াল রাখতে হবে মাগরিব থেকে পরের দিন মাগরিব পর্যন্ত ১দিন।

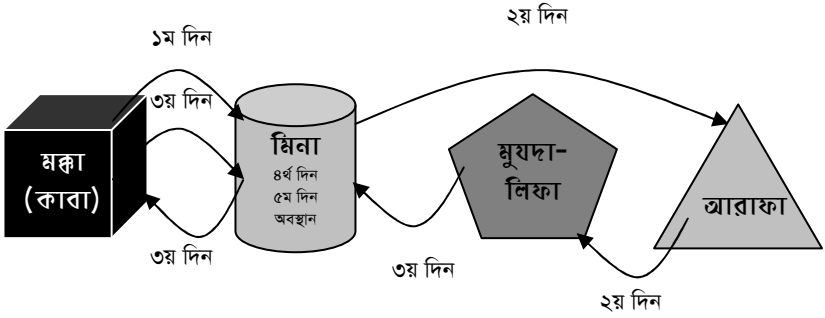


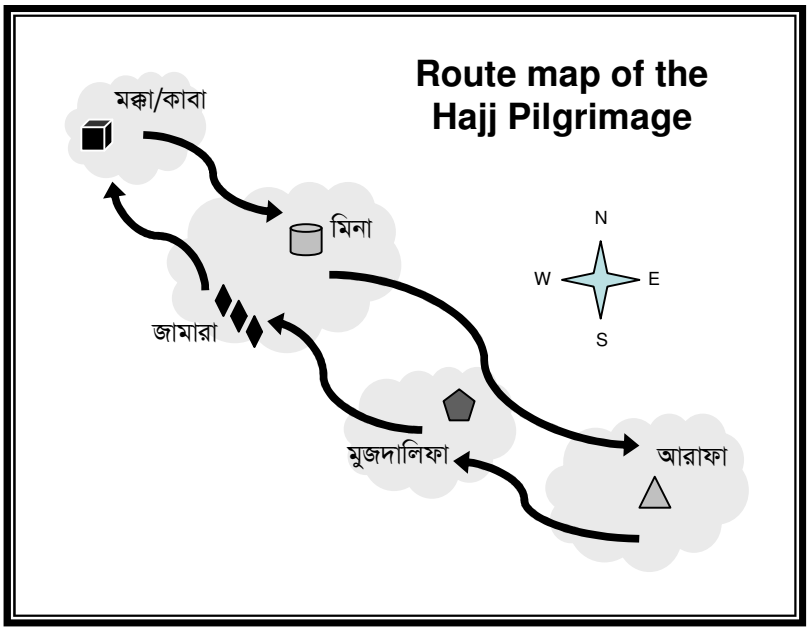

# ১ম দিন ঃ ৮ই যিলহাজ্জ

আজ হাজ্জের প্রথম দিন। আমরা মীনার তাঁবুতে অবস্থান করছি। আমরা ফযর, যোহর, আসর, মাগরিব ও ইশার সলাত মীনায় ক্বসর হিসেবে আদায় করবো ওয়াক্তেরটা ওয়াক্তে। এখানে যোহর-আসর একত্রে বা মাগরিব-ইশা একত্রে জমা করে আদায় করা যাবে না, কারণ রসূল (ﷺ) তা করেননি। মীনায় অবস্থানকালে তালবিয়া, কুরআন তিলাওয়াত, যিকর-আযকার ও অন্য ইবাদাতে মশগুল থাকতে হবে।

মিনাতে স্থায়ী তাঁবুর বাইরের দৃশ্য

মিনাতে তাঁবুর ভিতরের দৃশ্য

# ২য় দিন ঃ ৯ই যিলহাজ্জ

**আরাফায় গমন ঃ** আজ হাজ্জের দ্বিতীয় দিন। ফযরের সলাত মীনায় আদায় করে আরাফাতের ময়দানে রওনা হবো। সূর্য হেলার পর থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত আরাফায় অবস্থান করতে হবে। আরাফাতে মহিলাদের এবং পুরুষদের আলাদা আলাদা তাঁবুর ব্যবস্থা থাকতে পারে আবার নাও থাকতে পারে। এখানে পর্দার ব্যাপারে খুবই সতর্ক থাকতে হবে এবং পুরুষ-মহিলা মিলে মিশে যেন একাকার হয়ে না যায় সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। যদি মহিলা পুরুষ একই তাঁবুতে অবস্থান করতে হয় তাহলে পর্দা রক্ষার্থে চাদর দিয়ে পার্টিশন দিয়ে নেয়া যেতে পারে। এখানে সারাদিন তাঁবুতেই অবস্থান করতে হবে। যদি তাঁবুতে বসে আরাফাতের দিনের খুতবাহ শুনতে চাই তাহলে মক্কা বা মদীনায় থাকাকালিন সময়ে আগেই কম দামে একটি রেডিও ও ব্যাটারী কিনে রাখতে হবে এবং মীনায় আসার সময় সাথে নিয়ে আসতে হবে। গ্রুপের একজন/দুইজন কিনলেই হবে সবার কেনার প্রয়োজন নেই। টিম লিডার যদি আরবী জানেন তাহলে আরাফার খুতবা বাংলায় অনুবাদ করে সকলকে শুনাতে পারেন।

আরাফার দিনের দৃশ্য (পাহাড়ে উঠার কোন ফযীলত নেই)

**আরাফায় সারাদিন কী করবো?** যোহরের ওয়াক্তে ১ আযান ও ২ ইকামাতে ২ রাক'আত যোহর ও ২ রাক'আত আসরের সলাত আরাফায় জামা'আতে ক্বসর হিসেবে আদায় করতে হবে। মহিলারাও জামা'আতে অংশগ্রহণ করতে

পারেন তবে শেষের কাতারে দাঁড়াতে হবে। ওয়াক্তের সলাত ছাড়া আরাফায় আর কোন নফল বা সুন্নাহ সলাত নেই, কোন নফল বা সুন্নাহ সলাত আদায় করলে তা হবে বিদ'আত। কারণ রসূল (ﷺ) এই দিনে কোন নফল বা সুন্নাহ সলাত আদায় করেননি। এখানে বসে শুধু দু'আ করতে হবে আর কান্নাকাটি করে আল্লাহর কাছে মাফ চাইতে হবে, গুনাহ মাফের জন্য অনুশোচনা করতে হবে। তবে মনে রাখতে হবে আওয়াজ করে, দলবদ্ধ হয়ে দু'আ-দুরূদ পড়া, মিলাদ পড়া, যিকির করা সুন্নাহ বহির্ভূত কাজ এবং বিদ'আত। মহিলারা যদি ঋতু অবস্থায় থাকেন তারাও সেসময় অন্যান্যদের মতো দু'আয় মশগুল থাকবেন।

আরাফার তাঁবুর ভিতরের দৃশ্য (অস্থায়ী তাঁবু)

**মুযদালিফায় গমন ঃ** আরাফা থেকে সূর্যাস্তের পর মাগরিবের সলাত আদায় না করে মুযদালিফার দিকে রওনা হতে হবে। মুযদালিফা উন্মুক্ত মাঠ এবং এখানেই এক রাত ঘুমাতে হয়। এখানেও অনেক সময় পুরুষ-মহিলা মিলে মিশে একাকার হয়ে যায়। যদিও রাত কিন্তু ফ্লাড লাইটের মাধ্যমে এলাকাটি আলোকিত করে রাখা হয়েছে। মহিলা এবং পুরুষ উভয়েরই এখানে পর্দার ব্যাপারে খুবই সতর্ক থাকতে হবে এবং পর্দা ঠিক রাখার জন্য চাদর গায়ে দিয়ে ঘুমানো যেতে পারে। স্বামীরা-তাদের স্ত্রীদের পাশেই ঘুমানো উচিত এবং সতর্ক থাকতে হবে যেন পরপুরুষ এসে নিজ স্ত্রীর পাশে বিছানা না পাতেন। ফযরের আগে দিয়ে এখানেও টয়লেটে প্রচন্ড ভিড় হয়, তাই ভিড় হওয়ার আগেই কাজ সেরে নেয়া উচিত।

**মুযদালিফায় সারারাত কী করবো?** মুযদালিফায় পৌঁছে ইশার ওয়াক্তে মাগরিব ও ইশার সলাত ১ আযান ও ২ ইকামাতে আদায় করতে হবে। এখানে ঘুম ছাড়া আর কোন ইবাদাত নেই। কোন নফল ইবাদাত করলে তা হবে বিদ'আত, কারণ রসূল (ﷺ) এখানে কোন নফল ইবাদাত করেননি। মুযদালিফা থেকে রাতে ছোট ছোট ৭০টি পাথর সংগ্রহ করতে হবে জামারায় নিক্ষেপের জন্যে। ফযরের সলাতও এখানে জামা'আতে আদায় করতে হবে।

মুযদালিফাতে রাতে যিকির-আযকার এমনকি তাহাজ্জুদের সলাতও আদায় করা নিষেধ।

মুযদালিফাতে বিশ্রাম নেয়া এবং ঘুমানো হচ্ছে সুন্নাহ অর্থাৎ রসূল (ﷺ)-এর নির্দেশ। কারণ পরের দিন রয়েছে অনেকগুলো কঠিন কাজ।

# ৩য় দিন ঃ ১০ই যিলহাজ্জ

আজ হাজ্জের তৃতীয় দিন এবং সবচেয়ে কঠিন ও পরিশ্রমের দিন। আজকে আমাদেরকে নিম্নের অনেকগুলো কাজ সম্পন্ন করতে হবে। এই দিনের কাজগুলোর ধারাবাহিকতার যদি ব্যতিক্রম ঘটে অর্থাৎ আগের কাজটি পরে এবং পরের কাজটি আগে সম্পাদিত হয়, তাতে কোন ক্ষতি নেই। (বুখারী)

১. মুযদালিফা থেকে মীনায় ফিরে আসা।
২. বড় জামারায় পাথর নিক্ষেপ।
৩. কুরবানী করা।
৪. চুল কাটা।
৫. মক্কায় গিয়ে তাওয়াফ ও সায়ী করা।
৬. মক্কা থেকে আবার মীনায় ফিরে আসা।

**মুযদালিফা থেকে মীনায় ফিরে এসে ঃ** ফযরের পর মুযদালিফা থেকে মীনায় পৌঁছানোর পর তালবীয়া পাঠ বন্ধ করে দিতে হবে। মীনায় ফিরে সূর্য হেলার আগে অর্থাৎ যোহর ওয়াক্তের আগে বড় জামারায় সাতটি পাথর মারতে হবে। ইতিমধ্যে হয়ত কুরবানী হয়ে যাবে। এবার আমাদেরকে কাবা শরীফে গিয়ে তাওয়াফে যিয়ারত ও সাফা-মারওয়া সায়ী করে হাজ্জের তৃতীয় ও সর্বশেষ ফরয শেষ করতে হবে। সাফা-মারওয়া সায়ীর পর সুযোগমতো মাথার চুল কামিয়ে নিতে হবে। আজকে অবশ্যই মীনায় ফিরে রাত্রিযাপন করতে হবে। যদি আজকে তাওয়াফ ও সায়ী করতে না পারা যায় তা হলে পরের দিন করলেও চলবে কিন্তু আজকে করাটাই উত্তম।

**কুরবানী ঃ** আজ ১০ই যিলহাজ্জ কুরবানী দিতে হবে। আমাদের হাজ্জ এজেন্সি যদি কুরবানীর জন্য আগেই টাকা নিয়ে থাকেন তাহলে তো দায়িত্ব তাদের, তারাই সময় মতো কুরবানী করবেন। এছাড়া আমি নিজেও মক্কার যে কোন ব্যাংকে গিয়ে কুরবানীর জন্য টাকা জমা দিলেই কুরবানীর দিন সময় মতো আমার কুরবানী হয়ে যাবে। পশু পছন্দ করে আমি নিজ হাতেও কুরবানী করতে পারি। কুরবানীর স্থান (slaughterhouse) মীনার সীমানার মধ্যে হলেও প্রচন্ড রোদের মধ্যে সেখানে হেঁটে যেতে হবে। তবে এই কঠিন দায়িত্ব না নেয়াই ভাল। ব্যাংকে টাকা জমা দিয়ে আমি অতিরিক্ত নফল কুরবানীও দিতে পারি এবং এটা সুন্নাহ। রসূল (ﷺ) বিদায় হাজ্জে ৭০টি উট কুরবানী দিয়েছিলেন। তবে কুরবানী রসূল (ﷺ)-এর নামে দেয়া যাবে না, কারণ এটা

বিদ'আত। ঈদ উপলক্ষ্যে যে পশু জবাই করা হয় তাকে উদহিয়া বলে। হাজ্জ উপলক্ষ্যে যে পশু জবাই করা হয় তাকে হাদী বলে। আর হাজ্জের কাফফারা আদায়ে যে পশু জবাই করা হয় তাকে দম বলে।

পাথরের সাইজ

## পাথরের হিসাব

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ১০ই যিলহাজ্জ | = | বড় জামারা | ঃ | ১X৭ | = ৭টি |
| ১১ই যিলহাজ্জ | = | ছোট+মধ্যম+বড় জামারা | ঃ | ৩X৭ | = ২১টি |
| ১২ই যিলহাজ্জ | = | ছোট+মধ্যম+বড় জামারা | ঃ | ৩X৭ | = ২১টি |
| ১৩ই যিলহাজ্জ | = | ছোট+মধ্যম+বড় জামারা | ঃ | ৩X৭ | = ২১টি |
| | | | | মোট | = ৭০টি |

**পাথর নিক্ষেপ ঃ** অনেকের মনে ভুল ধারণা আছে যে পাথর শুধু মুযদালিফা থেকেই সংগ্রহ করতে হবে। আসলে এটা ঠিক নয়। পাথর মীনা থেকেও সংগ্রহ করা যেতে পারে। তবে জামারায় নিক্ষেপিত পাথর নেয়া যাবে না। জামারায় পাথর মারতে যাওয়ার সময় নিজেদের মধ্য থেকে একজনকে টিম লিডার করে ৮/৯ জনের গ্রুপ ধরে এক সাথে যাওয়া উচিত, এতে হারিয়ে যাওয়ার ভয় থাকে না। হেঁটে যাওয়ার সময় সকলেই ছাতা ব্যবহার করতে হবে। ছাতায় মার্কার দিয়ে চিহ্ন দেয়া যেতে পারে, এতে কেউ আগপিছ হয়ে গেলে ছাতা দেখে চেনা যাবে।

# ৪র্থ দিন ঃ ১১ই যিলহাজ্জ

আজ হাজ্জের চতুর্থ দিন। আমরা মীনার তাঁবুতে অবস্থান করছি। সূর্য হেলার পর (যোহর ওয়াক্তের পর) আমরা জামারায় পাথর মারতে যাবো। আজকে তিনটি জামারায় সাতটি করে মোট ২১টি পাথর মারতে হবে। প্রথমে ছোট জামারা, তারপর মধ্যম জামারা ও সর্বশেষ বড় জামারায় সাতটি করে পাথর মারতে হবে। সূর্য ডোবার আগেই পাথর মারা শেষ করে মীনায় ফিরে এসে রাত্রিযাপন করতে হবে।

জামারাত-এর বাইরের দৃশ্য

মিনায় তাঁবুর মধ্যেও বিভিন্ন রকম কোয়ালিটি রয়েছে। যারা উন্নত দেশ থেকে অথবা ভিআইপি বা অধিক দামী প্যাকেজের হাজ্জে যান তাদের জন্য তাঁবুর ভেতর উন্নত ব্যবস্থা আর যারা কম খরচের প্যাকেজে হাজ্জে যান তাদের জন্য অন্যরকম ব্যবস্থা থাকে।

**সতর্কতা ঃ** প্রথম যেদিন মিনার তাঁবুতে পৌঁছাব তখন তাঁবুর সাইনবোর্ডটি (তাঁবুর নাম্বার) মোবাইল ফোন দিয়ে ছবি তুলে রাখি। কখনও রাস্তা হারিয়ে ফেললে তাঁবুর নাম্বার দেখে ফিরে আসা যাবে। এছাড়া মিনার একটি ম্যাপও সংগ্রহ করে সাথে রাখা উচিত।

# ৫ম দিন ঃ ১২ই যিলহাজ্জ

আজ হাজ্জের পঞ্চম দিন। আজকের কাজের মধ্যে হলো সূর্য হেলার পর (যোহর ওয়াক্তের পর) তিনটি জামারায় সাতটি করে মোট ২১টি পাথর নিক্ষেপ করতে হবে। যদি কেউ আজকেই মক্কা চলে যেতে চান তাহলে সূর্যাস্তের আগেই মিনা ত্যাগ করে যেতে হবে। তবে আজকের রাতে অবস্থান করে ৬ষ্ঠ দিন অর্থাৎ ১৩ই যিলহাজ্জ পাথর মেরে মিনা ত্যাগ করা সুন্নাহ। খুব কষ্ট না হলে আজকের রাতটি মিনায় অবস্থান করা উচিত।

জামারাতে পাথর নিক্ষেপের দৃশ্য

১ম জামারায় পাথর নিক্ষেপ করার পর খানিকটা পিছনে সরে কিবলামুখী হয়ে দু'আ করা সুন্নাহ। একইভাবে ২য় জামারায় পাথর নিক্ষেপ করে দু'আ করা। এবার ৩য় জামারায় পাথর নিক্ষেপের পর দু'আ না করে রসূল (ﷺ) ফিরে আসেন। তাই উত্তম হবে শেষ জামারায় দু'আ না করা। (সহীহ বুখারী)

# ৬ষ্ঠ দিন ঃ ১৩ই যিলহাজ্জ

যদি ১২ই যিলহাজ্জ (৫ম দিন) সূর্যাস্তের আগে মীনা ত্যাগ করা না হয় তাহলে ঐ দিন মীনায় রাত্রিযাপন করে ১৩ই যিলহাজ্জে ১২ই যিলহাজ্জের মতো আবার পাথর নিক্ষেপ করা। অর্থাৎ সূর্য হেলার পর (যোহর ওয়াক্তের পর) তিনটি জামারায় সাতটি করে মোট ২১টি পাথর নিক্ষেপ করা। তারপর ধীরে সুস্থে মীনা ত্যাগ করা।

জামারায় যাওয়ার টানেল

১১, ১২ ও ১৩ তারিখের এ দিনগুলোতে বিশেষ করে ফরয সলাতসমূহের পর তাকবীরের এই কালিমাগুলো পড়া।

اَللهُ أَكْبَرُ، اَللهُ أَكْبَرُ، لَاإِلَهَ إِلاَّ اللهُ، وَاللهُ أَكْبَرُ، اللهُ أَكْبَرُ وَلِلهِ الحَمْدُ

*আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার ওয়ালিল্লাহিল হামদ।*

অর্থ ঃ আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ, আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ। আল্লাহ ব্যতীত কোন মাবুদ নেই এবং আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ, আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ, আর যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহরই প্রাপ্য। (সহীহ বুখারী)

# বিদায়ী তাওয়াফ (তাওয়াফ আল বিদা)

যেদিন দেশে ফিরবো বা মদিনায় চলে যাবো সেদিন আমাকে বিদায়ী তাওয়াফ করতে হবে। বিদায়ী তাওয়াফ সাধারণ পোশাক পরেই করতে হয়। এতে ইযতিবা, রমল এবং সায়ী নেই। তবে মাকামে ইব্রাহীমের পিছনে দু'রাক'আত সলাত আদায় এবং যমযমের পানি পান করতে হবে।

বিদায়ী তাওয়াফ বেশী আগে করা যাবে না, আবার শেষ মুহূর্তের জন্যও রেখে দেয়া যাবে না। যেমন আমার বাস ছাড়বে যখন, তার এক বা দুই ঘণ্টা আগে বিদায়ী তাওয়াফ করতে গিয়ে ঝুকি নেয়া ঠিক না। তাই বাস ছাড়ার পাঁচ/ছয় ঘণ্টা আগেই বিদায়ী তাওয়াফ সম্পন্ন করে শান্তি মতো হোটেলে বা বাসায় বসে বিশ্রাম নেয়া এবং বই পত্র পড়া।

**ফেরার দিন ঃ** যেদিন দেশে ফিরবো সেদিনটিও খুবই কষ্টের। কারণ প্লেন ছাড়ার ১০/১২ ঘণ্টা আগে আমাদের মুয়াল্লিম আমাদেরকে জিদ্দা এয়ারপোর্টে বা মদীনা এয়ারপোর্টে নিয়ে বসিয়ে রাখবেন। এর কারণ হচ্ছে রাস্তায় চেক পোষ্টে দেরী হতে পারে অথবা অন্য কোন সমস্যা হতে পারে তাই তারা কোন প্রকার ঝুঁকি নেন না। এই দিন আমার পাসপোর্ট বুঝে নিতে হবে।

মদীনা এয়ারপোর্ট থেকে প্রতি সপ্তাহে ঢাকায় একটি ফ্লাইট রয়েছে। আমার হাজ্জ প্যাকেজ যদি শেষে মদীনা হয় তাহলে আমি মদীনা থেকেও ঢাকা বা অন্য দেশে ফিরতে পারি, মদীনা থেকে আবার জিদ্দা আসার প্রয়োজন নেই, এতে অনেক কষ্ট কমে যাবে। তাই টিকেট কাটার সময় এভাবে কাটতে হবে।

## এয়ারপোর্টে আমাদের করণীয়

- ফেরার দিন এয়ারপোর্টে সবাইকে এক কপি কুরআন উপহার হিসেবে দেয়া হয়ে থাকে তা আগ্রহের সাথে সংগ্রহ করে নেয়া।
- দেশে নেয়ার জন্য যমযমের পানির গ্যালন এয়ারপোর্টে ওয়াটারপ্রুফ র‍্যাপিং করে নেয়া, এজন্য সামান্য ফী লাগবে।
- ধীরেসুস্থে লাইনে দাঁড়িয়ে বডিং পাস বুঝে নেয়া। যদি রাস্তায় ট্রান্জিট থাকে তাহলে সেই বডিং পাসের বিষয়েও পরিষ্কার হয়ে নেয়া।
- চেকিং লাগেজগুলো বেল্টে দেয়ার আগে কনফার্ম হওয়া যে এগুলো ফাইনাল ডেস্টিনেশন পর্যন্ত যাবে, ট্রান্জিট পর্যন্ত নয়।
- হ্যান্ড লাগেজে দুই একটা বই রাখা, যাতে এয়ারপোর্টে এবং প্লেনে বসে পড়াশোনা করে সময় কাটাতে পারি।
- এয়ারপোর্টে কয়েকটা ফাস্ট ফুডের দোকান আছে কিন্তু দাম খুবই বেশী। তাই সম্ভব হলে মক্কা/মদীনা থেকে কিছু খাবার সাথে নিয়ে আসা।
- এয়ারপোর্টের পরিচ্ছন্নতার দিকে খেয়াল রাখা। অন্যের সুবিধা-অসুবিধার দিকে খেয়াল রাখা।
- এয়ারপোর্টে ধৈর্য ধরে বসে থাকা এবং দু'আ-দুরূদ পাঠ করা।

যাতায়াতের ব্যবস্থা (সাধারণ বাস, ভিআইপি বাস, কার, ট্রেন)

# ভুল সংশোধন

**ভুল সংশোধন ১ ঃ** অনেকে দু'রাক'আত সলাত আদায় করে উমরাহ বা হাজ্জের নিয়্যত করেন যা বিদ'আত। মনে রাখতে হবে উমরাহ বা হাজ্জের নিয়্যতের জন্য কোন প্রকার সলাত নেই। উমরাহ এবং হাজ্জের নিয়্যত মুখে উচ্চারণ করে করতে হয়।

**ভুল সংশোধন ২ ঃ** ইহরাম বাঁধার আগ পর্যন্ত তালবিয়া পাঠ করা যাবে না।

**ভুল সংশোধন ৩ ঃ** আমাদের মাঝে একটা ধারণা আছে যে, হাজ্জের উদ্দেশ্যে পুরুষরা সেলাই বিহীন যে সাদা দুই টুকরা কাপড় পরিধান করেন তাকে 'ইহরাম' বলে, অর্থাৎ সাদা কাপড়কে ইহরাম বলে, এটা ভুল। আসলে ঐ কাপড়কে ইহরাম বলে না। ইহরাম হচ্ছে হাজ্জের জন্য নিয়্যত করে হাজ্জ পালনের যে শর্তগুলো রয়েছে তার মধ্যে ঢুকে যাওয়া এবং হাজ্জের সকল কাজ সমাধা না করা পর্যন্ত সময়টাকে বলে ইহরাম অবস্থা (State of Ihram). সেলাই বিহীন সাদা দুই টুকরা কাপড় পরিধান করাও ইহরামের অংশ (ইহরাম অবস্থায় অনেক হালাল কাজও হারাম)।

**ভুল সংশোধন ৪ ঃ** অনেকে মনে করেন একবার হাজ্জের সাদা দুই টুকরা কাপড় পরে ফেললে অর্থাৎ ইহরাম অবস্থায় আর কাপড় বদলানো যাবে না, হাজ্জ বা উমরাহ শেষ না করে কাপড় বদলানো যাবে না, আসলে এটা ঠিক না। অবশ্যই এক সেট বদলে অন্য এক সেট সাদা কাপড় পরা যাবে এবং ধৌতও করা যাবে।

**ভুল সংশোধন ৫ ঃ** মিনার তাঁবুতে অবস্থান ঃ মিনার সীমানার মধ্যে অনেক প্রাইভেট এপার্টমেন্ট তৈরী হয়েছে যা আজিযিয়া শিশা এপার্টমেন্ট বা শিশা বিল্ডিং বা শিশা হোটেল নামে পরিচিত। অনেক হাজ্জ এজেন্সি এই শিশা বিল্ডিং ভাড়া করে থাকেন হাজীদের থাকার সুবিধার্থে। কারণ এখান থেকে মিনার তাঁবু, পাথর নিক্ষেপের স্থান ইত্যাদি কাছে এবং এটা সকলের জন্যই পজিটিভ। আমরা জানি সুন্নাহ অনুযায়ী হাজ্জের মূল ৫ দিন মুযদালিফা ছাড়া বাকি ৪ রাত মিনার তাঁবুতে রাত্রিযাপন করার কথা কিন্তু অনেক এজেন্সি হাজীদেরকে মিনার তাঁবুতে না রেখে শিশা বিল্ডিংয়ে রাত্রিযাপন করায়। এই কাজটি সুন্নাহ পরিপন্থি। মিনায় তাঁবুতে রাত্রিযাপন না করে যদি এপার্টমেন্টে থাকলে হতো তাহলে এতো খরচ এবং ঝামেলা করে সৌদি সরকার মিনাতে স্থায়ী তাঁবু তৈরী করতেন না।

**ভুল সংশোধন ৬ ঃ** আজিযিয়া শিশা বিল্ডিংয়ে অবস্থান করলে অনেক সুবিধা রয়েছে। শিশা বিল্ডিংয়ে আমরা লাগেজগুলো রেখে মিনার তাঁবুতে আসতে পারি এবং তাঁবুতে রাত্রিযাপন করে দিনের বেলা প্রয়োজনে শিশা বিল্ডিংয়ে আসতে পারি, গোসল করতে পারি, দিনের বেলা রেষ্ট নিতে পারি, খাওয়া-দাওয়া করতে পারি। শিশা বিল্ডিং থেকে হেঁটে গিয়ে জামারায় পাথর নিক্ষেপ করতে পারি। শিশা বিল্ডিং থেকে সহজেই মক্কা যেতে পারি।

**ভুল সংশোধন ৭ ঃ** তিনদিন যে পাথর মারতে হয় অনেকে সেটাকে মনে করেন যে, বড়, মধ্যম এবং ছোট শয়তানকে পাথর মারতে হয়। এই ধারণা সম্পূর্ণ ভুল। পাথর, কোন শয়তানকে মারা হয় না। আসলে পাথর মারা হয় নির্দিষ্ট তিনটি জায়গায় যেখানে শয়তান ইব্রাহীম আলাইহিস সালামকে প্ররোচিত করার চেষ্টা করেছিল। যাকে লক্ষ্য করে পাথর মারতে হয় তাকে আরবীতে জামারাহ বলে অর্থাৎ কোন লক্ষ্যস্থলকে জামারা বলে। যেমন ঃ জামারাতুল আকাবা (বড়), জামারাতুল উস্তা (মধ্যম), জামারাতুল সোগ্‌রা (ছোট)।

**ভুল সংশোধন ৮ ঃ** বদলি হাজ্জ আমি তখনি করতে পারবো যখন আমার নিজের হাজ্জ আগে পালন করা হয়ে থাকবে। আমার নিজের ফরয হাজ্জ যদি আমি আগে পালন করে না থাকি তাহলে কারো বদলি হাজ্জ করতে পারবো না।

**ভুল সংশোধন ৯ ঃ** তাওয়াফের সময় এবং পাথর মারার সময় অন্যকে ধাক্কা মেরে অবশ্যই আগে যাওয়া ঠিক না। পুরুষ এবং মহিলা উভয়কেই খুবই সতর্ক থাকতে হবে। তা নাহলে পর্দা ছুটে যেতে পারে এবং প্রচন্ড গুনাহগার হতে হবে।

**ভুল সংশোধন ১০ ঃ** ১০ই যিলহাজ্জের দিন অর্থাৎ কুরবানীর দিন মীনা থেকে মক্কায় গিয়ে তাওয়াফে যিয়ারত করতে হয়। কিন্তু আমাদের মধ্যে একটা ভুল প্রচলিত আছে যে হাজ্জের আগের দিন মক্কা থেকে মীনায় যাওয়ার আগে (in advance) এই তাওয়াফে যিয়ারত করে রাখেন এবং কুরবানীর দিন আর তা করেন না। এই কাজ রসূল (ﷺ) করেন নাই এবং এই কাজ বিদ'আত। অর্থাৎ কোন অগ্রিম তাওয়াফ জায়েয নেই।

**ভুল সংশোধন ১১ ঃ** অনেকে "হেরেম শরীফ" বলে থাকেন, আসলে শব্দটি হবে "হারাম শরীফ" বা মাসজিদুল হারাম। কাবার একটা নির্দিষ্ট এলাকাকে "হারাম" বলা হয়, মীনা এবং মুযদালিফাও হারামের অন্তর্ভুক্ত। অর্থাৎ নিষিদ্ধ

এলাকা, এই এলাকার মধ্যে অনেক হালাল কাজও হারাম অর্থাৎ নিষিদ্ধ। আবার হারাম বলতে আরবীতে 'অতি পবিত্র'-ও বোঝায়।

**ভুল সংশোধন ১২ ঃ** যদি আমার হাজ্জে কোন ভুল হয়ে যায় তাহলে আমাকে কাফ্ফারা (দম) দিতে হবে অর্থাৎ অতিরিক্ত একটা কুরবানী দিতে হবে। কাফ্ফারার ব্যাপারে একটি ভুল প্রচলিত আছে যে, আমার জানামতে কোন ভুল হয় নাই তারপরও যদি অজান্তে কোন ভুল হয়ে থাকে এই মনে করে অনেকে কাফ্ফারার নিয়্যতে আরো একটা অতিরিক্ত কুরবানী দিয়ে থাকেন। মনে রাখতে হবে, এটা বিদ'আত। আমি যদি নিশ্চিত হই যে, আমার ভুল হয়েছে তাহলেই শুধু কাফ্ফারা দিতে হবে। যদি কোন ভুল হয়ে থাকে তাহলে অবশ্যই সে বিষয়ে ভাল কোন ইসলামিক স্কলার থেকে পরিষ্কার হয়ে নিতে হবে, তবে বিদ'আতী আলেমদের থেকে সাবধান।

**ভুল সংশোধন ১৩ ঃ** কোন কোন আলেম বলতে পারেন যে, হাজ্জে গিয়ে দু'টি কুরবানী দিতে হবে। একটি হাজ্জের জন্য অপরটি দেশে থাকলে যে কুরবানী দেয়া হতো সেটি। এখানে যদি বলা হয় যে দু'টি কুরবানী অবশ্যই দিতে হবে তাহলে তা হবে বিদ'আত, কারণ এটি শরীয়ার মধ্যে নতুন সংযোজন এবং দু'টি কুরবানী ওয়াজিব করে দেয়া হচ্ছে। এই কাজটি রসূল (ﷺ)-এর নিয়ম নয় এবং সহীহ হাদীসে এর কোন দলিল নেই। হ্যাঁ, যদি কেউ অতিরিক্ত নফল কুরবানী দিতে চান তা উত্তম, এর নির্দিষ্ট কোন সংখ্যা নেই। সামর্থ অনুযায়ী যে যতোগুলো কুরবানী দিবে তার সওয়াব পাবে। তবে মনে রাখতে হবে কাজটি নফল। হাজ্জের কুরবানীকে বলে 'হাদী' এবং ঈদের কুরবানীকে বলে 'উদহিয়া'। তবে যিনি হাজ্জে গেছেন তার নিজ দেশে অবস্থানরত আত্মীয়স্বজনরা যদি তার জন্য দেশে ঈদের দিন কুরবানী দিতে চান তাতে কোন আপত্তি নেই, তবে সেটিও হয়ে যাবে নফল। অনেকে ক্বসরের সময়ের সাথে কুরবানীর একটি সংযোগ ঘটানোর চেষ্টা করেন। তাদের যুক্তি হলো ১৫ দিন পর্যন্ত মুসাফির এবং ১৫ দিনের বেশী মক্কায় থাকলে সে মুকিম হয়ে যায় তখন তাকে তার সাধারণ ঈদের যে কুরবানী সেটা করতে হবে। এই ধরণের যুক্তির সহীহ হাদীসের কোন দলিল নেই। ১৫ দিন পর্যন্ত মুসাফির বা ক্বসর এরও কোন দলিল নেই।

**ভুল সংশোধন ১৪ ঃ** শুধু সতর্ক করার জন্য বলা হচ্ছে। আমরা কাবা ঘরের সিজদা করি না, আমরা সিজদা করি মহান আল্লাহকে। আমরা কাবা ঘরের ইবাদাত করি না, আমরা ইবাদাত করি এক আল্লাহর। কাবা হচ্ছে আমাদের

কিবলা অর্থাৎ আল্লাহকে সিজদা করার জন্য একটা নির্দিষ্ট দিক নির্ধারণ করে দেয়া হয়েছে।

**ভুল সংশোধন ১৫ ঃ** 'যেই কাবা সেই আল্লাহ' এই ধরনের কথা ভুল এবং শিরক। তারপর আবার কোন কোন 'ওলি বা পীর বাবার ক্বলবের মধ্যে কাবা' এই ধরনের কথাও ভুল এবং শিরক। এমন আকীদা গুনাহের কাজ।

**ভুল সংশোধন ১৬ ঃ** কাবা ঘরের গিলাফকে অলৌকিক কিছু মনে করা বা এই গিলাফের অনেক ফযীলত আছে এই ধরনের মনে করা ভুল এবং শিরক। অনেকে কাবা ঘরের গিলাফ ধরে ঘষাঘষি করেন, চুমু দেন, কাবার দরজা ধরে ধাক্কাধাক্কি করেন, মাথা ঠুকান, গিলাফের সুতা ছিঁড়ে ফযীলতের জন্য বাড়ি নিয়ে আসেন। এসবই বিদ'আত এবং শিরক।

**ভুল সংশোধন ১৭ ঃ** আমাদের মধ্যে আর একটি ভুল প্রচলিত আছে যে, হাজ্জ করতে গিয়ে মারা গেলে অথবা মক্কায় বা মদীনার বাকী কবরস্থানে কারো দাফন হলে সে জান্নাতী। মনে রাখতে হবে যে জান্নাত নির্ভর করছে আমলের উপর, কোথায় দাফন হলো বা কোথায় মৃত্যু হলো এর সাথে জান্নাতের কোন সম্পর্ক নেই। কাউকে যদি কাবা ঘরের ভিতরে বা রসূল (ﷺ)-এর পাশেও কবর দেয়া হয় তাতে কোন কিছু যায় আসে না।

**ভুল সংশোধন ১৮ ঃ** অনেকে জামারায় পাথর মারার সময় উত্তেজিত হয়ে যান এবং এতোই উত্তেজিত হন যে স্যান্ডেল বা ছাতাও ছুঁড়ে মারেন। এগুলো ঠিক নয়। অনেকে জামারার তিনটি পিলারকে শয়তান মনে করেন এটাও ঠিক নয়। ঐ পিলারগুলো হচ্ছে এক একটি চিহ্ন।

**ভুল সংশোধন ১৯ ঃ** আমাদের মধ্যে ভুল প্রচলিত আছে যে ইহরাম অবস্থায় অন্যের চুল কাটা যায় না এমনকি নিজের চুলও। এটাও ভুল। হাজ্জ শেষে ইহরাম থেকে বের হওয়ার জন্য চাইলে আমি আমার নিজের চুল কাটতে পারবো এবং ইহরাম অবস্থায় আমি অন্যের চুলও কেটে দিতে পারবো। একইভাবে মহিলারাও ইহরাম অবস্থায় নিজের চুল নিজে এবং একজন আরেকজনের চুল কেটে দিতে পারবেন।

**ভুল সংশোধন ২০ ঃ** জামারায় নিক্ষেপের জন্য যে পাথর সংগ্রহ করা হয় তা কেউ কেউ পানি দিয়ে ধুয়ে থাকেন। এই কাজ রসূল (ﷺ) করেননি তাই, পাথর ধোয়ার প্রয়োজন নেই।

**ভুল সংশোধন ২১ ঃ** আমাদের দেশে একটি ভুল প্রচলিত আছে যে, হাজ্জ থেকে ফিরে ৪০দিন পর্যন্ত বাড়ীর বাইরে যাওয়া যায় না বা কোন দুনিয়াদারি

কাজ-ব্যবসা-বাণিজ্য ইত্যাদি করা যায় না। ইসলামে এই ধরণের কোন নিয়ম নেই। এগুলো ভুল কথা। হাজ্জ শেষে রিযকের সন্ধানে বের হয়ে পরতে হবে, ঘরে বসে থাকা মোটেও ঠিক নয়।

**ভুল সংশোধন ২২ ঃ** হারাম শরীফে এবং মাসজিদে নববীতে একাকী সলাত আদায়ের সময় সুতরা ব্যবহার করা উচিত। কারণ সামনে দিয়ে লোকজন চলাফেরা করতে থাকেন যা ইসলামে নিষেধ।

**ভুল সংশোধন ২৩ ঃ** মক্কায় যে কোন ইবাদাত যেমন সিয়াম, যাকাত, কুরবানী, দান-সদাকা বা যে কোন ভাল কাজ এক লক্ষ গুণ হয়ে যাবে এবং মদীনায় ৫০ হাজার গুণ হবে, এই ধরনের বিশ্বাস ভুল। হাদীস অনুযায়ী সঠিক হচ্ছে শুধু সলাতের ফযীলত মাসজিদে হারামে এক লক্ষ গুণ এবং মাসজিদে নববীতে এক হাজার গুণ, অন্য কোন ইবাদাত নয় এবং মক্কা-মদীনার অন্য কোথাও নয়। রেফারেন্স হিসেবে নিচের হাদীস দু'টি দেখি।

**রসূল (ﷺ) বলেছেন ঃ**

- আমার এই মাসজিদে সলাত আদায় মাসজিদুল হারাম ছাড়া অন্য মাসজিদে এক হাজার সলাত অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। (সহীহ মুসলিম)
- আমার এই মাসজিদে সলাত আদায় মাসজিদুল হারাম ছাড়া অন্য মাসজিদে এক হাজার সলাত অপেক্ষা শ্রেয়, আর মাসজিদে হারামে সলাত আদায় অন্য মাসজিদে এক লক্ষ সলাত অপেক্ষা শ্রেয়। (আহমদ ও ইবনে মাজাহ)

## মাসজিদে নববীর রিয়াদুল জান্নাতে সলাত আদায়ে সতর্কতা-

এই স্থানটুকু খুবই ছোট যার জন্য এই স্থানে সলাত আদায় করার জন্য মানুষ লাইন দিয়ে থাকেন। তবে দুঃখের বিষয় হচ্ছে অনেকেই একবার সলাত আদায় করার সুযোগ পেলে আর উঠেন না, সলাত আদায় করতেই থাকেন এবং অনেকে বসে বসে কুরআন তিলাওয়াত এবং দু'আ-দুরূদ পড়তে থাকেন, যার কারণে অন্যেরা ভিড়ের মধ্যে ঠেলাঠেলি করে কষ্ট পান। তবে আমাদের উচিত দু'রাক'আত নফল সলাত আদায় করেই উঠে পড়া এবং স্থানটা অন্যের জন্য ছেড়ে দেয়া। রিয়াদুল জান্নাতে সলাতের উত্তম সময় হচ্ছে রাত দু'টার দিকে, যখন তাহাজ্জুদের জন্য মাসজিদের দরজা প্রথম খোলা হয়। কারণ তখন ভিড় কম থাকে।

৪র্থ অধ্যায়

# হাজ্জের আগে প্রস্তুতি

## স্বাস্থ্য সম্পর্কে সচেতন হওয়া

হাজ্জ আধ্যাত্মিকতার পাশাপাশি একটি শারীরিক পরিশ্রমেরও ইবাদাত। হাজ্জে যাওয়ার আগে ও পরে শরীর-স্বাস্থ্য ঠিক রাখা খুবই প্রয়োজন। যেমন ঃ প্রতিদিন নিয়মিত কিছুক্ষণ ব্যয়াম করা। হাঁটার অভ্যাস করা। সম্ভব হলে জগিং করা। ফরয সলাতের পাশাপাশি আরো অনেক নফল সলাতও আদায় করা এবং মাসজিদে গিয়ে ফরয সলাত আদায়ের অভ্যাস করা। তাহাজ্জুদ সলাত আদায় করার অভ্যাস না থাকলে আগে থেকেই আদায় করা শুরু করে অভ্যাস গড়ে তোলা। যারা নিয়মিত সলাত আদায়কারী নন, তাদেরও পাঁচ ওয়াক্ত সলাত আদায় করা শুরু করে দেয়া উচিত এবং তা অভ্যাসে পরিণত করে ফেলা। তা না হলে ওখানে গিয়ে কষ্ট হবে, ইবাদাতে মন বসবে না।

## আমার ট্রাভেল এজেন্ট বা হাজ্জ এজেন্সি

বাংলাদেশ থেকে যারা হাজ্জে যাচ্ছেন তাদের সময় থাকতে আগেই মেশিন রিডেবল পাসপোর্ট করে নেয়া। অঅনুমোদিত হাজ্জ এজেন্সি থেকে সতর্ক থাকা। হাজ্জ সংক্রান্ত সরকারের বিভিন্ন সার্কুলার ও নির্দেশনার খোঁজ খবর রাখা এবং www.hajj.gov.bd এই ওয়েবসাইট ব্রাউজ করা। পূর্বে যারা হাজ্জ করেছেন তাদের কাছ থেকে সরকারি ও বেসরকারি হাজ্জ এজেন্সির সেবা সম্পর্কে মতামত জানা। প্রতি বছর ঢাকায় হাজ্জ মেলা হয়ে থাকে,

সেখানেও যাওয়া যেতে পারে। বয়স ৪০/৪৫ এর নিচে হলে বাংলাদেশ থেকে পুলিশ ভেরিফিকেশন লাগতে পারে।

যারা ইউরোপ, আমেরিকা, ক্যানাডা, অস্ট্রেলিয়া, ইত্যাদি দেশ থেকে হাজ্জে যাচ্ছেন তাদের উচিত যথেষ্ট খোঁজখবর নিয়ে কোন সহীহ হাজ্জ এজেন্সির মাধ্যমে হাজ্জে যাওয়া এবং বিদ'আতী এজেন্সি থেকে দূরে থাকা।

আমার ট্রাভেল এজেন্ট বা হাজ্জ এজেন্সি থেকে আগেই নিম্নের কিছু বিষয়ে পরিষ্কার হয়ে নিতে হবে। যেমন ঃ

১. আমার ভিসা এবং এয়ার টিকিট ঠিক মতো হলো কিনা?
২. কেমন কোয়ালিটির হোটেল বা বাসা দিচ্ছে?
৩. বাসা দিলে তা আবার পাহাড়ের উপরে কিনা?
৪. মক্কা এবং মদীনায় (মূল মাসজিদ থেকে) আমার হোটেল বা বাসা কত দূরে?
৫. মক্কা এবং মদীনায় তিন বেলা খাওয়ার কী ব্যবস্থা?
৬. মীনায় থাকা এবং খাওয়ার কী ব্যবস্থা?
৭. মীনা থেকে মক্কা (কাবা) আসা-যাওয়ার ট্রান্সপোর্টের কী ব্যবস্থা?
৮. জিদ্দা, মক্কা, মদীনা আসা-যাওয়ার ট্রান্সপোর্টের কী ব্যবস্থা?
৯. মক্কা মদীনার ঐতিহাসিক স্থানগুলো ঘুরে দেখার ক্ষেত্রে ট্রান্সপোর্টের দায়িত্ব কাদের?
১০. রাস্তায় কোন ট্রানজিট আছে কিনা, থাকলে মোট কয়টি ট্রানজিট এবং প্রতিটি ট্রানজিট কতক্ষণের?
১১. যদি ট্রানজিটে ইমিগ্রেশন পার হতে হয় তাহলে হোটেলের ব্যবস্থা কী?
১২. অনেক দেশে ট্রানজিট ভিসা লাগে এবং ভিসা ফীও রয়েছে, আমাদের ট্রানজিট ফী লাগবে কিনা, যদি লাগে তবে এই ফী কে দেবে?
১৩. কুরবানীর কী ব্যবস্থা এবং কত টাকা?
১৪. উল্লেখিত বিষয়গুলো হাজ্জ প্যাকেজের অন্তর্ভূক্ত কিনা?

**বিশেষ নোট ঃ** অনেক হাজ্জ এজেন্সিই তাদের দেয়া প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী কথা ঠিক রাখতে পারেন না। এখানে দু'টি দিক রয়েছে। কোন কোন হাজ্জ এজেন্সি সরাসরি প্রতারণা করে থাকেন। অর্থাৎ বলেন এক রকম কিন্তু করেন আরেক রকম। আবার কোন কোন হাজ্জ এজেন্সি চেষ্টা করেন তাদের দেয়া প্রতিশ্রুতি ঠিক রাখার জন্য, কিন্তু ঐখানে গিয়ে নানা রকম জটিলতার কারণে কিছু কিছু ক্ষেত্রে কথা রাখতে পারেন না, কিছুটা এদিক সেদিক হয়ে যায়।

**সতর্কতা ঃ** টিকিট করার সময় ট্রাভেল এজেন্সি আমার নামের বানানে ভুল করতে পারে। তাই এই ব্যাপারে যেন আমি নিজে সকল কাগজ পত্র ঠিক মতো দেখে নেই। পুরোপুরি ট্রাভেল এজেন্সির উপর নির্ভর করা ঠিক না।

## ভেক্সিনেশন (Vaccination) কখন নেবো?

সৌদি সরকারের নির্দেশিত ভেক্সিনেশন (টিকা) অবশ্যই নিতে হবে এবং তার সার্টিফিকেটও আমার সাথে থাকতে হবে। বাংলাদেশ থেকে যারা যাচ্ছি তাদের ভেক্সিনেশন নেয়ার ব্যবস্থা হয়তো ট্রাভেল এজেন্ট বা হাজ্জ এজেন্সি করে দিবে। অনেক সময় ট্রাভেল এজেন্ট বা হাজ্জ এজেন্সি প্রার্থিকে ভেক্সিনেশন (টিকা) না দিয়েই দুই নম্বর সার্টিফিকেট জোগার করে দেয়। মনে রাখতে হবে একটি ফরয ইবাদাত করতে যাচ্ছি, দুই নাম্বারী করাটা মোটেও ঠিক হবে না। ভেক্সিনেশন (টিকা) প্রয়োজন বলেই সৌদি সরকার নিয়ম করেছেন, একবার ভাইরাসে আক্রান্ত হলে কিন্তু সমস্যার শেষ নেই।

যারা বিদেশে থাকি তাদের নিজ দায়িত্বে ভিসা এপ্লিকেশনের আগেই ভেক্সিনেশন নিতে হবে এবং ভিসা পাওয়ার জন্য সার্টিফিকেটও সাবমিট করতে হবে। বিদেশেও অনেকে ভেক্সিনেশন না নিয়ে শুধু ডাক্তারের ফী দিয়ে ভেক্সিনেশনের সার্টিফিকেট নিয়ে নেন, এটা ঠিক না। আমি যাচ্ছি একটা ভাল কাজে সেটার প্রস্তুতিতে অসৎ পথ অবলম্বন কেন করবো? আর ভেক্সিনেশন তো আমার নিজের শারীরিক সুস্থতার জন্যই প্রয়োজন।

## আমার প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের লিষ্ট

### জামা-কাপড়

১. পুরুষদের জন্য দু'টুকরা সেলাইবিহীন সাদা কাপড় (টাউয়াল হলে ভাল)।
২. সলাতের জন্য পায়জামা ও পাঞ্জাবী।
৩. সলাতের জন্য মক্কা-মদীনা থেকে লম্বা জুব্বাও কিনে নেয়া যেতে পারে।
৪. মক্কা-মদীনা থেকে মাথা ঢাকার জন্য এরাবিয়ান স্কার্ফ কেনা যেতে পারে।
৫. সাধারণ শার্ট ও প্যান্ট (for travel)।
৬. আন্ডারওয়ার (পুরুষরা ইহরাম অবস্থায় আন্ডারওয়ার পরতে পারবেন না)।
৭. সাধারণ জুতা (for travel) মহিলা এবং পুরুষ দু'জনের জন্যই।
৮. মোজা (for travel) মহিলা এবং পুরুষ দু'জনের জন্যই।
৯. কোমড়ের বেল্ট (প্যান্টের সাথে এবং ইহরামের কাপড়ের সাথে পরার জন্য)।
১০. ওযূ করার সুবিধার্থে নন-চামড়ার স্যান্ডেল (ইহরাম অবস্থায়ও পরা যাবে)।
১১. ঘুমানোর জন্য লুঙ্গি বা পায়জামা এবং গেঞ্জি বা স্লিপিং ড্রেস।

১২. গোসলের জন্য টাউয়াল ।
১৩. খুবই হালকা একটি জ্যাকেট (মদীনায় ফযরের সময় একটু একটু শীত লাগে) ।
১৪. বোরকা (মহিলাদের জন্য) ।
১৫. সালওয়ার - কামিজ - ওড়না (মহিলাদের জন্য) ।
১৬. হিজাব (মহিলাদের জন্য) ।
১৭. বিছানার চাদর এবং গায়ে দিয়ে ঘুমানোর জন্য চাদর ।
১৮. বালিশের কাভার (যদি নিজেরটা ব্যবহার করতে চাই তাহলেই লাগবে) ।

## প্রয়োজনীয় জিনিস-পত্র

১৯. প্লেনের জন্য ২৩ কেজির ১টি লাগেজ এবং ৭ কেজির ১টি হ্যান্ড লাগেজ ।
২০. পিঠে নেয়ার জন্য ব্যাকপ্যাক (বড় সাইজ এবং ছোট সাইজ)
২১. স্লিপিং ব্যাগ (আরাফা এবং মুযদালিফার জন্য) ।
২২. এয়ার পিলো (আরাফা এবং মুযদালিফাতে কাজে লাগবে) ।
২৩. সলাত আদায়ের জন্য জায়নামায (মক্কা-মদীনা থেকেও কেনা যেতে পারে) ।
২৪. টাকা রাখার জন্য গলায় ঝুলানোর ব্যাগ (যা বুকের কাপড়ের নিচে থাকবে) ।
২৫. ফোল্ডিং ছাতা (যা অতি সহজেই ব্যাগে ঢুকিয়ে নেয়া যায়) ।
২৬. জামারায় নিক্ষেপের জন্য পাথর সংগ্রহ করার জন্য ছোট থলে বা ব্যাগ ।
২৭. হাত ঘড়ি । ২ জোড়া চশমা (যারা চশমা ব্যবহার করেন) ।
২৮. এলার্মের জন্য টেবিল ঘড়ি অথবা মোবাইল ফোনও ব্যবহার করা যেতে পারে ।
২৯. খাবার প্লেট ও গ্লাস ।
৩০. নেইল কাটার ও কেঁচি (হ্যান্ড লাগেজে রাখা যাবে না) ।
৩১. কাপড় ধোয়ার গুড়া সাবান (ডিটারজেন্ট) ।
৩২. হ্যান্ড সোপ (মীনাতে কাজে লাগবে) ।
৩৩. টিস্যু পেপার, টয়লেট পেপার, ওয়ান টাইম প্লাস্টিক চামচ, টুথ পিক ।
৩৪. সেল ফোন বা মোবাইল ফোন এবং তার চার্জার ।
৩৫. Worldwide power adapter (volt/pin converter)
৩৬. আরাফায় খুতবা শোনার জন্য রেডিও ।

## প্রসাধনী

৩৭. গোসলের জন্য সুগন্ধিমুক্ত সাবান এবং সাবানদানী (ইহরাম অবস্থায় লাগবে) ।
৩৮. শরীরে মাখার জন্য তেল বা লোশন (যদি আমি প্রয়োজন মনে করি) ।
৩৯. মুখে মাখার ক্রিম ।
৪০. পাউডার (যদি গরমের জন্য প্রয়োজন বোধ করি) ।
৪১. মাথা আঁচড়ানোর চিরুনী (ইহরাম অবস্থায় মাথা আঁচড়ানো যাবে না) ।
৪২. শেভিং রেজার এবং শেভিং ক্রিম ।
৪৩. ডিউডোরান্ট, আতর (ইহরাম অবস্থায় ব্যবহার করা যাবে না) ।
৪৪. টুথ ব্রাশ এবং পেষ্ট ।

**ঔষধ-পত্র**

৪৫. নিজের নিয়মিত ঔষধ-পত্র যা ডাক্তার দিয়েছেন।
৪৬. টাইলেনল বা প্যারাসিটামল বা নাপা (যে কোন ব্যথার জন্য)।
৪৭. মাথা ব্যাথার জন্য ভিক্স/নিক্স।
৪৮. এন্টাসিড বা ম্যালক্স বা গ্যাসের জন্য অন্য কোন ঔষধ।
৪৯. আমাশার ট্যাবলেট এবং কফের সিরাপ।
৫০. ওর স্যালাইন (ডাইরিয়ার জন্য)।
৫১. ডাইরিয়া বন্ধের জন্য ঔষধ (নর্থ আমেরিকা থেকে পেপটো বিসমল টেবলেট অথবা লিকুইড বোতল)।
৫২. মহিলাদের জন্য স্যানিট্যারি প্যাড।
৫৩. ব্যান্ড এইড (কোথাও কেটে গেলে লাগানোর জন্য)।

**বই-পত্র**

৫৪. হাজ্জের এই বইটা সবসময় সাথে রাখা। পরিবারের সবার জন্য একটা করে।
৫৫. অর্থসহ কুরআন।
৫৬. রসূল (ﷺ)-এর জীবনী।
৫৭. কলম এবং নোট বুক।

**জরুরী কাগজ-পত্র**

৫৮. পাসপোর্ট।
৫৯. ভেক্সিনেশন সার্টিফিকেট।
৬০. এয়ার টিকেট বা আইটেনারী।
৬১. ইমিগ্রেশন পেপার/পি.আর.কার্ড/সোসাল সিকিউরিটি কার্ড (প্রবাসীদের জন্য)
৬২. ন্যাশনাল আইডি কার্ডের ফটোকপি (বাংলাদেশীদের জন্য)।
৬৩. অতিরিক্ত ৪-৫ কপি পাসপোর্ট সাইজের ছবি।
৬৪. সমস্ত অরিজিনাল কাগজ-পত্রের দুই সেট ফটোকপি।

এই লিষ্টের বাইরে আরো কিছু জিনিস প্রয়োজন হলে যোগ করে নেয়া যেতে পারে। বিশেষ করে মহিলা এবং বাচ্চাদের ক্ষেত্রে আরো কিছু জিনিস প্রয়োজন হতে পারে যেমন, বেবী স্ট্রলার, বেবী ফুড ইত্যাদি। 'ডব' কোম্পানীর সুগন্ধিমুক্ত সাবান পাওয়া যায় যা ইহরাম অবস্থায় গোসলের জন্য কাজে লাগবে। মহিলারা ভারী অলঙ্কার সঙ্গে না নেয়াই ভালো। শরীরে তাবিজ-কবজ, অষ্ট ধাতুর আংটি, অসুস্থতার জন্য লোহা-তামা-দস্তার বালা, গলা-বাহু-কোমড়ে কালো সুতা থাকলে তা অবশ্যই খুলে ফেলা কারণ এগুলোর ব্যবহার শিরক। প্লেনে ভ্রমণের সময় হ্যান্ড লাগেজে প্রতিটি কন্টেইনারের লিকুইডের পরিমান ১০০মি.লি.-এর বেশী রাখা যাবে না।

**বিশেষ নোট ঃ** মক্কা এবং মদীনায় প্রচুর দোকান আছে, চিন্তার কারণ নেই। এই লিষ্টের বাইরে যদি কিছু প্রয়োজন হয় অতি সহজেই কেনা যাবে। মক্কা এবং মদীনায় খাওয়ার ব্যাপারেও কোন চিন্তার কারণ নেই। অনেক বাংলাদেশী রেস্টুরেন্ট আছে সেখানে ভাত, মাছ, মাংস, ডাল, রুটি সবই পাওয়া যায়। ফাষ্ট ফুডেরও অনেক দোকান আছে। এছাড়া চা-কফি সব জায়গাতেই পাওয়া যায়। জিনিসপত্রের দাম খুব বেশী নয়। ইহরামের জন্য এক সেট সাদা কাপড় দেশ থেকেই নিয়ে যাওয়া এবং আরো একটা সেট (টাওয়াল জাতীয়) মক্কা বা মদীনা থেকে কেনা যেতে পারে, দামও সস্তা।

হারাম শরীফ, মাসজিদে নববী, মিনা, আরাফা, মুযদালিফার টয়লেট/ওয়াশরুমে কোন টয়লেট পেপার থাকে না। তাই যারা টয়লেট পেপার ব্যবহারে অভ্যস্ত তাদের উচিত ব্যাগে সবসময় একটি টয়লেট পেপার রোল রাখা এবং নাক-মুখ মোছার জন্য টিস্যু পেপার রাখা। যাদের দেশে লিফ্ট ও এস্কেলেটরে চড়ার অভ্যাস নেই তাদের দেশে থাকতেই এগুলোতে চড়ার অভ্যাস করা উচিত কারণ মক্কা-মদিনার অনেক স্থানেই এর ব্যবহার রয়েছে।

**পুরুষদের স্যান্ডেল কেমন হবে?** ইহরাম অবস্থায় কী ধরনের স্যান্ডেল পায়ে দেবো সে বিষয়ে একটু পরিষ্কার হওয়া প্রয়োজন। বাংলাদেশে একটা ভুল ধারণা প্রচলিত আছে যে স্যান্ডেল হতে হবে একেবারে খোলা এবং যা সাধারণত দুই ফিতাওলাকেই বুঝায়। এটা ভুল। আমি যা পরে প্রচুর হাঁটতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করি, (comfortable feel করি) এমন স্যান্ডেল পরবো। উদাহরণ স্বরূপ ছবি দেখি, পিছনে বেল্ট এবং পায়ের উপরে অনেকটাই কাভার করা এই জাতীয় স্যান্ডেলও ব্যবহার করা যাবে কোন অসুবিধা নেই।

ইহরাম অবস্থায় এই জাতীয় স্যান্ডেল পরা যাবে

**মীনার জন্য কী কী নেবো ?** উপরের লিষ্টটা হচ্ছে সম্পূর্ণ সফরের জন্য। কিন্তু মূল হাজ্জের যে পাঁচ দিন আমি মীনায় থাকবো তার জন্য একটা ব্যাগ নিবো এবং পাঁচ দিনের জন্য যা যা প্রয়োজন শুধু তাই নিবো। আমি যখন

মক্কায় থাকবো তখনই মীনার জন্য আমার এই ব্যাগ গুছিয়ে রাখবো, আগের দিন তাড়াহুড়ো করে যেন ব্যাগ না গুছাই। পরবর্তী পৃষ্ঠায় ব্যাকপ্যাকের ছবি দু'টি দেখি। পিঠে নেয়ার জন্য এই ধরণের ব্যাগ নিতে পারি যাতে প্রচুর হাঁটা যায় এবং দু'হাত ফ্রী থাকে। স্বামী এবং স্ত্রীর আলাদা আলাদা ব্যাগ হতে হবে। কারণ দু'জন দুই তাঁবুতে থাকবেন। বাচ্চারা বাবা অথবা মার সাথে থাকতে পারবে।

১. ইহরামের কাপড়।
২. ইহরামমুক্ত অবস্থায় পরার জন্য কাপড়।
৩. গোসলের জন্য টাউয়াল।
৪. বিছানার চাদর।
৫. পিঠে নেয়ার জন্য ব্যাকপ্যাক।
৬. স্লিপিং ব্যাগ (আরাফা এবং মুযদালিফার জন্য)।
৭. এয়ার পিলো (আরাফা এবং মুযদালিফাতে কাজে লাগবে)।
৮. টাকা রাখার জন্য গলায় ঝুলানোর ব্যাগ (যা বুকের কাপড়ের নিচে থাকবে)।
৯. ফোল্ডিং ছাতা।
১০. জামারায় নিক্ষেপের জন্য পাথর সংগ্রহ করার জন্য ছোট থলে বা ব্যাগ।
১১. হাত ঘড়ি। (সেলফোন বা মোবাইলেও সময় দেখা যেতে পারে)
১২. এলার্মের জন্য টেবিল ক্লক (ঘড়ি)। সেলফোনও ব্যবহার করা যেতে পারে।
১৩. হ্যান্ড সোপ (টয়লেট ব্যবহারে মীনাতে কাজে লাগবে)।
১৪. ওয়ান টাইম প্লাস্টিক চামচ। টুথ পিক।
১৫. টিস্যু পেপার এবং টয়লেট পেপার রোল।
১৬. সেল ফোন বা মোবাইল ফোন এবং তার চার্জার।
১৭. আরাফায় খুতবা শোনার জন্য রেডিও (মক্কা-মদীনা থেকেও কেনা যাবে)।
১৮. গোসলের জন্য সুগন্ধিমুক্ত সাবান এবং সাবানদানী (ইহরাম অবস্থায় লাগবে)।
১৯. শরীরে মাখার জন্য তেল বা লোশন (যদি আমি প্রয়োজন মনে করি)।
২০. মুখে মাখার ক্রিম। (ইহরাম অবস্থায় ব্যবহার করা যাবে না)।
২১. মাথা আঁচড়ানোর চিরুনী (ইহরাম অবস্থায় মাথা আঁচড়ানো যাবে না)।
২২. ডিউডোরান্ট, আতর (ইহরাম অবস্থায় ব্যবহার করা যাবে না)।
২৩. টুথ ব্রাশ এবং পেষ্ট।
২৪. নিজের নিয়মিত ঔষধ-পত্র যা ডাক্তার দিয়েছেন।
২৫. টাইলেনল বা প্যারাসিটামল বা নাপা (যে কোন ব্যথার জন্য)।
২৬. মাথা ব্যথার জন্য ভিক্স।
২৭. এন্টাসিড বা ম্যালক্স বা গ্যাসের জন্য অন্য কোন ঔষধ।
২৮. আমাশার ট্যাবলেট।

২৯. কফের সিরাপ।
৩০. ডাইরিয়া বন্ধের জন্য ঔষধ (পেপটো ভিজমল টেবলেট অথবা লিকুইড)।
৩১. ওর স্যালাইন (ডাইরিয়ার জন্য)।
৩২. ব্যান্ড এইড (কোথাও কেটে গেলে লাগানোর জন্য)।
৩৩. অবসর সময়ে পড়ার জন্য বই।

মিনায় নেয়ার জন্য ব্যাকপ্যাক (স্কুল ব্যাগ জাতীয়)

## আরাফা এবং মুযদালিফার জন্য কী কী নেবো ?

এই ব্যাগটি হবে উপরের ব্যাগের চেয়ে আর একটু ছোট, এক দিন এবং এক রাতের জন্য যা প্রয়োজন তাই থাকবে এই ব্যাগে। মীনা থেকে আমাকে আরাফা যেতে হবে, সেখানে তাঁবুর মধ্যে সারা দিন ইবাদাত-বন্দেগীতে কাটাতে হবে। তারপর ঐ রাত কাটাতে হবে মুযদালিফায়। তাই এক দিন এবং এক রাতের জন্য যা প্রয়োজন শুধু তাই নিয়ে যেতে হবে, অতিরিক্ত কিছু যেন না নেই। এজন্য হালকা ব্যাকপ্যাক হলে ভাল যা আমি পিঠে ঝুলিয়ে প্রয়োজনে অনেক হাঁটতে পারি। এছাড়া আমি যখন মক্কা এবং মদীনায় থাকবো তখন এই ব্যাগ প্রতিদিন ব্যবহার করতে পারবো। যেমন- যখন তাওয়াফ করবো তখন এতে আমার স্যান্ডেল, পানির বোতল, ছাতা ইত্যাদি ব্যাগের মধ্যে ঢুকিয়ে পিঠে রাখতে পারবো। যখন মাসজিদে নববীতে এবং হারাম শরীফে সলাত আদায় করতে যাব তখনও এতে স্যান্ডেল, পানির বোতল, ফোল্ডিং ছাতা, টয়লেট পেপার ইত্যাদি বহন করতে পারবো। ছাতাটা আন-কমোন হওয়া উচিত যেন অন্যের সাথে মিলে না যায় এবং দূর থেকে যেন অতি সহজেই আমাকে সনাক্ত করা যায়।

ছোট ব্যাকপ্যাক, ফোল্ডিং ছাতা, জামারার জন্য পাথর সংগ্রহের থলে

১. গোসলের জন্য টাউয়াল
২. বিছানার চাদর
৩. স্লিপিং ব্যাগ
৪. এয়ার পিলো
৫. টাকা রাখার জন্য গলায় ঝুলানোর ব্যাগ
৬. ফোল্ডিং ছাতা
৭. পাথর সংগ্রহের জন্য থলে
৮. টয়লেট পেপার রোল
৯. সেল ফোন বা মোবাইল ফোন
১০. আরাফায় খুতবা শোনার জন্য রেডিও
১১. সুগন্ধিমুক্ত সাবান
১২. টুথ ব্রাশ এবং পেষ্ট
১৩. নিজের নিয়মিত ঔষধ-পত্র
১৪. ডাইরিয়া বন্ধের ঔষধ
১৫. ব্যান্ড এইড
১৬. আরাফায় পড়ার জন্য হাজ্জের এই বইটি ।

ছোট সাইজের স্লিপিং ব্যাগ যা সহজেই বহন করা যায়

**নোট ঃ** মীনার তাঁবুতে ব্যাগ রেখে গেলে তা হারিয়েও যেতে পারে। ফিরে এসে নাও পেতে পারি। আরাফা, মুযদালিফা থেকে ফেরার পর অনেক সময় আমার তাঁবুতে থাকার স্থানও পরিবর্তন হয়ে যেতে পারে। যখন মুযদালিফা থেকে ফিরে এসে জামারায় যাবো পাথর নিক্ষেপ করতে তখন সাথে যদি কোন ব্যাগ থাকে সেটি অবশ্যই ছোট এবং হালকা হতে হবে। নিরাপত্তার কারণে হ্যান্ড লাগেজ বা ভারী বড় সাইজের ব্যাগ নিয়ে পুলিশ জামারার দিকে যেতে দিবেন না। পুলিশ তার হিফাযতে নিয়ে নিবেন। তখন এই ব্যাগ নিয়ে হয়তো আমি পরবো আরেক ঝামেলায়। বড় বড় বিলবোর্ডে দেখা যাবে এই বিষয়ে সতর্ক করা হচ্ছে।

## কিভাবে ফোন করবো?

দেশে আমার নিজের ব্যবহৃত মোবাইল বা সেল ফোনটা আন-লক করে নিয়ে গেলেই হবে এবং মক্কা বা মদীনায় গিয়েই একটা 'সিম' কার্ড কিনে নিতে হবে (যা খুবই সস্তা)। আমি যতো দিন মক্কা এবং মদীনায় থাকবো আমার নিজের এই ফোনই ব্যবহার করতে পারবো। এই ফোন থেকে আমি লোকাল এবং যে কোন দেশেই ফোন করতে পারবো। আমার গ্রুপের সবাইকে এবং দেশে আপনজনদের এই নাম্বার দিয়ে দেবো যেন তারা আমার সাথে যোগাযোগ করতে পারেন। সৌদি আরব ও বাংলাদেশের সময়ের ব্যবধান ৩ ঘন্টা, যেমন ঢাকায় যখন সকাল ১০টা, মক্কায় তখন সকাল ৭টা। সৌদি আরব ও ক্যানাডার সময়ের ব্যবধান ৮ ঘন্টা, যেমন টরন্টোতে যখন সকাল ১০টা, মক্কায় তখন বিকাল ৬টা।

সিটি কোড : মক্কা = ০২ এবং মদীনা = ০৪

ধরি বাংলাদেশ থেকে কেউ আমাকে মক্কায় ৫৪২৬৯২৩ নাম্বারে ফোন করতে চান তাহলে নিম্নের উদাহরণ দেখি ঃ

| কান্ট্রি কোড | সিটি কোড | ফোন নাম্বার |
|---|---|---|
| ০০৯৬৬ | ০২ | ৫৪২৬৯২৩ |

আবার ধরি আমি মক্কা/মদীনা থেকে বাংলাদেশে কাউকে মোবাইলে ০১৭১৮৮৩৪৪৭৬ নাম্বারে ফোন করতে চাই তাহলে নিম্নের উদাহরণ দেখি ঃ

| কান্ট্রি কোড | ফোন নাম্বার |
|---|---|
| ০১১৮৮ | ০১৭১৮৮৩৪৪৭৬ |

## টাকা-পয়সা কী পরিমাণ নেবো?

কুরবানীর টাকা এবং হাজ্জ ড্রাফ্ট (মুয়াল্লিম ফী) আগেই আমাদের ট্রাভেল এজেন্ট বা হাজ্জ এজেন্সি নিয়ে নেবে। এখন শুধু আমার নিজের ব্যক্তিগত প্রয়োজনের জন্য কিছু অতিরিক্ত টাকা (US $) নিবো। কত নিবো তা নির্ভর করছে আমি কেমন কেনাকাটা করবো তার উপর। তবে অতিরিক্ত তেমন কেনাকাটা না থাকলে ৩০০ থেকে ৪০০ ডলার নেয়া যেতে পারে। যদি আমার হাজ্জে কোন ভুল হয়ে যায় তাহলে আমাকে কাফ্ফারা দিতে হবে অর্থাৎ অতিরিক্ত একটা কুরবানী দিতে হবে। তাই কিছু অতিরিক্ত টাকা হাতে থাকা ভাল। US$ নিতে হবে এমন কোন কথা নেই, যে কোন দেশের টাকাই সেখানে ভাঙ্গানো যায়। ১ রিয়াল = ২১/২২ টাকা এবং ১ ডলার = ৩.৭৫ রিয়াল।

এই ধরণের গলায় ঝুলানো টাকার ব্যাগ নেয়াটাই নিরাপদ
যা বুকের উপর কাপড়ের নিচে থাকবে

## টয়লেটে হোস পাইপ ব্যবহারে সতর্কতা

মক্কা-মদীনায় সর্বত্রই টয়লেটে বদনার পরিবর্তে হোস পাইপ ব্যবহৃত হয়। অনেক জায়গায়ই এই হোস পাইপের পানির খুব স্পিড থাকে। টয়লেট করার পর এটি ব্যবহার করতে গিয়ে অনেকে পরনের কাপড় ভিজিয়ে ফেলেন এবং পানি ছিটিয়ে নিজেই অপবিত্র হয়ে যান। তাই আমাদেরকে এই বিষয়ে সতর্ক থাকতে হবে। কারণ ইহরাম অবস্থায় হয়তো অনেকবার টয়লেটে যাওয়া হবে এবং অপবিত্র অবস্থায় কোন সলাত-ই আদায় হবে না এবং তাওয়াফও করা যাবে না। অনেকে হোসপাইপ ব্যবহারের পর মাটিতে ফেলে রাখেন, অনেক সময় কমোডের মধ্যেও পরে থাকে। তাই টয়লেট থেকে বের হয়ে খুব ভাল

করে সাবান দিয়ে হাত ধুয়ে নিতে হবে, তা না হলে ডাইরিয়া হতে পারে। সতর্কতার অভাবে মিনাতে অনেকেরই ডাইরিয়া হয়।

## আমার টিম লীডার কেমন হবেন?

আমরা নিজে ভুক্তভোগী, যার কারণে বিষয়টি শিক্ষণীয় হিসেবে তুলে ধরা জরুরী মনে করছি। আমরা সাধারণত কোন না কোন টিমের সাথে হাজ্জে যাই এবং সেই টিমের একজন টিম লীডার থাকেন। হতে পারে তিনি মাসজিদের ইমাম বা মাদ্রাসার কোন আলেম বা ট্রাভেল এজেন্সির মালিক। এজন্য বিষয়টা খুব গুরুত্বপূর্ণ যে আমি যদি এই টিম লীডারের উপর পুরোপুরি নির্ভরশীল হই তাহলে তার গাইডেন্সের উপরও আমার হাজ্জের কাজ-কর্ম অনেকটা নির্ভর করছে।

একটু বুঝিয়ে বলা যাক ঃ আমার টিম লীডার যদি authentic Islamic education-এ knowledgeable না হন তাহলে তিনি তার মতো করেই আমাদেরকে গাইড করবেন। আবার তিনি যদি administration-এ ভাল না হন এবং আরবী না জানেন তাহলেও আমরা পদে পদে হোঁচট খাবো। তাই সব বিষয়ে টিম লীডারের উপর নির্ভরশীল হওয়া ঠিক না। আগে থাকতেই নিজে authentic source থেকে পড়া-শোনা করে স্বাবলম্বী হওয়ার চেষ্টা করা উচিত। এই বিষয়ে আমি নিজেকে অসহায় বা অজ্ঞ যেন না ভাবি, কারণ আমি হয়তো ঐ টিম লীডারের চাইতে বেশী শিক্ষিত, আমি হয়তো কোন কোম্পানির কোন দায়িত্বশীল পদে আছি। আমি জীবনে এতো বড় বড় দায়িত্ব পালন করছি আর এই হাজ্জ বিষয়ে এসে এতো নির্ভরশীল হচ্ছি কেন?

আর একটি বিষয়ের প্রতি বিশেষভাবে সতর্ক থাকতে হবে। আমি যে টিমের সাথে যাচ্ছি তার মধ্য থেকে হয়তো কোন হাজী ভাইয়ের খিদমত বা সেবা টিমের সকলের উপর প্রভাব বিস্তার করতে পারে। সে হয়তো এডমিনিস্ট্রেটিভ দিকগুলোতে খুব ভাল এবং তার সাহায্য এবং পরামর্শ সকলের কাজে লাগছে। সেজন্য আমরা তার কাছে কৃতজ্ঞ এবং তার জন্য দু'আ করি। কিন্তু সে যদি হাজ্জের নিয়ম-কানুনের বিষয়ে বা ইবাদাত বিষয়ে কুরআন ও সহীহ হাদীসের বাইরে কোন উপদেশ দেন তা গ্রহণ করা যাবে না, আবেগের বসেও তা মেনে নিয়ে পালন করা যাবে না যে উনি আমাদের জন্য এতো কিছু করছেন হয়তো তার এই বিষয়ও মানা যেতে পারে। মনে রাখতে হবে যতো ভাল লোকই হোক বা যতো বড় বজুর্গ লোকই হোক না কেন যদি সে সহীহ

হাদীসের দলিল ছাড়া কোন কিছু করতে বলেন তাহলে তা পালন করা যাবে না। অবশ্যই তা সহীহ হাদীস ভিত্তিক কিনা ক্রস চেক করে নিতে হবে।

কেউ কাউকে ভুল না বুঝি। এখানে কোন আলেমকে বা কোন টিম লীডারকে ছোট করে দেখা হচ্ছে না। সবাইকে শুধু সতর্ক করে দেয়া হচ্ছে। কারণ ২০০০ সালে আমি (আমির জামান) যে টিম লীডারের সাথে হাজ্জ করেছি তাতে ছিল প্রচুর ভুল-ভ্রান্তি, তখন তা বুঝিনি। ইসলামে যা নেই তা খুব পুণ্যের কাজ মনে করে পালন করেছি টিম লীডারের উপদেশে। আর একটা কথা মনে রাখা প্রয়োজন, আমি যে টিম লীডারের তত্ত্বাবধানেই যাই না কেন তাকে শ্রদ্ধা করতে হবে। তবে টিম লীডার যদি কোন বিদ'আতী কাজ করতে বলেন অর্থাৎ ইসলামে যা নেই তা করতে বলেন তাহলে তা অবশ্যই পালন করা যাবে না। ঐ কাজের জন্য টিম লিডারের কাছে সহীহ হাদীস থেকে দলিল চাইতে হবে যে আল্লাহর রসূল (ﷺ) কাজটি করেছেন কিনা। অনেকে বলেন হাদীসে আছে কিন্তু কোন দলিল দেখাতে পারেন না। তাই হাদীসে আছে এতোটুকুই দলিল হিসেবে যথেষ্ট নয়।

## আমার রুমমেট কেমন হবেন?

মক্কা-মদীনায় সাধারণত পুরুষরা ৪/৫জন করে এক রুমে থাকেন এবং মহিলারা ৪/৫জন করে আলাদা রুমে থাকেন। আমি যে গ্রুপের সাথে হাজ্জে যাচ্ছি তাদের সাথে নিজ দেশে থাকতেই পারিবারিকভাবে পরিচিত হয়ে নেয়া ভাল। ফ্লাইটের আগে আমার এজেন্সি হয়তো হাজ্জ সেমিনার বা ওয়ার্কশপ করবে তখনও তাদের সাথে পরিচয় হয়ে যাবে। তবে বেশীদিন আগে পরিচয় থাকলে ভাল। আমি তাদের মধ্য থেকে বেছে নিবো যে কাদের সাথে আমি রুমমেট হবো। চেষ্টা করবো সহীহ জ্ঞানী এবং পরহেজগার লোকদের সাথে রুমমেট হওয়ার জন্য। কারণ নানা চরিত্রের লোক হাজ্জে যান। যদি আমার রুমমেটরা আমার সমমনা না হন তাহলে তাদের আচার-আচরণ, রুমের আড্ডা, গল্পগুজব আমার ঈমান-আমলের উপর ক্ষতিকর প্রভাব বিস্তার করতে পারে, আমি ইবাদাতে গাফেল হয়ে যেতে পারি।

যারা ফ্যামিলি নিয়ে যাচ্ছি যেমন, বাবা-মা, স্বামী-স্ত্রী, সন্তান, ভাই-বোন তারা হাজ্জের বুকিং দেয়ার সময় এজেন্সিকে বলে দিতে পারি যে, আমাদের নিজেদেরকে একটা আলাদা ফ্যামিলি রুম দিবেন যাতে আমরা নিজেরা

একসাথে থাকতে পারি (মক্কা এবং মদীনা দুই জায়গাতেই)। তাহলে আর অন্যদের সাথে রুম শেয়ার করতে হবে না।

## যাওয়ার পথে প্লেনে কিভাবে সময় কাটাবো?

- প্লেনে উঠে যানবাহনের দু'আ পড়ে নিতে হবে। এই বইয়ের শেষ অধ্যায়ে দু'আ রয়েছে।

- যাত্রার সময় থেকেই ক্বসর আদায় করবো। ফযর ২ রাক'আত, যোহর ২ রাক'আত, আসর ২ রাক'আত, মাগরিব ৩ রাক'আত, ইশা ২ রাক'আত এবং বিতর ১ বা ৩ রাক'আত। (যোহর বা আসরের সময় যোহর-আসর এক সাথে এবং মাগরিব বা ইশার সময় মাগরিব-ইশা এক সাথে আদায় করবো)। ক্বসরে কোন সুন্নাহ বা নফল সলাত নেই। তবে রসূল (ﷺ) সফরে ফযরের দুই রাক'আত সুন্নাহ আদায় করেছেন।

- প্লেনে পানির সমস্যা থাকলে তায়াম্মুম করে নিতে হবে। বাসা থেকে ওযূ করার পর পায়ে মোজা পরে থাকলে পা ধোয়ার আর প্রয়োজন নেই। পানি দিয়ে ওযূর সবই করবো শুধু মোজার উপর মাসেহ করলেই চলবে। ট্রাভেল বা মুসাফির অবস্থায় তিন দিন পর্যন্ত মোজার উপর মাসেহ করতে পারবো এবং ভ্রমণ ছাড়া অন্য সময় (মুকীম অবস্থায়) ২৪ ঘণ্টা পর্যন্ত। মোজা চামড়ার হতে হবে এমন কোন কথা নেই। মহিলারাও হিযাবের উপর দিয়ে মাথা মাসেহ করতে পারবেন।

- কিবলা নিয়ে কোন চিন্তা করতে হবে না। কারণ প্রতিটি প্লেনই কিবলামুখী হয়ে সৌদি আরব যাচ্ছে। সৌদি এয়ারলাইন্সের প্লেনের ভিতরে প্রেয়ার রুম রয়েছে, তাই সীটে সলাত আদায় না করে প্রেয়ার রুমে আদায় করা। দাঁড়িয়ে ঠিকমত রুকু-সাজদা করার মত জায়গা থাকলে বসে বসে সলাত আদায় করলে হবে না।

- সারাক্ষণ ইস্তিগফার পড়বো। তবে ইহরাম বাঁধার আগ পর্যন্ত তালবিয়া পাঠ করবো না।

- সারাক্ষণ সহীহ দু'আ-দুরূদ এবং যিকরে মশগুল থাকবো। সাথে পকেট কুরআন রাখতে পারি এবং সেখান থেকে তিলাওয়াত করতে পারি।

- অন্যান্যদের সাথে হাসি-ঠাট্টা বা গল্পগুজবে সময় কাটাবো না এবং পথে কোথাও ঝগড়া-ঝাটি করবো না। কোন বিষয় ঝগড়ার পর্যায়ে গেলে ধৈর্য ধারণ করবো।

- হাজ্জের এই বইটি হাতের কাছেই রাখবো যাতে প্লেনে বসে আগাগোড়া আবার পড়তে পারি। এছাড়া আল কুরআনের অর্থ পড়তে পারি এবং রসূল (ﷺ)-এর জীবনী পড়তে পারি।

- ফ্লাইটে সময় কাটানোর জন্য নিউজপেপার, ম্যাগাজিন ও টিভি দেখার প্রয়োজন নেই। বরং সিটের সামনে থাকা টিভি স্ক্রীন থেকে হেডফোন দিয়ে কুরআন তিলাওয়াত শুনতে পারি।

- স্বামী-স্ত্রী সাংসারিক বিষয় নিয়ে বা পূর্বের কোন ঘটনা নিয়ে আলোচনা না করা। হাজ্জের শিক্ষণীয় বিষয়গুলো নিয়ে স্বামী-স্ত্রী আলোচনা করতে পারি। যারা একা যাচ্ছি তারা তার পাশের সিটের ভাইয়ের সাথে শিক্ষণীয় বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে পারি।

- সম্ভব হলে কিছুটা ঘুমানোর চেষ্টা করি এবং শরীরকে সতেজ রাখি। মহিলাদের সবসময় আল্লাহর ফরয হুকুম পর্দা রক্ষা করে চলতে হবে। স্বামীর বন্ধু-বান্ধবদের সাথে প্রয়োজন ছাড়া গল্পগুজব করা যাবে না।

- যদি আমি অমুসলিম এয়ারলাইন্সে ভ্রমণ করে থাকি তাহলে অবশ্যই হালাল খাবার পরিবেশন করতে বলবো এবং এই বিষয়ে আমি যথেষ্ট সতর্ক থাকবো। কারণ ইবাদাত কবুলের পূর্ব শর্ত হালাল খাবার। টিকিট কাটার সময়ই হালাল খাবারের কথা এয়ারলাইন্সকে বলে দিতে হবে।

- প্লেনে ভ্রমণের সময় আমার প্রয়োজনে এয়ারপোর্টে বিনা খরচে হুইল চেয়ার সুবিধা নিতে পারি। এই বিষয়েও টিকিট কাটার সময়ই এয়ারলাইন্সকে আগেই বলে দিতে হবে। তবে যাদের হাঁটার সমস্যা আছে অর্থাৎ বেশী হাঁটতে পারি না, যদি সম্ভব হয় নিজ দেশ থেকেই একটা হুইল চেয়ার সাথে নিয়ে নেয়া যা মক্কা এবং মদিনায় সারাক্ষণ কাজে লাগবে ইন্‌শাআল্লাহ। এছাড়া হোটেলগুলোতেও সাধারণত হুইল চেয়ার থাকে।

## প্লেনে ওয়াশরুমের বিষয়ে সতর্কতা

প্লেনের ওয়াশরুমের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার কথা খেয়াল রাখবো। পানি এবং টিস্যু/টয়লেট পেপার ফেলে যেন ম্যাস করে না ফেলি। কমোডের মধ্যে টিস্যু পেপার এবং অন্য কোন কিছু অবশ্যই ফেলা যাবে না। যাদের বৃদ্ধ বাবা-মা দেশ থেকে হাজ্জে যাচ্ছেন তাদেরকে বাসায় থাকতেই এই বিষয়ে অবগত করানো। এছাড়া আমাদের দেশে অনেকেই গ্রাম থেকে আসেন এবং প্রথম বারের মতো প্লেনে উঠেন, তারা প্লেনের ওয়াশরুম ব্যবহার করতে গিয়ে অসুবিধায় পরেন, যেমন কমোডের ব্যবহার, বেসিনের ব্যবহার বা দরজা লাগানো ইত্যাদি। তাই তাদেরকে পাশের সিটের অভিজ্ঞ কেউ এই বিষয়গুলো বুঝিয়ে দেয়া উচিত বা সাথে নিয়ে গিয়ে সাহায্য করা উচিত।

## আমার মানসিক প্রস্তুতি কেমন হওয়া উচিত?

হাজ্জে যাওয়ার সময় প্রচুর পরিমাণ সবর বা ধৈর্য ধারণের প্রস্তুতি নেয়া এবং রাগ, ঘৃণা, ভয়, বৈষয়িক চাওয়া-পাওয়া এবং আরাম-আয়েশ ত্যাগ করা।

- সবসময় নিজেকে হাসি-খুশি রাখা।
- কারো সাথে তর্ক-বিতর্ক এবং ঝগড়ায় জড়িয়ে না যাওয়া।
- কখনো উত্তেজিত না হওয়া।
- সারাটা সময় নিজেকে গীবত থেকে দূরে রাখা। কোন গীবতের আলোচনায় না বসা।

- বেহুদা লোকজনদেরকে এড়িয়ে চলা।
- মক্কা এবং মদীনায় সারাক্ষণ ওযূতে থাকার চেষ্টা করা।
- সবার সাথে সম্মানের সাথে কথা বলা।
- মক্কা-মদীনার লোকদের সম্পর্কে কোন খারাপ মন্তব্য করার প্রয়োজন নেই যদিও administrative দিক থেকে তাদের বিরুদ্ধে অনেক অভিযোগ বা shortcomings থাকতে পারে।
- সবার জন্য সবসময় হৃদয় থেকে দু'আ করা এবং ভাল মন্তব্য করা।
- সবসময় নিজের জন্য দু'আ করা ঃ 'হে আল্লাহ আমাকে রক্ষা করো, আমার ভুলত্রুটি দূর করে দাও, আমাকে সঠিক পথে পরিচালিত করো'।
- আমার সাথীদের এবং অন্যান্য হাজীদের সাহায্য, সহযোগিতা এবং খিদমতে এগিয়ে যাওয়া।
- ছবি তোলা বা ভিডিও করা থেকে নিজেকে সরিয়ে রাখা, ঐদিকে মনোযোগ দেয়ার প্রয়োজন নেই। নিজের সেলফোন বা মোবাইল ফোন দিয়েও কাবা ঘরের ছবি নেয়ার প্রয়োজন নেই। আমার যদি কোন ছবি বা ভিডিও প্রয়োজন হয় তাহলে ইন্টানেটে হাজার-হাজার ছবি আছে, সেখান থেকে ডাউনলোড করা যেতে পারে।
- সারাদিন কী কী করবো প্রতিদিন সকালেই তার একটা প্ল্যান করে নেয়া।
- হাসি-ঠাট্টা কম করা এবং আখিরাতের কথা বেশী বেশী স্মরণ করা।
- মৃত্যুর কথা স্মরণ করা, কবরের কথা স্মরণ করা, কবরের আযাবের কথা স্মরণ করা।
- নিজের পূর্বের গুনাহের কথা বেশী বেশী স্মরণ করে আল্লাহর দরবারে কান্নাকাটি করে ক্ষমা চাওয়া। বেশী বেশী চোখের পানি ফেলা।
- দাড়ি রেখে দেয়ার ব্যাপারে ভাবা এবং ধুমপান, জর্দা ও গুল-এর মতো হারাম অভ্যাসগুলো পরিত্যাগ করা।
- দেশে ফেরার আগে বেশী বেশী তওবা এবং ইস্তিগফার করা।

৫ম অধ্যায়



# শিরক ও বিদ’আত মুক্ত হাজ্জ পালন

আমরা হয়ত অনেকেই দ্বীন ইসলাম না বুঝে হাজ্জ পালন করে থাকি। সঠিক জ্ঞানের অভাবে এবং সঠিক information-এর অভাবে আমরা নানা রকম শিরক-বিদ’আত ও ভুল-ভ্রান্তির মধ্য দিয়ে হাজ্জ পালন করে আসি। যার কারণে হাজ্জের প্রকৃত কল্যাণ বুঝতেও পারি না এবং তা থেকে বঞ্চিত হই।

আমি (আমির জামান) ২০০০ সালে বাংলাদেশ থেকে হাজ্জ আদায় করি। এর দশ বছর পরে ২০১০ সালে ক্যানাডা থেকে আবার সপরিবারে হাজ্জ পালন করি একটি ক্যানাডিয়ান টিমের সাথে যার টিম লীডার ছিলেন একজন নর্থ আমেরিকান সহীহ ইসলামিক স্কলার (জন্মসূত্রে এরাবিয়ান) শায়েখ আব্দুল মুনায়েম, ইমাম, কুরআন-সুন্নাহ সোসাইটি (QSS), টরন্টো।

কিন্তু এখানে লক্ষ্যণীয় বিষয় হচ্ছে প্রথমবার হাজ্জ এবং দ্বিতীয়বার হাজ্জের মধ্যে ছিল একটা বড় ধরনের ব্যবধান। প্রথমবার হাজ্জ করেছিলাম হাজ্জের উপর প্রকৃত পড়াশুনা না করে, ইসলাম না বুঝে, কুরআন-হাদীস না বুঝে। মহা পূণ্যের আমল মনে করে আলেম টিম লিডারের সাথে থেকে মক্কা-মদীনায় গিয়ে শিরক ও বিদ’আতী কাজ করেছি। আর দ্বিতীয়বার হাজ্জ করেছি কুরআন-সহীহ হাদীস ও অথেন্টিক সোর্স থেকে পড়াশোনা করে। এর ফলে আমরা অনুধাবন করতে পেরেছি যে হাজ্জের প্রকৃত কল্যাণ নির্ভর করছে ইসলামকে বুঝে এবং সেই অনুযায়ী আমল করার মধ্য দিয়ে।

# শিরক কী?

**শিরক হলো অংশীদারিত্ব ঃ** ইসলামের পরিভাষায় শিরক হচ্ছে আল্লাহর নামের সাথে, আল্লাহর গুণের সাথে, আল্লাহর কাজের সাথে, আল্লাহর সত্ত্বার সাথে অথবা আল্লাহর ইবাদাতে অন্য কাউকে অংশীদার করা, তুলনা করা অথবা আল্লাহর সমকক্ষ বানানো। এক কথায় ঃ স্রষ্টার কোন পাওয়ার বা ক্ষমতা তার সৃষ্টির মধ্যে দিয়ে দেয়াই হচ্ছে শিরক। শিরক-এর পরিণাম জাহান্নাম। আল্লাহ বলেন ঃ

- ❑ *"আল্লাহর সাথে শিরক করলে তিনি তা কখনও ক্ষমা করবেন না। শিরক ছাড়া অন্য গুনাহ যাকে ইচ্ছা করেন ক্ষমা করেন। যে কেউ আল্লাহর শরীক করে সে এক মহাপাপ করে।" (সূরা নিসা ঃ ১১৬)*

- ❑ *"কেউ আল্লাহর শরীক করলে আল্লাহ তার জন্যে জান্নাত অবশ্যই নিষিদ্ধ করবেন এবং তার আবাস জাহান্নাম (সূরা আল মায়িদা ঃ ৭২)*

## মুসলিমদের মাঝে প্রচলিত শিরক

১. **দু'আর শিরক ঃ** নবী, আওলিয়া, পীর বা মাজারের কাছে ব্যবসা-বাণিজ্য, চাকুরী, প্রমোশন, রোগমুক্তি, সন্তান লাভ ইত্যাদির জন্য দু'আ (প্রার্থনা) করা শিরক।

২. **মহব্বতের শিরক ঃ** কোন পীর, দরবেশ বা অলীকে আল্লাহর মত ভালবাসা শিরক।

৩. **আনুগত্যের শিরক ঃ** কুরআন-হাদীসের পরিপন্থী কাজে পীর, ইমাম বা আলেমদের আনুগত্য করা শিরক।

৪. **সম্পর্কের শিরক ঃ** আল্লাহ তা'আলা তাঁর সৃষ্টির মধ্যে বিলীন হয়ে আছেন এবং স্রষ্টা ও সৃষ্টির মধ্যে কোন পার্থক্য নেই, এইরূপ ধারণা করা শিরক।

৫. **ব্যবস্থাপনার শিরক ঃ** আওলিয়া ও কুতুবগণ সৃষ্টি জগতের ব্যবস্থাপনায় নিয়োজিত রয়েছেন এই বিশ্বাস করা শিরক।

৬. **নির্ভরতার শিরক ঃ** বিপদে পড়লে স্বীয় পীরকে স্মরণ করা শিরক। অথবা খাজা বাবা বা আব্দুল কাদের জীলানী বা অন্যান্যদেরকে স্মরণ করা বা তাদের বিপদ মুক্ত করার ক্ষমতা আছে তা মনে করা শিরক।

৭. **ক্ষমতার শিরক ঃ** পীর, আউলিয়া, মাযার ইত্যাদির মানুষের ভাল-মন্দ করার ক্ষমতা আছে এরূপ মনে করা শিরক ।

৮. **আমলের শিরক ঃ** আল্লাহ ব্যতীত অন্যের জন্য কুরবানী করা, মানত করা, নজর-নেয়াজ দেয়া ইত্যাদি শিরক ।

৯. **গুণের (সিফাত) শিরক ঃ** আল্লাহর কোন কোন সৃষ্টিকে ঐ সমস্ত গুণের অধিকারী মনে করা যা শুধু একমাত্র আল্লাহর । যেমন নবী, রসূল, পীর, আওলিয়া, জ্বীন গায়েবের খবর জানে বলে ধারণা করা শিরক ।

১০. **তাওয়াফের শিরক ঃ** কাবাঘর ছাড়া অন্য কোথাও তাওয়াফ করা শিরক (অর্থাৎ পীর আওলিয়াদের মাযার তাওয়াফ করা শিরক) ।

১১. **হিফাজতের শিরক ঃ** বিদায়ের আগে কারো নিরাপত্তা কামনায় পীর আওলিয়াদের নাম করে তাদের হিফাজতে দেয়া শিরক ।

১২. **মর্যাদার শিরক ঃ** আল্লাহ ও মুহাম্মাদ (ﷺ)-কে একই মর্যাদার অধিকারী মনে করা কিংবা তা মনে করে কোথাও লিখে রাখা শিরক ।

১৩. **রিসালাতের শিরক ঃ** মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর আনীত জীবনবিধানকে লংঘন করে কারো কোন ফতওয়াকে যদি কেউ কবুল করে এবং মনে প্রাণে তা মেনে নেয় তাও রিসালাতের শিরকের অন্তর্ভুক্ত ।

১৪. **ইবাদাতের শিরক ঃ** আল্লাহ ছাড়া অন্যকে দেখানোর জন্যে ইবাদাত করা । নবী, রসূল, ফিরিশতা, পীর, দরবেশ, ফকির, আউলিয়া, জ্বীন, গণক, যাদুকর, তাবিজকারী অথবা অন্য কারো ইবাদাত করা অথবা আল্লাহর ইবাদাতের সময় তাদেরকে অংশীদার বানানো শিরক ।

১৫. **কবর সংক্রান্ত শিরক ঃ** মাযার বা কবরকে চুমু খাওয়া, কবরে হাত লাগানো, কবরে পশু জবেহ করা, কবরে ওরস করা, কবরে মানত করা, কবরে সিন্নি দেয়া, কবরে মোমবাতি জ্বালানো, আতর, গোলাপ ছিটানো, কবরে টাকা-পয়সা দেয়া ইত্যাদি শিরক । (অবস্থাভেদে ছোট শিরক ও বড় শিরক দু'টোই হতে পারে) ।

১৬. **রসূল (ﷺ)-কে নিয়ে শিরক ঃ** রসূল (ﷺ) হাজির-নাজির অর্থাৎ আমি যা করছি তা তিনি সব দেখছেন, শুনছেন এমন আক্বিদা থাকা । মিলাদের সময় রসূল (ﷺ)-এর জন্য একটি খালি চেয়ার রাখা, তিনি মাহফিলে উপস্থিত হয়েছেন ভেবে তাঁর সম্মানে উঠে দাঁড়ানো ইত্যাদি শিরক ।

১৭. **ভাগ্য পরিবর্তনের শিরক ঃ** শরীরে তাবিজ লটকানো, আকিক বা এ ধরনের অন্যান্য পাথর ব্যবহার করলে ভাগ্য পরিবর্তন হবে এমন আক্বিদা (বিশ্বাস) থাকা শিরক।

১৮. **অন্যান্য শিরক ঃ** আল্লাহ ছাড়া অন্য কিছুর কসম খাওয়া, অন্যের যিকর করা, অন্যের নিকট তওবা করা, কাউকে ক্ষতি ও উপকারের মালিক মনে করা এবং কাউকে আল্লাহর সমতুল্য মনে করা শিরক।

## কাবা ঘরকে নিয়ে নানা রকম শিরক থেকে সাবধানতা

হাজ্জে গিয়ে অনেকে অধিক নেকী ও দু'আ কবুলের আশায় হাজরে আসওয়াদ, রুকনে ইয়ামানী, কাবার দরজা, কাবার গিলাফ, কাবার দরজা প্রভৃতির মধ্যে মুখ-বুক-হাত লাগিয়ে ঘষাঘষি করেন। কিছু পাওয়ার আশায় কাবার গিলাফের সুতা ছিড়ে নিয়ে আসেন। উচ্চঃস্বরে কান্নাকাটি করেন ও প্রচণ্ড ভিড় করে অন্যদের ইবাদাতে বিঘ্ন ঘটান ও কষ্ট দেন। মনে রাখতে হবে এতে দু'আ কবুলতো দূরের কথা বরং গুনাহ হবে। আর এধরনের কাজ ইসলাম বিরোধী এবং বিদ'আত। কারো দেখাদেখি এই ধরনের কাজ থেকে সাবধান থাকতে হবে। মনে রাখতে হবে ঃ

- আমরা কাবা ঘরকে সিজদা করি না বা কাবা ঘরের ইবাদাত করি না।
- কাবা ঘরের কোন ক্ষমতা বা পাওয়ার নেই।
- কাবা ঘরের দেয়ালের কোন ক্ষমতা বা পাওয়ার নেই।
- কাবার গিলাফের কোন ক্ষমতা বা পাওয়ার নেই।
- কাবার দরজার কোন ক্ষমতা বা পাওয়ার নেই।
- কাবার হাতীমের কোন ক্ষমতা বা পাওয়ার নেই।
- হাজরে আসওয়াদের কোন ক্ষমতা বা পাওয়ার নেই।
- কাবা ঘরের কোন কর্ণারের কোন ক্ষমতা বা পাওয়ার নেই।
- মাকামে ইব্রাহীমের কোন ক্ষমতা বা পাওয়ার নেই।
- যমযমের কূপের কোন ক্ষমতা বা পাওয়ার নেই।
- সাফা-মারওয়া পাহাড়ের কোন ক্ষমতা বা পাওয়ার নেই।
- কাবার ইমাম সাহেবের কোন ক্ষমতা বা পাওয়ার নেই।
- মক্কা বা মদীনার মাটির কোন ক্ষমতা বা পাওয়ার নেই।
- বাকী কবরস্থানের কোন ক্ষমতা বা পাওয়ার নেই।

আমরা যদি মনে করি উপরের এই লিষ্টের কারো কোন বিন্দু পরিমাণও ক্ষমতা বা পাওয়ার আছে তাহলে তা হবে শিরক। তাই আমাদের মনে

রাখতে হবে যে, আমরা ইবাদাত করি একমাত্র মহান আল্লাহর এবং সমস্ত ক্ষমতা আল্লাহর। যা কিছু চাওয়ার আল্লাহর কাছে চাইতে হবে। অন্য কারো কাছে কিছু চাওয়া যাবে না। কাবা হচ্ছে আল্লাহকে সিজদা করার দিক নির্দেশনা অর্থাৎ কিবলা। মক্কার কাবার আগে কিবলা ছিল জেরুজালেমের মাসজিদে আকসা।

জায়নামাযের মধ্যে কাবার ছবি থাকে, এটি বিদ'আত। কাবাকে কল্পনা করে সলাত আদায় ঠিক না, মনে করতে হবে আল্লাহ আমার সামনে। জায়নামাযের কাবার ছবির উপর দাঁড়ালে অনেকে সালাম করেন বা গুনাহ হবে মনে করেন, এটিও বিদ'আত। কারণ কাবাঘরের ছবির উপর দাঁড়ালে কিছুই হবে না। যারা কাবা ঘর পরিষ্কার করতে ভিতরে ঢুকেন তারাও পায়ে হেঁটে ভিতরে ঢুকেন, আবার যারা কাবার গিলাফ পরিবর্তন করেন তারাও কাবার উপরে উঠে তা করেন। রসূল (ﷺ)-এর যুগে মক্কা বিজয়ের দিন বিলাল (রা.) কাবার ছাদে দাঁড়িয়ে আযান দিয়েছিলেন। তাই কাবার গায়ে পা লাগলে চিন্তার কোন কারণ নেই।

## মুহাম্মাদ (ﷺ)-কে ঘিরে নানা রকম শিরক

যদি কেউ রসূল (ﷺ)-এর নিকট সাহায্যের জন্য প্রার্থনা করে অথবা প্রার্থনাকারীর পক্ষ হয়ে আল্লাহর কাছে সাহায্য করতে অনুরোধ করে তাহলে তারাও শিরক করে। তাওহীদ আল-ইবাদাহর মূল কথা হলো শুধু আল্লাহ ইবাদাত পাবার যোগ্য, অন্য সকলের ইবাদাত হারাম, আল্লাহর ইবাদাত করতে গিয়ে কোন মধ্যস্থতাকারী বা উসিলা ধরাও জায়েয না। যদি কেউ

জীবিত বা মৃত ব্যক্তির কাছে প্রার্থনা করে (সে যেই হোক না কেন), সেটা হবে পরিষ্কার শিরক। এই ধরনের প্রার্থনা আল্লাহর পাশাপাশি অন্যের উপাসনা করার মত। রসূল (ﷺ) সুস্পষ্টভাবে বলেছেন ঃ *"দু'আ-ই ইবাদাত" (আবু দাউদ)*। অতএব আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো কাছে দু'আ চাওয়া মানে হলো তার ইবাদাত করা যা শিরক করা। আল্লাহ বলেছেন ঃ

*"আল্লাহর পরিবর্তে এমন কিছুর ইবাদাত করো না যা তোমাদের কোন উপকার করতে পারে না, ক্ষতিও করতে পারে না"। (সূরা আম্বিয়া ঃ ৬৬)*

*"আল্লাহ ব্যতীত তোমরা যাদেরকে আহবান কর তারা তো তোমাদের মতোই বান্দা"। (সূরা আল-আরাফ ঃ ১৯৪)*

## অতিরিক্ত সতর্কতা

- কেউ কেউ মনে করেন, রসূল (ﷺ) আল্লাহর নূরে তৈরী অর্থাৎ তিনি আল্লাহরই একটা অংশ। (নাউযুবিল্লাহ) এই ধরনের বিশ্বাস সম্পূর্ণরূপে শিরক। রসূল (ﷺ) যে আল্লাহর নূরে তৈরী এর দলিল কুরআন এবং সহীহ হাদীসের কোথাও নেই, তিনি ছিলেন মাটির তৈরী মানুষ।

- কোন ব্যক্তির নাম গোলাম নবী, গোলাম রসূল, গোলাম মুস্তাফা রাখা যাবে না। এই ধরনের নাম শিরকের অন্তর্ভুক্ত। মানুষ কখনই রসূল (ﷺ)-এর গোলাম নয়। সবসময় আল্লাহর গোলাম।

- আবার অনেকে মনে করেন যে রসূল (ﷺ)-কে সৃষ্টি না করলে আল্লাহ এই পৃথিবী বা এই বিশ্বজাহান সৃষ্টি করতেন না। এই বিশ্বাস সম্পূর্ণরূপে ভুল এবং এর কোন কুরআন ও সহীহ হাদীসের দলিল নেই।

- সর্বপ্রথম মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর নূর তৈরী করা হয়েছে। আদম আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সৃষ্টি করার আগে এবং সকলকে সৃষ্টি করার আগে আল্লাহ তা'আলা রসূল (ﷺ)-কে সৃষ্টি করেছেন এবং তাকে প্রথমে ময়ূর আকৃতিতে সৃষ্টি করেছেন এই ধরনের কথা-বার্তা সম্পূর্ণ ভুল। এরও কোন কুরআন-হাদীসের দলিল নেই।

- রসূল (ﷺ) মৃত না অর্থাৎ মারা যাননি, তিনি জীবিত এই ধরনের আকীদা ভুল এবং শিরক। এই ভুল আকীদা ধারণ করে কেউ কেউ মানুষের নাম 'হায়াতুন্নবী' রাখেন যা শিরকের অন্তর্ভুক্ত।

- রসূল (ﷺ)-এর অতিরিক্ত প্রশংসা করতে গিয়ে খেয়াল রাখতে হবে যে আল্লাহর সাথে যেন কোন বিষয়ে conflict হয়ে না যায়। নাতে রসূল (গান) পরিবেশনার সময় খেয়াল রাখতে হবে যেন কোন গানের কথার মধ্যে শিরক চলে না আসে। বাজারে এমন অনেক নাতে রসূল আছে যেখানে রসূল (ﷺ)-এর অতিরিক্ত প্রশংসা করতে গিয়ে আল্লাহর সাথে শিরক করে ফেলা হয়েছে। যেমন ঃ 'মুহাম্মাদের নাম জপেছিলি বুলবুলি তুই আগে..... বা নবী মোর পরশমনি, নবী মোর সোনার খনি .....' ইত্যাদি। রসূল (ﷺ)-এর নামে যিকর করা যাবে না, যিকর হবে শুধু আল্লাহর নামে। এছাড়া বাংলা, উর্দু ও হিন্দিতে এমন অনেক শিরক মিশ্রিত কাউয়ালী রয়েছে যা সুস্পষ্ট হারাম।

- রসূল (ﷺ)-এর নিকট শাফা'আত চাওয়া কারো জন্য জায়েয নয়। তবে এভাবে আল্লাহর কাছে শাফা'আত চাওয়া যেতে পারে ঃ "হে আল্লাহ! তোমার নবীকে আমার জন্য শাফা'আতকারী বানিয়ে দাও"। এখানে আসলে আল্লাহর কাছে চাওয়া হচ্ছে।

- রসূল (ﷺ)-এর ব্যক্তি সত্ত্বার উসিলা দিয়ে আল্লাহর কাছে দু'আ চাওয়া শিরক।

## পরামর্শ

সঠিক জ্ঞানের অভাবে আমরা অনেক সময় রসূল (ﷺ)-এর অতিরিক্ত প্রশংসা করতে গিয়ে গুরুতর গুনাহর কাজ করে ফেলছি। তাই একটা ফরমুলা সবসময় মনে রাখতে হবে সেটা হচ্ছে যেখানেই অতিরিক্ত বা অতিরঞ্জন কিছু দেখবো সেখানেই একটু চিন্তা করবো এবং authentic দলিলের সাথে মিলিয়ে দেখবো যে এই ধরনের কিছু কুরআন-সুন্নাহতে আদৌ আছে কিনা। এই ব্যাপারটা শুধু রসূল (ﷺ)-এর ক্ষেত্রে নয়, যে কোন ওলির ক্ষেত্রে অতিরিক্ত কিছু শুনলে অবশ্যই এর source জানার চেষ্টা করবো এবং সবাইকে সতর্ক করে দিবো। ইতিহাস এবং তাফসীর পড়লে দেখবো যে ঈসা আলাইহিস সালামকে এই পৃথিবী থেকে উঠিয়ে নেয়ার ৩২৫ বছর পর তৎকালীন খৃষ্টান ধর্মের আলেমগণ ঈসা আলাইহিস সালামের অতিরিক্ত প্রশংসা করতে গিয়ে আস্তে আস্তে তাকে আল্লাহর পুত্র বলে ঘোষণা দিয়েছে। (নাউযুবিল্লাহ)। [Doctrine of Trinity of God]

এটি মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর কবর। এখানে গিয়ে কোন প্রকার ইমোশন হওয়া এবং কোন প্রকার বাড়াবাড়ি করা যাবে না। একে 'রওজা মুবারক'ও বলা যাবে না, বললে হবে বিদ'আত। কিছুর আশায় এর দেয়ালে হাত লাগানো যাবে না, চুমু দেয়া যাবে না, মাথা ঠেকানো যাবে না। মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর কবরের নিকট বা মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর নিকট কোন কিছু চাওয়া যাবে না, চাইলে হবে শিরক।

## কবর এবং মাযারকে ঘিরে নানারকম শিরক

ইসলামে কবর যিয়ারত করা জায়েয ও সুন্নাত-সমর্থিত। কিন্তু বর্তমানে কবর, বিশেষ করে পীর-অলী বলে কথিত লোকদের কবরকে কেন্দ্র করে মাযার নাম দিয়ে দীর্ঘকাল ধরে যা কিছু করা হচ্ছে, তা সম্পূর্ণ বিদ'আত, ইসলাম বিরোধী এবং সুস্পষ্ট শিরক।

যেমন ঃ মাযার বা কবরকে চুমু খাওয়া, কবরে হাত লাগানো, কবরে পশু জবেহ করা, কবরে ওরস করা, কবরে গিলাফ দেয়া, কবরে চান্দিনা টানানো, কবরে মানত করা, কবরে গিয়ে কান্না-কাটি করা, কবরে শায়িত ব্যক্তির কাছে কিছু চাওয়া, কবরে টাকা-পয়সা দেয়া, কবরে সিন্নি দেয়া, কবরে মোমবাতি জ্বালানো, কবরে আগরবাতি জ্বালানো, কবরে আতর-গোলাপ দেয়া, কবরে ফল-ফুল দেয়া, কবর বা মাযার থেকে ফেরার পথে উল্টো হয়ে ফেরা, কবরের চারিদিকে তাওয়াফ করা, কবরকে ভক্তি করা, কবর বা মাযারের ক্ষমতা আছে মনে করা ইত্যাদি সুস্পষ্ট বিদ'আত ও শিরক।

**সংশোধন ঃ** ইসলামী পরিভাষায় কোন কবরকেই মাযার বলা যাবে না। সেটা কোন নবী, রসূল, সাহাবা, ওলী-আউলিয়া বা কোন পীর-বুজুর্গের কবরই হোক না কেন। কবরকে মাযার বলা বিদ'আত। মদীনার বাকি কবরস্থানকে 'জান্নাতুল বাকি' বলাও বিদ'আত। কারণ রসূল (ﷺ) এই নামকরণ করেননি, এটি অতি উৎসাহি লোকেরা করেছে। সহীহ হাদীসগুলোতে এটি 'বাকি কবরস্থান' নামেই পরিচিত, 'জান্নাতুল বাকি' বলতে হাদীসে কিছু নেই।

## কবরস্থানে কুরআন পড়া নিষেধ

কবরস্থানে সূরা ফাতিহা, সূরা ইয়াসিন বা কুরআন পড়ার অনুমতি নেই। কারণ রসূল (ﷺ) অথবা তাঁর সাহাবীগণ কুরআন পড়েছেন বলে কোন প্রমাণ নেই। বিশেষ করে আয়িশা (রা.)-কে যখন জিজ্ঞাসা করা হলো কবরে গিয়ে কী পড়তে হবে? তিনি সালাম (শান্তির সম্ভাষণ) এবং দু'আ করতে বলেছিলেন। কিন্তু তিনি তাঁকে সূরা ফাতিহা পড়তে বলেননি। (আহকাম আল-যানাজ)

## কবরের দিকে মুখ ফিরিয়ে মুনাজাত করা নিষেধ

ইচ্ছাকৃতভাবে কবরের দিকে মুখ ফিরিয়ে মুনাজাত করতে রসূল (ﷺ) নিষেধ করেছেন। কারণ পরবর্তীতে অজ্ঞ লোকেরা এই ধরনের কাজকে স্বয়ং মৃতদের প্রতি উদ্দেশ্য করে প্রার্থনা করা বলে ধরে নিতে পারে। রসূল (ﷺ) বলেছেন, 'কবরের দিকে লক্ষ্য করে সলাত আদায় করিও না অথবা ঐগুলির উপর বসিও না।' (সহীহ মুসলিম, আবু-দাউদ, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ)

## কবরকে কেন্দ্র করে ওরস ও মেলা নিষেধ

কবরকে কেন্দ্র করে যে ওরস ও মেলা অনুষ্ঠিত হয় তা ইসলামে নিষিদ্ধ। আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণনা দেন যে, রসূল (ﷺ) বলেছেন, আমার কবরকে ঈদ (উৎসবের স্থান) অথবা তোমাদের গৃহকে কবরস্থান বানিও না এবং তোমরা যেখানেই থাক আমার জন্য আল্লাহর আশীর্বাদ চাও, কারণ তা আমার কাছে পৌঁছাবে। (আবু দাউদ, আহমাদ)

## মহিলাদের কবর যিয়ারত প্রসঙ্গে

কবর যিয়ারতকারী নারী ও কবরের উপর মাসজিদ নির্মাণকারীদের এবং কবরে যারা বাতি জ্বালায় তাদের প্রতি আল্লাহ তা'আলা লানত বর্ষণ করেছেন। (আবু-দাউদ, তিরমিযী, আন-নাসাঈ, ইবনে মাজাহ, আহমদ)

রসূল (ﷺ) শিরক ও বিদ'আতের আশংকায় মহিলাদেরকে কবর যিয়ারতে যেতে নিষেধ করেছেন। শুধু পুরুষদের ক্ষেত্রে অনুমতি দিয়েছেন।

## কবর যিয়ারতের উদ্দেশ্যে বিদেশ ভ্রমণ নিষেধ

কোন নবী বা ওলী বা কোনো নেককার লোকের কবর যিয়ারত করার উদ্দেশ্য বিদেশ ভ্রমণ করাও জায়েয নয়। এ পর্যায়ে সর্বপ্রথম দলিল হচ্ছে নবী করীম (ﷺ)-এর তীব্র ও জোরদার নিষেধ বাণী। তিনি বলেন ঃ

আল্লাহর নৈকট্য লাভমূলক সফর কেবল তিনটি মাসজিদ যিয়ারতের জন্য করা যাবে, তা হলো ঃ মাসজিদে হারাম (কাবা ঘর), মাসজিদে নববী, এবং মাসজিদে আকসা। এ ছাড়া আল্লাহর নৈকট্য লাভের উদ্দেশ্যে অপর কোনো স্থানের জন্যে সফর করবে না। (সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম, আবু-দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ)

## কোন মাযারের নিকট দু'আ করা শিরক

আমরা জানি আল্লাহ শিরকের গুনাহ কখনো ক্ষমা করবেন না। (সূরা নিসা ঃ ৪৮, ১১৬) কেউ শিরক করলে সে ইসলাম থেকে বের হয়ে যায় এবং তাকে আবার নতুন করে ইসলাম গ্রহণ করতে হয়। শিরকের সোজা সংজ্ঞা হচ্ছে স্রষ্টার কোন ক্ষমতা তার সৃষ্টির মধ্যে দিলেই তা হবে শিরক। যেমন আমরা যদি মনে করি কোন মাযার, ওলি বা পীর কাউকে অলৌকিকভাবে সাহায্য করতে পারেন তাহলেই তা হবে সুস্পষ্ট শিরক। তাই কোন মাযার বা পীর বা কোন ওলির নিকট কোন কিছু চাওয়া যাবে না এবং দু'আ করা যাবে না।

# কবরস্থানে গিয়ে দু'আ করার সঠিক নিয়ম

'যিয়ারত' আরবী শব্দ, এর অর্থ ভিজিট অর্থাৎ কোন স্থান পরিদর্শন করা। রসূল (ﷺ) আমাদেরকে কবর পরিদর্শনে কেন যেতে বলেছেন এবং গিয়ে কী করতে বলেছেন? প্রথম দিকে রসূল (ﷺ) মুসলিমদেরকে কবরে যেতে নিষেধ করেছিলেন কবরকে নিয়ে নানা রকম শিরক ও বিদ'আত সংঘটিত হওয়ার আশংকায়। পরবর্তীতে রসূল (ﷺ) পুরুষদেরকে কবর পরিদর্শন করতে অনুমতি দিয়েছেন কবরবাসির জন্য নয় বরং আমাদের নিজেদের জন্য আমরা যারা জীবিত আছি। কারণ কবরে গেলে আমাদের মৃত্যুর কথা স্মরণ হবে এবং আমরা আখিরাতের জন্য প্রস্তুতি নিতে পারবো। কবর যিয়ারত করা জায়েয কিন্তু তা করতে হবে শরীয়ত সম্মতভাবে। কবরস্থানে গিয়ে যেমন

শরীয়ত বিরোধী কোনো কাজ করা যাবে না, কোনো অবাঞ্ছিত কথাও বলা যাবে না। ইমাম নববী লিখেছেন ঃ 'যিয়ারতকারীর কর্তব্য কবরস্থানে উপস্থিত হয়ে প্রথমে সালাম করবে এবং কবরস্থ সকলের প্রতি মাগফিরাত, রহমত নাযিল হওয়ার জন্যে আল্লাহর নিকট দু'আ করবে।'

এছাড়া অতিরিক্ত হাত তুলে দু'আ করা যেতে পারে তবে খেয়াল রাখতে হবে যে আমরা যেন কবরমুখি হয়ে দু'আ না করি, দু'আ করতে হবে কিবলামুখি হয়ে একাকী, দলবদ্ধভাবে না, যার যার দু'আ সে সে একাকী করবে। এতে কবর যদি আমাদের পিছন দিকেও থাকে তাতে কোন অসুবিধা নেই, এমনকি মদীনায় রসূল (ﷺ)-এর কবরেও একই নিয়ম পালন করতে হবে। মনে রাখতে হবে মৃত ব্যক্তির জন্য দু'আ পৃথিবীর যে কোন জায়গা থেকে করলেই তিনি তার সওয়াব পাবেন। এছাড়া প্রত্যেক সলাতের শেষ বৈঠকে বাবা-মার জন্য দু'আ করতে বলা হয়েছে।

## যিয়ারতের সঠিক দু'আ

السَّلامُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الدِّيارِ مِنَ المؤْمِنينَ وَالْمُسْلِمين، وَإِنَّا إِنْ شاءَ اللهُ بِكُمْ لاحِقون، نَسْأَلُ اللهَ لنا وَلَكُمُ العافِيَة.

আসসালা-মু আলাইকুম আহলাদ্দিয়ারি মিনাল মু'মিনী-না ওয়াল মুসলিমী-ন, ওয়াইন্না- ইন্‌শা-আল্লাহু বিকুম লা-হিকূনা নাসআলুল্লাহা লানা- ওয়ালাকুমুল আ-ফিয়াহ।

অর্থ ঃ "হে মু'মিন মুসলিমদের গৃহবাসীগণ! আপনাদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক। আমরাও ইন্‌শাআল্লাহ আপনাদের সাথে অচিরেই মিলিত হব, আমরা আল্লাহ তা'আলার দরবারে আমাদের নিজেদের জন্য এবং আপনাদের জন্য নিরাপত্তা কামনা করি।" (সহীহ মুসলিম)

# বিদ'আত কী?

**বিদ'আতের সংজ্ঞা ঃ** যে সব ধরনের কাজ বা অনুষ্ঠান ইবাদাত বা সওয়াবের কাজ বলে কুরআন ও সহীহ হাদীস দ্বারা স্বীকৃত নয়, রসূল (ﷺ) নিজে যা কখনো করেননি বা কাউকে কখনো করতে বলেননি, তাঁর সাহাবাদের সময়ও

তা ইবাদাত হিসেবে প্রচলিত ছিলো না, এমন সব কাজ বা অনুষ্ঠানাদি সওয়াবের উদ্দেশে পালন করার নামই বিদ'আত।

বিদ'আত বলতে বুঝায় দ্বীন পরিপূর্ণ হওয়া সত্ত্বেও দ্বীনের মধ্যে পরিবর্তন আনা, নতুন কিছু ঢুকিয়ে দেয়া। যেমন একটি উদাহরণ দেয়া যাক ঃ খাওয়ার সময় বলতে হয় 'বিসমিল্লাহ' কিন্তু আমরা যদি ভাল মনে করে আর একটু বাড়িয়ে বলি 'বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম' তাহলেই সেটা হবে বিদ'আত। আবার যেমন, প্রত্যেক ফরয সলাতের পর ৩৩ বার করে 'সুবহা-নাল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহু আকবার' পড়তে হয় কিন্তু আমি ভাল মনে করে ৩৩ বারের জায়গায় যদি ৪০ বার করে নিয়মিত পড়ার প্রচলন করি তাহলেই সেটা হবে বিদ'আত।

আর এভাবে যদি ইসলামের বিভিন্ন বিষয়ে ভাল মনে করে যে যার মতো পরিবর্তন আনতে থাকে তাহলে আল্লাহ তাঁর রসূল (ﷺ)-এর মাধ্যমে আমাদের জন্য যে ইসলাম পাঠিয়েছেন একসময় এর অরিজিনাল অস্তিত্ব আর থাকবে না। তাই নিম্নের সূরা মায়িদার ৩ নং আয়াতে যে কোন ধরণের পরিবর্তনকে ব্যান্ড করে দেয়া হয়েছে। অর্থাৎ কোন প্রকার পরিবর্তন চলবে না, ইসলাম পরিপূর্ণ।

*"আজ তোমাদের জন্যে তোমাদের দ্বীনকে পরিপূর্ণ করে দিলাম, তোমাদের প্রতি আমার নিয়ামতকে সম্যকভাবে সম্পূর্ণ করলাম এবং তোমাদের জন্যে ইসলামকে দ্বীন হিসেবে পছন্দ করলাম--[মনোনীত করলাম]।" (সূরা আল মায়িদা ঃ ৩)*

**রসূল (ﷺ) বলেছেন**

- দ্বীনের ক্ষেত্রে প্রত্যেক নতুন আবিস্কৃত বিষয় বিদ'আত, প্রত্যেক বিদ'আতই গুমরাহী এবং প্রত্যেক গুমরাহীর পরিণাম হল জাহান্নাম। (সহীহ মুসলিম, তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ)
- যে ব্যক্তি আমাদের দ্বীনে কোন নতুন পদ্ধতি আনলো যা আমাদের দ্বীনে নেই তা গ্রহণ করা হবে না। (সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম)
- যে ব্যক্তি কোন বিদ'আতীকে সাহায্য করে, আল্লাহ তাকে লানত করেন। (সহীহ মুসলিম)

## বিদ'আতীর পরিণাম

*মহান আল্লাহ বলেন ঃ "(হে মুহাম্মাদ), আপনি বলে দিন, আমি কি তোমাদেরকে ক্ষতিগ্রস্ত আমলকারীদের সম্পর্কে খবর দেব? দুনিয়ার জীবনে যাদের সমস্ত আমল বরবাদ হয়েছে? অথচ তারা ভাবে যে, তারা সুন্দর আমল করে যাচ্ছে।" (সূরা আল কাহ্‌ফ ঃ ১০৩-১০৪)*

## হাজ্জ ও উমরাহ সংক্রান্ত বিদ'আত

১) প্রত্যেক তাওয়াফে বা সায়ীতে নির্দিষ্ট দু'আ পড়া।

২) মক্কা-মদীনা, আরাফা, মুযদালিফা, ওহুদের ময়দান, বদরের ময়দান-এ ধরনের জায়গার মাটি, গাছ, পাথর ইত্যাদি সংগ্রহ করে বরকতস্বরূপ দেশে নিয়ে যাওয়া।

৩) হাজ্জ বা উমরার সময় ছাড়া অন্য সময়ে মাথা কামানো সুন্নাত মনে করা।

৪) হাজ্জ করে নিজের নামের সাথে আলহাজ্জ উপাধি লাগানো।

৫) হাজ্জ করতে হবে ঘরে বসেই আর তা হবে রূহানী জগতের মাধ্যমে, এই ধরনের বিশ্বাস থাকা।

৬) পীরের কলবের ভিতরেই আছে কাবা। তাই পীরের সেবা করলেই হাজ্জ হয়ে যাবে, এসব কথায় বিশ্বাস করা।

৭) ঢাকার টঙ্গীর বিশ্ব ইজতেমাকে দ্বিতীয় হাজ্জ বলা বা মনে করা এবং ইহরামের কাপড় পরে সেখানে উপস্থিত হওয়া।

৮) ঢাকার টঙ্গীর বিশ্ব ইজতেমাকে গরিবের হাজ্জ মনে করা। (বিদ'আত এবং শিরক)

৯) ওহুদ পাহাড়ের মাটি এনে তা শিফা হিসেবে ব্যবহার করা বিদ'আত ও শিরক।

১০) যমযম কূপের পানি এনে তা আবার পীরসাহেব বা হুজুর কেবলা দ্বারা পানির মধ্যে ফুঁ দিয়ে তা বিশেষ কোন উদ্দেশ্যে দেয়া।

১১) পীর কেবলার অনুমতি না পেলে ফরয হাজ্জে যাওয়া যাবে না এই ধরনের আকীদা শিরক।

১২) সওয়াব পাওয়ার উদ্দেশ্যে (ক) কাবা শরীফ (খ) মাসজিদে নববী এবং (গ) মাসজিদে আকসা ছাড়া অন্য কোথাও সফর করা বিদ'আত।

## মক্কার কিছু কিছু স্থান যিয়ারতে সওয়াব মনে করা বিদ'আত

একইভাবে মক্কায়ও কিছু কিছু স্থান আছে আমরা হয়তো সেগুলো পরিদর্শনে যাবো। যেমন ঃ জাবালে নূর বা হিরা গুহা, ছুর পাহাড়, মক্কার কবরস্থান, মাসজিদে জিন, আব্দুল মুত্তালিবের বাড়ি ইত্যাদি। মনে রাখতে হবে, এগুলো আমি দেখতে যাবো শুধু টুরিষ্ট স্পট হিসেবে, কোন সওয়াবের উদ্দেশ্যে নয়। এখানে গিয়ে নফল সলাত আদায় করা বিদ'আত।

**সতর্কতা ঃ** রসূল (ﷺ) আরাফার ময়দানে যে পাহাড়ের পাদদেশে (জাবালে রহমাত) দাঁড়িয়ে বিদায় হাজ্জের ভাষণ দিয়েছিলেন, চিহ্ন হিসেবে সৌদি সরকার সেই স্থানে সিমেন্টের একটি পিলার বানিয়ে রেখেছেন। হাজীরা যখন সেখানে যান তখন অনেকেই এই পিলারকে ঘিরে নানা রকম শিরক এবং বিদ'আতী কাজ করে থাকেন। যেমন ঃ অনেকে নিয়্যত করে ঐ পিলারের গায়ে কিছু লিখেন, কেউ পিলারে চুমু খান, কেউ এই স্থানে দু'রাক'আত নফল সলাত আদায় করেন, কেউ মুনাজাত করেন, কেউ কান্না-কাটি করেন, কেউ পিলারের গায়ে মাথা ঠুকেন ইত্যাদি। মনে রাখতে হবে, এই সিমেন্টের পিলারের কোন স্পেশাল ফযীলত নেই। তাই এই ধরনের সকল কাজই সুস্পষ্ট শিরক এবং বিদ'আত।

## মদীনার সাত মাসজিদের যিয়ারত করা বিদ'আত

ভারত উপমহাদেশের মুসলিমগণ মদীনার সাত মাসজিদে ঘুরে ঘুরে সওয়াবের কাজ মনে করে যিয়ারত করেন, কিন্তু এটা সুস্পষ্ট বিদ'আত। এই সাতটি মাসজিদ টুরিষ্ট স্পট হিসেবে আমরা দেখতে যেতে পারি কিন্তু কিছুতেই মনে করা যাবে না যে এগুলো যিয়ারত করলে বা সেখানে গিয়ে দু'রাক'আত নফল সলাত আদায় করলে কোন অতিরিক্ত কিছু পাওয়া যাবে, কারণ এটা সহীহ হাদীস সমর্থিত নয়। তবে মাসজিদে কুবাতে গিয়ে সলাত আদায় করা সুন্নাহ যা রসূল (ﷺ) করতেন। রসূল (ﷺ) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি বাড়িতে ওযূ করে কুবা মাসজিদে গমন পূর্বক দু'রাক'আত সলাত আদায় করবে সে উমরার সওয়াব লাভ করবে। (ইবনু মাজাহ)

## কুরবানীকে কেন্দ্র করে প্রচলিত বিদ'আত

১) রসূল (ﷺ)-এর নামে কুরবানী করা।
২) হাজ্জে গিয়ে দু'টি কুরবানী অবশ্যই দিতে হবে মনে করা বিদ'আত।

৩) একই পশুতে কুরবানী ও আকিকার নিয়্যত করা।
৪) কুরবানীর সময় মুখে উচ্চারণ করে নিয়্যত করে পশু কুরবানী করা।
৫) কুরবানীর পশুর সামনে কার কার নামে কুরবানী করছে তাদের নামের তালিকা পাঠ করা এবং বিশেষ ক্ষেত্রে সেখানে রসূল (ﷺ)-এর নাম বসিয়ে দেয়া।
৬) কুরবানীর মাংস শুকিয়ে বা ফ্রিজে রেখে দিয়ে সওয়াবের কাজ মনে করে তা মহররম মাসে খাওয়া।

**বিশেষ নোট ঃ** রসূল (ﷺ)-এর নামে কুরবানী করা বিদ'আত এই জন্য যে এই কাজ তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর কোন মেয়ে, কোন স্ত্রী, কোন আত্মীয়-স্বজন বা চার খলিফার কোন একজন বা কোন সাহাবী বা কোন তাবীঈ বা কোন তাবে-তাবীঈ করেননি। যদি রসূল (ﷺ)-এর নামে কুরবানী করা যেত বা কোন সওয়াবের কাজ হতো, তাহলে তাঁরা অবশ্যই তা করতেন। যেহেতু তাঁরা কেউ সওয়াবের কাজ বা দ্বীন ইসলামের কাজ মনে করে করেননি, তাই এটা সুস্পষ্ট বিদ'আত।

## রসূল (ﷺ)-কে কেন্দ্র করে প্রচলিত বিদ'আত

১) রসূল (ﷺ)-কে সৃষ্টি না করলে দুনিয়াতে কোন কিছু সৃষ্টি হতো না এমন আক্বীদাহ পোষণ করে সওয়াবের আশা করা।
২) মাসজিদে নববীতে গিয়ে রসূল (ﷺ)-এর কবরের দিকে মুখ ফিরিয়ে মুনাজাত করা।
৩) রসূল (ﷺ)-এর নামে হাজ্জ অথবা উমরাহ করা।
৪) রসূল (ﷺ)-এর কবরের নিকটে না গিয়ে দূর হতে কবরের দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে সালাম দেয়া।
৫) রসূল (ﷺ)-এর কবরে বার বার গিয়ে যিয়ারতের অভ্যাস করা।
৬) অন্য কারো মাধ্যমে রসূল (ﷺ)-এর কবরে সালাম পাঠানো।
৭) সর্বদা কোন নির্দিষ্ট সময় বা নির্দিষ্ট দিনে রসূল (ﷺ)-এর কবর যিয়ারত করা।
৮) রসূল (ﷺ)-এর কবরে গিয়ে উচ্চস্বরে সালাম দেয়া।
৯) রসূল (ﷺ)-এর কবরের কাছে কান্নাকাটি করাকে সওয়াব মনে করা।
১০) ওয়াজ মাহফিলে নারায়ে রিসালাত বলে উচ্চস্বরে ইয়া রসূলুল্লাহ বলা।
১১) আজানের সময় রসূল (ﷺ)-এর নাম আসলে দুই বৃদ্ধাঙুলি দিয়ে দুই চোখের উপর লাগিয়ে চুমু খাওয়া।

১২) মাসজিদে নববীর সবুজ গম্বুজ দেখা মাত্রই দুরূদ ও সালাম পাঠ করা।

১৩) কোন ইসলামী মাহফিলের দু'আ, দুরূদ ও যিকরের সওয়াব রসূল (ﷺ)-এর কবর মদীনায়, সকল ওলিদের রুহে ও সকল মৃতদের কবরের দিকে পাঠিয়ে দেয়া।

১৪) সুন্নতী পোশাকের নামে বিশেষ ধরনের পোশাক পরা।

১৫) জস্নে জুলুস পালন করা। নিজেকে আশেকে রসূল বলে প্রচার করা।

১৬) বালাগাল উলা বি কামালিহি, কাশাফাদ্দুজা বি জামালিহি..... ইত্যাদি বলা শিরক এবং বিদ'আত। এটি ইরানের কবি শেখ সাদীর একটি কবিতা, এই কবিতায় কামালিহি অর্থাৎ কামালিয়াত আপত্তিকর শব্দ। এটা শুধু আল্লাহ তা'আলার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, রসূল (ﷺ)-এর ক্ষেত্রে হতে পারে না।

- রসূল (ﷺ)-কে অতি ভক্তি করে বা অতিরিক্ত প্রশংসা করে মানুষের বানানো উপাধী দেয়া বিদ'আত। যেমন- নূরে মুহাম্মাদ, নূর নবী মুহাম্মাদ, নূরে মদীনা, হুজুর পাক, নবী পাক (হলি প্রফেট), মাওলানা মুহাম্মাদ, হযরত মুহাম্মাদ ইত্যাদি।

- রসূল (ﷺ)-এর কবরকে "রওজা" বলা বিদ'আত। 'রওজা বা রাওদা' হচ্ছে বাগান, রাওদা শব্দ থেকে রিয়াদ। রসূল (ﷺ)-এর মূল মাসজিদকে বলা হয় 'রিয়াদুল জান্নাত' অর্থাৎ জান্নাতের বাগানসমুহের একটি বাগান।

- রসূল (ﷺ)-এর কবরের সামনে গিয়ে বাম হাতের উপর ডান হাত রেখে সলাতের মতো দাঁড়িয়ে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন এবং সালাম পেশ করা ঠিক নয়। ঐভাবে শুধু মহান আল্লাহর সামনেই দাঁড়াতে হয়।

- রসূল (ﷺ) ভূমিষ্ট হবার সময় বিবি হাওয়া, বিবি আছিয়া ও মরিয়ম উপস্থিত ছিলেন এই ধারণা ভুল এবং এই তথ্যের কোন কুরআন-হাদীসের দলিল নেই।

- ইয়া নবী বা ইয়া রসূল বা ইয়া হাবীব বলা যাবে না। 'ইয়া' আরবী শব্দ, এর অর্থ 'হে'। আরবী ভাষায় ইয়া বলে তাকেই সম্মোধন করা হয় যিনি কথা বলার সময় সামনে উপস্থিত থাকেন। যেহেতু নবী মুহাম্মাদ (ﷺ) মারা গেছেন এবং আমাদের সামনে উপস্থিত নেই সেহেতু ইয়া নবী বা ইয়া রসূল বলা যাবে না।

## মদীনার সবুজ গম্বুজ এর ইতিহাস

একসময় তুর্কীরা সৌদি আরব শাষণ করতো। তুরস্কের লোকদের ভিতরে প্রচুর শিরক এবং বিদ'আতী আকীদা ছিল। তাদের শাষণ আমলে তারা রসূল (ﷺ)-এর কবরের উপর বিদ'আতী সবুজ গম্বুজ তৈরী করেছে, কবরের উপর পাকা ছাদ দিয়েছে এবং মাসজিদে হারামে এবং মাসজিদে নববীতে নানা রকম বিদ'আতী কারুকার্য করেছে যার অনেকটা আজও বিদ্যমান। তাদের শাষণ আমল থেকে ২০ রাক'আত বিদ'আতী তারাবীহর সলাত চালু হয়েছে। ঐ সময় কাবার চারদিকে চারটি মাযহাবের আলাদা আলাদা জামা'আতে সলাত হতো। তাদের শাষণ আমল শেষ হওয়ার পরে এই চারটি জামা'আত বন্ধ হয়েছে এবং সৌদি আরব থেকে অনেক শিরক-বিদ'আতী প্রচলন ও নিদর্শন ধ্বংস করা হয়েছে কিন্তু বিদ'আতী সবুজ গম্বুজ আজো রয়ে গেছে।

## নতুন নতুন দুরূদের আবিস্কার করা এবং তা পড়া বিদ'আত

দুরূদ হাদীসের পরিভাষা নয় এবং আরবী শব্দও নয়, দুরূদ ফার্সি শব্দ। হাদীসের পরিভাষা হচ্ছে সলাত ও সালাম পড়া। কুরআনের সূরা আহযাব (৩৩)-এর ৫৬ নম্বর আয়াতে আল্লাহ নবী মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর উপর সলাত (আশীর্বাদ) ও সালাম (শান্তি) প্রার্থনা করার আদেশ দিয়েছেন। যাহোক, আমরা সলাতের মধ্যে যে দুরূদটা পড়ে থাকি তাকে বলা হয় দুরূদে ইব্রাহীম যা রসূল (ﷺ) তাঁর উম্মতদেরকে দিয়ে গেছেন সহীহ হাদীসের মাধ্যমে।

কিন্তু এই দুরূদের পরেও বাজারে আরো অনেক রকম দুরূদের ছড়াছড়ি দেখা যায় অথচ কোন সহীহ হাদীসে এদের কোন অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায় না। যেমন ঃ দুরূদে হাজারী, দুরূদে লাখী, দুরূদে তাজ, দুরূদে শিফা, দুরূদে তুনাজ্জিনা, দুরূদে কুমকুম, দুরূদে হাবিবি ইত্যাদি। তথাকথিত হুজুররা দাবী করেন রসূল (ﷺ) স্বপ্নে অথবা স্বশরীরে মদীনা থেকে বাংলা, উর্দু বা হিন্দিতে নানা রকম দুরূদ বাংলাদেশী, পাকিস্তানী বা ইন্ডিয়ান পীর হুজুরদের নিকট সাপ্লাই দিচ্ছেন (নাউযুবিল্লাহ)। মানুষের বানানো এই সকল বিদ'আতী দুরূদ থেকে আমাদের সাবধান থাকতে হবে।

**সহীহ দুরূদ ঃ** রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি আমার উপর একবার সলাত (দুরূদ) পাঠ করে, আল্লাহ তাকে দশটি রহমত দান করেন। (সহীহ মুসলিম) নিয়মিত পাঠ করার জন্য হাদীস সম্মত সহীহ দুরূদটি পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেয়া হলো ঃ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى إِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ إِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ، اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى إِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ إِبْرَاهِيْمَ، إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ

*আল্লা-হুম্মা সল্লি 'আলা মুহাম্মাদিওঁ ওয়া'আলা- আ-লি মুহাম্মাদ, কামা সল্লাইতা 'আলা- ইব্‌রহীমা ওয়া 'আলা- আ-লি ইবরহীমা ইন্নাকা হামীদুম মাজী-দ, আল্লা-হুম্মা বারিক 'আলা- মুহাম্মাদিওঁ ওয়া 'আলা- আ-লি মুহাম্মাদ, কামা বা-রক্‌তা 'আলা- ইবরহীমা ওয়া 'আলা- আ-লি ইব্‌রহীমা ইন্নাকা হামীদুম মাজী-দ।*

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! তুমি মুহাম্মাদের প্রতি রহমত বর্ষণ কর, তাঁর সম্মান, মর্যাদা ও প্রশংসা বৃদ্ধি কর। তাঁর অনুসারী বংশধরদের প্রতিও অনুরূপ কর, যেমনটি করেছিলে তুমি ইবরাহীম ও তাঁর অনুসারী বংশধরদের প্রতি। নিশ্চয়ই তুমি প্রশংসনীয় ও সম্মানীয়। হে আল্লাহ! তুমি মুহাম্মাদ ও তাঁর অনুসারী বংশধরদের বরকত (কল্যাণ) দান কর, যেমন বরকত দান করেছিলে ইবরাহীম ও তাঁর অনুসারী বংশধরদের। নিশ্চয়ই তুমি প্রশংসনীয় ও সম্মানীয়। (সহীহ বুখারী)

## অন্যান্য বিদ'আত

১) উমরী কাযা সলাত পড়া বিদ'আত। (কাযা সলাত বলতে কুরআন-হাদীসে কিছুই নেই)

২) সফরে ক্বসর না পড়ে নিয়মমত সলাত পড়া। (তবে জামা'আতে হলে জামা'আতকেই অনুসরণ করতে হবে)

৩) সফরে দুই ওয়াক্ত সলাত একত্রে না পড়া।

৪) কবরকে 'মাযার' বলা। যেমন ঃ শাহজালালের মাযার, শাহপরাণের মাযার ইত্যাদি।

৫) মদীনার বাকী কবরস্থানকে 'জান্নাতুল বাকী' বলা বিদ'আত। এটা ইরানের সিয়াদের দেয়া নাম।

৬) মদীনার বাকী কবরস্থানে যাদেরই কবর হবে তারা জান্নাতে যাবে, এধারণাও বিদ'আত।

৭) যমযমের পানি শিফা হিসেবে কোন রোগের জন্য পানি পড়া হিসেবে পড়ে দেয়া বিদ'আত।

৮) হাজ্জের সাদা কাপড়গুলো যমযমের পানি দিয়ে ধুয়ে রেখে দেয়া এবং কবরের আজাব লাঘবের উদ্দেশ্যে কাফনের কাপড় হিসেবে ব্যবহার করা বিদ'আত।

৯) অনেকে তাওয়াফ শেষের দুই রাক'আত সলাত দীর্ঘ করেন। অতঃপর সলাত শেষে বসে দীর্ঘ মুনাজাতে লিপ্ত হন। এটি একেবারেই সুন্নাহ বিরোধী কাজ।

১০) অনেকে মনে করেন মাসজিদুল হারামে প্রবেশের পর প্রথমে দুই রাক'আত তাহ্ইয়াতুল মাসজিদ পড়ে তারপর তাওয়াফ করতে হবে। এটা ভুল। আগে তাওয়াফ করে তারপর দুই রাক'আত নফল সলাত আদায় করতে হয়। এটাই তাহ্ইয়াতুল মাসজিদের জন্য যথেষ্ট হবে।

১১) অনেকে বিদায়ী তাওয়াফ শেষ করে ফেরার সময় কাবা ঘরের দিকে মুখ করে কবর পূজারীদের মত পিছন দিকে হেঁটে বের হন, এটা বিদ'আত।

১২) বিভিন্ন নামে নামে তাওয়াফ করা। যেমন- মায়ের নামে, ছেলের নামে ইত্যাদি বিদ'আত।

১৩) মাসজিদে নববীর খুঁটিকে 'হানড়বা খুঁটি' 'আয়িশা খুঁটি' ইত্যাদি মনে করে জড়িয়ে ধরে কান্নাকাটি করা ও এসব এর উসীলায় দু'আ করা বিদ'আত।

১৪) আলী মাসজিদ, আবুবকর মাসজিদ ইত্যাদিতে বরকত মনে করে সলাত আদায় করা বিদ'আত।

১৫) ফাতিমা রাদিআল্লাহু আনহার কবুতর মনে করে গম ছিটানো বিদ'আত।

## হাজরে আসওয়াদ সম্পর্কে সতর্কতা

আবেস ইবনে রাবীআ রাদিআল্লাহু আনহু উমর রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি (উমর) হাজরে আসওয়াদের কাছে এসে তাতে চুমু দিয়ে বললেন, আমি জানি তুমি একটি পাথর বৈ কিছু নও। তুমি কারো অনিষ্ট করতেও পার না, আবার উপকার করতেও সক্ষম নও। যদি আমি নবী (ﷺ)-কে তোমায় চুমু দিতে না দেখতাম তাহলে আমি কখনো তোমায় চুমু দিতাম না (সহীহ বুখারী)

তাই মনে রাখতে হবে হাজরে আসওয়াদের কোন ক্ষমতা নেই। হাজরে আসওয়াদের নিকট কিছু চাওয়া যাবে না, চাইলে হবে শিরক। হাজরে আসওয়াদে চুমু দেয়া সুন্নাহ। হাজরে আসওয়াদে মুখ লাগিয়ে চুমু দিতে পারলেই উত্তম। তবে প্রচন্ড ভিড়ের মধ্যে ঠেলাঠেলি করে, অন্যকে কষ্ট দিয়ে, যুদ্ধ করে ধাক্কাধাক্কি করে হাজরে আসওয়াদে গিয়ে চুমু দেয়ার কোন মানে নেই। এতে সওয়াব তো দূরের কথা বরং গুনাহগার হতে হবে। আর মহিলাদের তো প্রশ্নই উঠে না। তাই এই ভিড়ের মধ্যে দূর থেকে হাত দ্বারা ইশারা করবো কিন্তু ইশারাকৃত হাতে চুমু দেবো না।

## অন্য কারো মাধ্যমে রসূল (ﷺ)-এর কবরে সালাম পাঠানো বিদ'আত

হাজ্জে যাওয়ার আগে একটা common চিত্র আমরা সকলের নিকট থেকে পাবো আর তা হচ্ছে যখন-ই কেউ শুনবে যে আমি হাজ্জে যাচ্ছি তখন সে আমাকে বলবে "ভাই আমার সালাম রসূল (ﷺ)-এর কাছে পৌঁছে দিবেন।" মনে রাখতে হবে, অন্য কারো মাধ্যমে রসূল (ﷺ)-এর কবরে সালাম পাঠানো সুস্পষ্ট বিদ'আত। কারণ কোন সাহাবী এটা করেননি। কেউ যখন দূর থেকে রসূল (ﷺ)-কে সালাম দেন বা দুরূদ পাঠ করেন তখন তা ফিরিশতাদের মাধ্যমে পৌঁছানো হয়। (আবু দাউদ, নাসাঈ)

তাই কোন ব্যক্তির মাধ্যমে তাঁর কাছে সালাম পাঠানোর প্রয়োজন নেই। আমার দায়িত্ব হবে যখন কেউ আমাকে সালাম পৌঁছানোর কথা বলবেন তখন

আমি খুব সুন্দর করে তাকে বিষয়টা বুঝিয়ে দিবো যেন তিনি মনে কষ্ট না পান বা ভুল না বুঝেন।

## মদীনায় ৪০ ওয়াক্ত সলাত আদায় করা ওয়াজিব মনে করা বিদ'আত

মদীনা যাওয়া বা যিয়ারত করা হাজ্জের কোন অংশ নয়। এটা আমার ইচ্ছা, আমি হাজ্জ করতে এসে মদীনায় চাইলে যেতে পারি অথবা নাও যেতে পারি। হাজ্জ, উমরাহ অথবা যিয়ারতে এসে মদীনা শরীফে ৮ দিনে ৪০ ওয়াক্ত সলাত আদায় করা ওয়াজিব মনে করা বিদ'আত। কোন সহীহ হাদীসে এর কোন প্রমাণ নেই। তবে সওয়াবের উদ্দেশ্যে শুধু পৃথিবীর তিন জায়গা যিয়ারত করা যাবে, যথা ঃ মক্কার মাসজিদে হারাম, মদীনার মাসজিদে নববী এবং জেরুজালেমের মাসজিদে আকসা এবং সেই সূত্র ধরে আমি মদীনার মাসজিদে নববী যিয়ারত করতে পারি। কারণ অনেকে অনেক দূর দেশ থেকে মক্কায় হাজ্জ করতে আসেন এবং সেই সাথে মদীনাও পরিদর্শন করে যান। তবে পরিষ্কার মনে রাখতে হবে, আমি মদীনায় না গেলে আমার হাজ্জের কোন প্রকার ক্ষতি হবে না এবং হাজ্জের সাথে মদীনার কোন সম্পর্ক নেই।

কেউ আবার ভুল না বুঝি। এই আলোচনায় মাসজিদে নববীর কোন মর্যাদা ক্ষুন্ন করা হচ্ছে না। শুধু বিষয়টা সকল হাজ্জ যাত্রী ভাই ও বোনের নিকট পরিষ্কার করা হচ্ছে। কারণ আমাদের ভারত উপমহাদেশে এই বিষয়ে অর্থাৎ মদীনায় ৮ দিনে ৪০ ওয়াক্ত সলাতের উপর প্রচন্ড গুরুত্ব দেয়া হয় এবং ওয়াজিব মনে করা হয়। মদীনায় ৮ দিনে ৪০ ওয়াক্ত কেন আমি আরো বেশী দিন অবস্থান করে ১৬ দিনে ৮০ ওয়াক্ত সলাতও আদায় করতে পারি তাতে সওয়াবও বেশী হবে। সেখানে সলাত আদায় করার ব্যাপারে কোন দিন বা ওয়াক্ত নির্দিষ্ট নেই। আমি যতো ইচ্ছে তত আদায় করতে পারি। তবে সেটা ওয়াজিব বলে বিশ্বাস করাটা বিদ'আত।

## আরাফা নিয়ে আজগুবি গল্প!!

আরাফা নিয়ে বাজারে কিছু গল্প প্রচলিত রয়েছে, যার সহীহ হাদীসের কোন ভিত্তি নেই। অনেক হুজুররা সেই গল্প হাজীদেরকে আরাফায় গিয়ে খুব গুরুত্বসহকারে শুনিয়ে থাকেন। যেমন ঃ 'আল্লাহ আদম (আ.)-কে এই আরাফায় ক্ষমা করে দিয়েছিলেন। কারণ আদম (আ.) জান্নাত থেকে বিতারিত হওয়ার পর দীর্ঘ দিন ধরে ক্ষমার জন্য আল্লাহর নিকট কান্নাকাটি করছিলেন কিন্তু আল্লাহ ক্ষমা করছিলেন না। একদিন তিনি মুহাম্মাদ (ﷺ)-

এর নাম উচ্চারণ করছিলেন, তখন আল্লাহ তাকে জিজ্ঞেস করলেন তুমি এই নাম কিভাবে জানলে? তখন আদম (আ.) উত্তরে বলেছিলেন আমি যখন জান্নাতে ছিলাম তখন সেখানে লিখা দেখেছি। তখন নাকি আল্লাহ সেই নামের উসিলায় আদম (আ.)-কে ক্ষমা করে দিয়েছিলেন।' এই ধরণের বানোয়াট গল্পের কোন ভিত্তি নেই। কে যে এই গল্প বানিয়েছে আল্লাহই ভাল জানেন! এই ধরণের আকীদা (বিশ্বাস) শিরক এবং বিদ'আতের অন্তর্ভুক্ত।

## গ্রুপের সাথে তাওয়াফ ও স্লোগান বিদ'আত

তাওয়াফের সময় দেখা যায় বিভিন্ন গ্রুপ দল বেঁধে তাওয়াফ করছেন। তাদের টিম লীডার মিছিলের স্লোগানের মতো এক লাইন এক লাইন করে কোন দু'আ উচ্চস্বরে বলছেন, আর তার সাথে সাথে সুর মিলিয়ে গ্রুপের অন্যেরাও এক সাথে তা বলছেন, এই ধরনের কাজ বিদ'আত। এভাবেই তারা তাওয়াফে দু'আর ক্ষেত্রে টিম লীডারের উপর নির্ভরশীল। গ্রুপের লোকেরা হয়তো এই সকল দু'আর অর্থও ঠিক মতো জানেন না, অর্থাৎ নিজেরা আল্লাহর কাছে কী চাচ্ছেন তা নিজেরাই জানেন না। হ্যাঁ, যারা লেখা-পড়া জানেন না অথবা বৃদ্ধ/বৃদ্ধা অথবা মনে রাখতে পারেন না অথবা স্মরণশক্তি কম তারা হয়তো এভাবে অন্যের উপর নির্ভর করতে পারেন। নিজের দু'আ নিজেরই করা উত্তম, অর্থটা জেনে নিয়ে দু'আ করাটা আরো উত্তম।

## হাজ্জ করতে গিয়ে একাধিক উমরাহ করা এবং বিভিন্ন নামে নামে তাওয়াফ করা বিদ'আত

**একাধিক উমরাহ ঃ** ইন্ডিয়া, পাকিস্তান ও বাংলাদেশের মুসলিমদের মধ্যে প্রচলিত আছে যে হাজ্জ করতে গিয়ে বাবার নামে, মায়ের নামে, শ্বশুর-শাশুড়ীর নামে, ভাই-বোনদের নামে এবং অন্যান্য নিকট আত্মীয়-স্বজনদের নামে একাধিক উমরাহ করা। আমরা হয়তো না জানার কারণে কাজটি করে থাকি। এই কাজটি করা সহীহ হাদীস ভিত্তিক কিনা সে ব্যাপারে আমাদের হুজুররা কিছু তো বলেনই না বরং তারাই মূলতঃ উৎসাহিত করেন। বারে বারে একাধিক উমরাহ করা সত্যিকার অর্থে সহীহ হাদীসের কোথাও কোন দলিল নেই। আল্লাহর রসূল (ﷺ) হাজ্জের সময় তার জীবনে একবারই উমরাহ করেছিলেন। তাই আমরাও হাজ্জ করতে গিয়ে বিভিন্ন নামে নামে একাধিক উমরাহ করতে পারবো না। এই কাজ করলে তা হবে সুস্পষ্ট বিদ'আত। হাজ্জ করতে গিয়ে বিভিন্ন নামে নামে একাধিক উমরাহ করা কোন

সাহাবীদের জীবনীতেও পাওয়া যায় না। যদি কাজটি ইসলামে জায়েয হতো তাহলে অবশ্যই সাহাবারা করতেন। তাই হাজ্জ করতে গিয়ে বারে বারে আয়িশা মাসজিদে গিয়ে ইহরাম বেঁধে এসে একাধিক উমরাহ করা গুনার কাজ। কিছু ট্যাক্সি ড্রাইভার পয়সার লোভে মানুষকে বোকা বানিয়ে আয়িশা মাসজিদে নিয়ে যায় ইহরাম বাঁধার জন্য। হাজ্জ এজেন্সিগুলোও তাদের হাজ্জীদের খুশী করার লক্ষ্যে মিথ্যা দলিলের রেফারেন্স দিয়ে বলে থাকে যে আত্মীয়-স্বজনের নামে একাধিক উমরাহ করা যায়।

**একাধিক তাওয়াফ ঃ** একইভাবে নানা জনের নামে একাধিকবার কাবা ঘর তাওয়াফ করাও ইসলামে জায়েয নেই। কারণ আল্লাহর রসূল (ﷺ) এবং সাহাবারা বিভিন্ন নামে নামে কখনো তাওয়াফ করেননি। তবে কারো নামে নামে নয়, অবসর সময়ে কাবা ঘর তাওয়াফ করা সওয়াবের কাজ এবং আল্লাহর রসূল নিজে এই কাজ করেছেন এবং অন্যদেরকে করতে উৎসাহ দিয়েছেন। বিষয়টি আরও পরিষ্কার করা যাক। অবশ্যই কাবা ঘর একাধিকবার নফল তাওয়াফ করা যাবে তবে কারো নামে নামে নয়। নফল তাওয়াফ করতে হবে ইহরামের সাদা কাপড় ছাড়া সাধারণ পোশাকেই। হ্যাঁ, আমাদের মনে একটি অতৃপ্তি থেকে যায় যে, আহারে বাবা-মায়ের জন্য যদি কিছু করতে পারতাম। যেহেতু কাজটি সওয়াবের তাই সন্তান করলে অবশ্যই সদকায়ে জারিয়া হিসেবে তার সওয়াব বাবা-মা এমনিতেই পাবেন। মনে রাখতে হবে নেক সন্তান যতো ভাল কাজ করবে বাবা-মা তার সওয়াব পাবেন। আর তাওয়াফ করার সময় অনেক দু'আ করা যায় এবং করতে হয়। তাই আমি যাদের নামে তাওয়াফ করার নিয়্যত করেছিলাম তাদের নামে তাওয়াফ না করে তাদের জন্য প্রচুর দু'আ করতে পারি। হাজ্জ করতে গিয়ে যারা নানা জনের নামে বার বার উমরাহ ও তাওয়াফ করেন একজন মুসলিমের ঈমানী দায়িত্ব হিসেবে আমাদের উচিত তাদের সতর্ক করা এবং ইসলামের সঠিক ম্যাসেজ প্রচার করা।

## ইবলিস (শয়তান)-এর পলিসি থেকে সাবধানতা

ইবলিস (শয়তান)-এর পলিসি হচ্ছে মুসলিমদেরকে কুরআনের সঠিক শিক্ষা থেকে দূরে সরিয়ে রাখা, কুরআনের সঠিক ব্যাখ্যা বুঝতে না দেয়া। কারণ আমি যদি কুরআন বুঝে সেই অনুযায়ী আমার জীবন পরিচালনা করতে থাকি তাহলে সেখানেই ইবলিস (শয়তান)-এর ব্যর্থতা। তাই শয়তান সুকৌশলে মানুষকে বোকা বানানোর জন্য বেছে নিয়েছে কুরআনকেই কিন্তু ভিন্ন উপায়ে।

যেমন ঃ খুব সহজে কিভাবে কিছু দু'আ-দুরূদ পড়ে জান্নাত লাভ করা যাবে, কোন দু'আ কত হাজার বার পড়লে কী হবে, কোন দুরূদ কাগজে লিখে পানিতে ভিজিয়ে ভিজিয়ে খেলে রোগ মুক্তি হবে ইত্যাদি ইত্যাদি। এই ধরনের আমলের কোন সহীহ দলিল কুরআন বা সহীহ হাদীসে নেই। বাজারে এই ধরনের অনেক বই-ই পাওয়া যায়, যেমন ঃ মক্বুছুদুল মোমিনীন, বেহেশতের পথ, নেয়ামুল কুরআন, আমলে নাজাত, আমালে কুরআন, সোলেমানী খাবনামা, নূরানী মজমুয়ায়ে পাঞ্জেগানা অজিফা, ফাজায়েলে আমল, বেহেস্তী জেওর, বার চান্দের ফজিলত ইত্যাদি। তাই এই ধরনের ভিত্তিহীন বই-পত্র, অজিফা এবং মানুষের বানানো দুরূদ হতে খুব সাবধান।

ইবলিস (শয়তান) আমাদের অনেক প্রকার সওয়াবের লোভ দেখায়, জান্নাতে যাওয়ার সহজ পথ দেখায়। সে বলে এই দু'আ ৪০ বার পড়লে ৮০ বৎসরের গুনাহ মাফ হয়ে যাবে, ঐ দুরূদ এতোবার পড়লে ১ লক্ষ ফিরিশতা কিয়ামত পর্যন্ত দু'আ করতে থাকে। এসব কথা শুনে আমরা বলি 'সুবহানাল্লাহ', এর ফযীলত এতো! এর মাধ্যমে প্রকারান্তরে গুনাহের প্রতি মানুষের ভয় কমিয়ে দেয়া হচ্ছে, অপরাধ প্রবণতা বেড়ে যাচ্ছে। তখন মানুষ মনে করে ২-৪টা গুনাহ করলে কী আর ক্ষতি হবে? অমুক দু'আ পড়লে তো ৮০ বছরের গুনাহ মাফ হয়েই যাবে। এভাবে শয়তান অসচেতন লোকদেরকে লক্ষ লক্ষ সওয়াবের লোভ দেখিয়ে ইসলামের মূল শিক্ষা থেকে দূরে সরিয়ে রাখে।

## Authenticity:

মনে রাখতে হবে আমি আমার জীবনে ইবাদাত মনে করে যা কিছু করবো তা অবশ্যই কুরআন অথবা সহীহ হাদীসে থাকতে হবে। কেউ যদি আমাকে কোন স্পেশাল দু'আ-দুরূদ বা কোন মহাপূণ্যের আমলও শিখিয়ে দেন তাহলে অবশ্যই তার authentic দলিল চাইতে হবে অথবা আমাকে নিজে কুরআন ও সহীহ হাদীস ঘেঁটে তা অবশ্যই যাচাই করে নিতে হবে। বাজারে অনেক দু'আ-দুরূদের বই পত্র পাওয়া যায় তার মধ্যে বেশীর ভাগই authentic না।

শেষ অধ্যায়ে কুরআন ও সহীহ হাদীস থেকে কিছু authentic দু'আ এখানে উল্লেখ করা হয়েছে যা আমি হাজ্জ পালনের সময় আমল করতে পারি, ইন্‌শাআল্লাহ। তবে হাজ্জের নিয়্যত এবং তালবিয়া অর্থসহ মুখস্ত করে নেয়া উচিত। এই দু'আগুলো রসূল (ﷺ) করেছেন এবং এগুলো সুন্নাহ, করতে পারলে খুবই ভাল কিন্তু না পারলেও হাজ্জ ঠিকই হবে। কারণ দু'আ-দুরূদ হাজ্জের কোন ফরয অংশ নয়। এই সকল দু'আ ছাড়া আমি আমার মনের

ইচ্ছামতো আল্লাহর কাছে বিভিন্ন সময় মন যা চায় তা চাইতে পারি। কারণ অনেক সময় বয়স হয়ে যাওয়ার কারণে এইসমস্ত দু'আ মুখস্ত করা সম্ভবপর হয়ে উঠে না।

আর একটা জিনিস সবসময় খেয়াল রাখতে হবে যে আমি যখন যা আরবীতে পড়ছি বা বলছি তার অর্থটা যেন আমার মনের মধ্যে থাকে, অবশ্যই অর্থটা এখানে বেশী গুরুত্বপূর্ণ। কারণ অর্থই যদি না বুঝি তাহলে আল্লাহর কাছে কী চাইছি তা তো নিজেই জানি না এবং তার প্রতি অন্তর থেকে ভাবও প্রকাশ পাবে না। যদি কোন দু'আ আরবীতে নাও বলতে পারি তাহলে শুধু অর্থটা বাংলায় নিজের ভাষায় নিজের মতো করে মহান আল্লাহর কাছে বলতে পারি। উচ্চারণের ব্যাপারে আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে, যে কোন দু'আসমূহ আরবী টেক্স্ট দেখে পড়তে পারলে উচ্চারণও শুদ্ধ হবে।

অবাক হবার কথা যে, বাজারে হাজ্জের উপর প্রচুর বইপত্র পাওয়া যায় যার বেশীরভাগই authentic না। অর্থাৎ এগুলো ১০০% কুরআন ও সহীহ হাদীসের উপর ভিত্তি করে লিখা নয়। ঐসব বইয়ে অনেক কাজকর্মকে হাজ্জের অংশ হিসেবে জুড়ে দেয়া হয়েছে যা আদৌ হাজ্জের অংশ নয়। হাজ্জের ব্যাপারে আমাদের দেশের বইপত্রে অনেক নিয়ম-কানুন বা কথা প্রচলিত আছে যা জাল এবং দুর্বল হাদীসের উপর ভিত্তি করে লেখা হয়েছে। বাংলাদেশ, ইন্ডিয়া এবং পাকিস্তানের বিভিন্ন ইমাম বা আলেমগণ হাজ্জের গ্রুপ নিয়ে মক্কা-মদীনায় যান কিন্তু দ্বীন সম্পর্কে সঠিক জ্ঞানের অভাব থাকার কারণে তারা সহীহভাবে হাজ্জের সমস্ত কাজকর্ম সম্পন্ন করেন না। তারা তাদের টিম নিয়ে গতানুগতিকভাবে হাজ্জ করে চলে আসেন এবং হাজ্জের সাথে অনেক শিরক এবং বিদ'আতী কাজও করে ফেলেন। তাই এই বিষয়ে খুব সাবধান থাকতে হবে।

## হাজ্জ সংক্রান্ত প্রচলিত জাল ও দুর্বল (যঈফ) হাদীস থেকে সাবধানতা

হাদীস শাস্ত্রের বিস্তীর্ণ ভুবনে কতিপয় স্বার্থান্বেষী মিথ্যাবাদী ইসলাম-বিদ্বেষী লোকদের চক্রান্তের ফলে জাল হাদীসের অনুপ্রবেশ ঘটে। জাল হাদীসগুলোকে চিহ্নিত করে হাদীস শাস্ত্রকে নির্ভেজাল ও নিখুঁত রাখতে ইসলামিক স্কলারগণ যুগযুগ ধরে গবেষণা করে যাচ্ছেন। যেমন ঃ যিনদীক ও মুনাফিক সম্প্রদায় ১৪ হাজার হাদীস জাল করেছিল। তাদের মধ্যে আবদুল করিম ইবনে আবুল আওযা নিজে স্বীকার করেছে যে সে ৪ হাজার হাদীস জাল করেছে। এদের মধ্যে আরো একজন মুহাম্মাদ বিন সাঈদ ইবনে হাসান

আল আসাদী আরো ৪ হাজার হাদীস জাল করেছে। ইমাম নাসাঈ বলেন ঃ মিথ্যা হাদীস রচনায় খ্যাত ছিল চার জন। তারা হলো- মদীনায় ইবনে আবি ইয়াহইয়া, বাগদাদে ওয়াকেদী, খোরাসানে মাকাতেল বিন সুলাইমান এবং সিরিয়ায় মুহাম্মাদ বিন সাঈদ মাছলুব।

সকলের অবগতির জন্য জানাচ্ছি যে, সহীহ বুখারী এবং সহীহ মুসলিম ছাড়া বাকি অন্যান্য যে হাদীস গ্রন্থগুলো আছে যেমন ঃ জামে আত তিরমিযী, ইবনে মাজাহ, সুনানে আবু দাউদ, সুনানে আন নাসাঈ, আহমদ, বাইহাকী ইত্যাদি সবগুলোর মধ্যেই কিছু জাল ও যঈফ হাদীস রয়েছে। সেই সাথে আরো দুঃখের বিষয়, আমাদের দেশে 'মিশকাত শরীফ' নামে সংকলিত যে হাদীসগ্রন্থটি মাদ্রাসার সিলেবাসভুক্ত পাঠ্য হিসেবে পড়ানো হয় তার মধ্যে শত শত হাদীস রয়েছে যা জাল এবং যঈফ।

নিম্নে হাজ্জ সংক্রান্ত কিছু প্রচলিত জাল ও দুর্বল (যঈফ) হাদীস তুলে ধরা হলো যা আমরা এবং আমাদের দেশের অনেক আলেমগণ খুব পূণ্যের কাজ মনে করে হাজ্জের সময় পালন করে থাকি। এই তালিকার বাইরেও হাজ্জ সংক্রান্ত আরো অনেক জাল ও যঈফ হাদীস রয়েছে।

১. মাসজিদে নববীতে এক রাক'আত সলাত মাসজিদুল হারাম ছাড়া অন্য মাসজিদের পঞ্চাশ হাজার রাক'আত সলাত অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। (দুর্বল/যঈফ হাদীস)

২. প্রত্যেক দুর্বলের জন্যে হাজ্জ হলো জিহাদ। (দুর্বল/যঈফ হাদীস)

৩. যে ব্যক্তি প্রতি সপ্তাহে বাইতুল্লাহর তাওয়াফ করে এবং মাকামে ইব্রাহীমে দু'রাক'আত সলাত পড়তঃ যমযমের পানি পান করে তার যতো গুনাহ থাক আল্লাহ তা মাফ করে দিবেন। (হাদীসটি জাল/মওজু)

৪. যে ব্যক্তি বৃষ্টির দিনে বাইতুল্লাহর তাওয়াফ করে, প্রত্যেক ফোঁটার বিনিময়ে তার একটি নেকী লেখা হয় এবং অন্য একটি গুনাহ মিটিয়ে দেয়া হয়। (হাদীসটি জাল/মওজু)

৫. যখন ইব্রাহীম আলাইহিস সালাম হাজ্জের জন্যে আহবান করলেন তখন সৃষ্টজীব তার আহবানে সাড়া দেয়। যে একবার সাড়া দিয়েছে সে একবার আর যে দু'বার সাড়া দিয়েছে সে দু'বার হাজ্জ করবে। (হাদীসটি মুনকার/পরিত্যাজ্য/বাতিল)

৬. প্রতি বৎসর ৬ লাখ লোক হাজ্জ করার জন্যে আল্লাহ তা'আলা এই ঘরের সাথে ওয়াদা করেছেন। কম হলে আল্লাহ ফিরিশতা দ্বারা তা পূর্ণ করেন। (হাদীসটির কোন উৎস নেই)

৭. হাজী সাহেব তার ঘর থেকে বের হলেই সে আল্লাহর হিফাযতে চলে যায়। সে তার হাজ্জ সম্পন্ন করার আগে মারা গেলে আল্লাহ তা'আলা তার আগের ও পরের সব গুনাহ মাফ করে দেন। এ রাস্তায় একটি দিরহাম ব্যয় করা ৪ কোটি দিরহাম ব্যয় করার সমান। (হাদীসটি বানোয়াট/জাল)

৮. হাজীদের ফযীলত সম্পর্কে যদি লোকেরা জানতো তাহলে তারা হাজীদের পা পর্যন্ত ধুয়ে দিত। (হাদীসটি মওজু/বানোয়াট/জাল)

৯. যে হাজ্জ অথবা উমরাহ আদায় করতে গিয়ে মারা যায়, তার কোন প্রতিবন্ধকতা থাকবে না এবং হিসাব নিকাশও হবে না। তাকে বলা হবে জান্নাতে প্রবেশ কর। (হাদীসটি জাল/মওজু)

১০. যে ব্যক্তি একজন হাজী সাহেবকে ৪০ কদম পর্যন্ত এগিয়ে দিল তারপর তার সাথে মুয়ানাকা করে বিদায় দান করলো, উভয়ের পৃথক হওয়ার সাথে সাথেই আল্লাহ তার গুনাহ মাফ করে দেন। (হাদীসটির সনদে জালকারী রাবী [বর্ণনাকারী] আছে)

১১. যে ব্যক্তি ভালো করে ওযূ করে সাফা ও মারওয়ার মধ্যবর্তী স্থানে দৌড়ে, আল্লাহ তা'আলা তার প্রতিটি কদমের বিনিময়ে ৭০ হাজার মর্যাদা দান করেন। (হাদীসটির সনদে মিথ্যাবাদী ও দু'জন মাজরূহ রাবী [বর্ণনাকারী] রয়েছে)

১২. একজন বান্দার উদরে যমযমের পানি ও জাহান্নামের অগ্নি কখনো একত্রিত হতে পারে না। কোন বান্দা বাইতুল্লাহর তাওয়াফ করলে আল্লাহ তা'আলা তার প্রতিটি কদমের বিনিময়ে এক লাখ সওয়াব দান করেন। (হাদীসটির সনদে মিথ্যাবাদী রাবী রয়েছে)

১৩. যে ব্যক্তি মক্কা ও মদীনার কোন এক জায়গায় মারা যাবে তার জন্যে আমার সুপারিশ করা ওয়াজিব হয়ে যায় এবং সে ব্যক্তি কিয়ামতের দিন শান্তিতে হাযির হবে। (হাদীসটি জাল/বানোয়াট/মওজু)

১৪. যে আমার কবর যিয়ারত করলো তার জন্যে আমার শাফায়াত ওয়াজিব হয়ে যায়। (হাদীসটি যঈফ)

১৫. যে আমার কবর যিয়ারত করবে আমি তার জন্যে শাফায়াতকারী হয়ে যাবো। আর যে আমার ও ইব্রাহীমের একই বৎসরে যিয়ারত করবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। (হাদীসটি জাল/মওজু)

১৬. যে আমার কবর যিয়ারত করলো সে যেন আমার জীবিতাবস্থায়ই যিয়ারত করলো। (হাদীসটি যঈফ)

১৭. যমযমের পানি ভোগের আহার এবং রোগীর শিফা। (হাদীসটির সনদে যঈফ রাবী [বর্ণনাকারী] রয়েছে)

১৮. যে হাজ্জ করলো অথচ আমার যিয়ারত করলো না সে আমাকে খামুশ করে দিল। (হাদীসটি মওজু/জাল)

১৯. যে আমার মৃত্যুর পর আমার যিয়ারত করবে সে যেন আমার জীবদ্দশায়ই যিয়ারত করলো। আর যে ব্যক্তি মক্কা কিংবা মদীনায় মৃত্যুবরণ করলো সে কিয়ামত দিবসে নিশ্চিন্তে উত্থিত হবে। (হাদীসটি মিথ্যা/জাল/বানোয়াট)

২০. যে ব্যক্তি মদীনায় গিয়ে আমার যিয়ারত করবে সে কিয়ামত দিবসে আমার পাশে থাকবে। (হাদীসটি মিথ্যা/জাল/বানোয়াট)

২১. যে ব্যক্তি মক্কা ও মদীনার মাঝপথে হাজ্জ কিংবা ওমরা করা অবস্থায় মারা যাবে হাশরের মাঠে তার কোন হিসাব দিতে হবে না এবং তার কোন আযাবও হবে না। (হাদীসটি যঈফ)

২২. উমরাহ করার অনুমতি চাইলে তিনি তাঁকে অনুমতি দেন এবং বলেন ঃ "হে আমার ভাই! তোমার দু'আতে আমাদেরও শরীক করবে, আমাদের কথা ভুলে যেও না।" (যঈফ; আবু দাউদ)

২৩. যখন আরাফার দিনের বিকাল হয় তখন আল্লাহ তা'আলা প্রথম আসমানে অবতরণ করে আরাফায় অবস্থানকারীদের দেখে বলেন ঃ আমাকে যিয়ারতকারী এবং আমার ঘরের দিকে দলে দলে আগমনকারীদেরকে আমার অভিনন্দন। আমার ইজ্জতের কসম অবশ্যই আমি তোমাদের নিকট অবতরণ করব আর তোমাদের মজলিসে আমি নিজে সমবেত হব। (আল্লাহ) আরাফায় অবতরণ করবেন অতঃপর তাদেরকে তাঁর ক্ষমার

দ্বারা ছেয়ে ফেলবেন আর তারা অত্যাচার করা ছাড়া যা চাইবে তাদেরকে তিনি তাই দান করবেন। (আল্লাহ) বলবেন ঃ হে আমার ফিরিশতারা, আমি তোমাদেরকে সাক্ষী রেখে বলছি ঃ অবশ্যই আমি তাদের ক্ষমা করে দিয়েছি। এরূপ অবস্থা বিরাজ করতে থাকবে সূর্য অস্ত যাওয়া পর্যন্ত। ..... । (হাদীসটি জাল/মওজু)

২৪. হাজ্জ ও উমরার যাত্রীগণ আল্লাহর প্রতিনিধি দল। তারা তাঁর নিকট দু'আ করলে তিনি তাদের দু'আ কবুল করেন এবং তাঁর নিকট ক্ষমা চাইলে, তিনি তাদের ক্ষমা করেন। (হাদীসটি যঈফ/দুর্বল)

২৫. তোমরা হাজ্জ কর, কারণ হাজ্জ গুনাহগুলোকে ধুয়ে ফেলে যেরূপ পানি ময়লাগুলোকে ধুয়ে ফেলে। (হাদীসটি জাল/মওজু)

২৬. আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিআল্লাহু আনহু সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবীগণ হারাম এলাকায় পায়ে হেঁটে ও নগ্ন পায়ে প্রবেশ করতেন আর বাইতুল্লাহ তাওয়াফসহ হাজ্জেও যাবতীয় অনুষ্ঠান খালি পায়ে ও পায়ে হেঁটে সম্পন্ন করতেন। (হাদীসটি যঈফ/দুর্বল)

২৭. ইবনে উমার রাদিআল্লাহু আনহু সূত্রে বর্ণিত। নবী করীম (ﷺ) ইহরাম অবস্থায় সুগন্ধিবিহীন যাইতূনের তেল মাথায় মাখতেন। (সনদ দুর্বল)

২৮. আইয়্যাশ ইবনে আবী রাবীআহ মাখযূমী রাদিআল্লাহু আনহু সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন ঃ এই উম্মাত যতদিন পর্যন্ত এই হারাম শরীফের যথাযোগ্য মর্যাদা দিবে ততদিন তারা কল্যাণের মধ্যে থাকবে। কিন্তু যখন তারা এর মর্যাদা বিনষ্ট করবে, তখন তারা ধ্বংস হবে। (হাদীসটি যঈফ/দুর্বল)

২৯. আনাস ইবনে মালিক রাদিআল্লাহু আনহু সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন ঃ ওহূদ একটি পাহাড়, সে আমাদেরকে ভালবাসে, আমরাও তাকে ভালবাসি। এটি জান্নাতের টিলাসমূহের একটির উপর অবস্থিত। আর আইর পাহাড় জাহান্নামের টিলাসমূহের একটির উপর অবস্থিত। (হাদীসটি যঈফ/দুর্বল)

৩০. ইবনে আব্বাস রাদিআল্লাহু আনহু সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি মক্কায় রমাদান পেল এবং সিয়াম পালন করলো এবং যথাসাধ্য 'ইবাদাত করলো- মহান আল্লাহ তাকে এর বিনিময়ে একলক্ষ রমাদান মাসের নেকি প্রদান করবেন, অন্যস্থানের

তুলনায়। আর তাকে প্রতি দিনের জন্য একটি গোলাম এবং প্রতি রাতের জন্য একটি গোলাম মুক্ত করার নেকি লিখে দিবেন, প্রতি দিনের পরিবর্তে আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধের জন্য একটি ঘোড়া দানের সমপরিমাণ নেকি, প্রতি দিনের জন্য একটি নেকি এবং প্রতিটি দিনের জন্য একটি পুণ্য প্রদান করবেন। (যঈফ/দুর্বল)

৩১. আবূ সাঈদ খুদরী রাদিআল্লাহু আনহু সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম (ﷺ) ও তাঁর সাহাবীগণ মদীনা হতে মক্কায় পায়ে হেঁটে হাজ্জ করেছেন এবং তিনি বলেছেন ঃ "নিজেদের কোমরে পরিধেয় বস্ত্র বেঁধে নাও। তিনি (ﷺ) কিছুটা দ্রুত গতিতে পথ চলেছেন। (হাদীসটি যঈফ/দুর্বল)

**বিশেষ অনুরোধ ঃ** শিরক ও বিদ'আত নিয়ে আমরা যেন কোন প্রকার তর্কে জড়িয়ে না যাই এবং একে অপরে তর্ক করে সম্পর্ক নষ্ট না করি। কারণ ইসলামে ভ্রাতৃত্ববোধ খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এই বিষয়ে কোন কথাই নিজের মনগড়া বলা হয়নি। যারা এই সকল কাজকর্ম না জানার কারণে সওয়াবের কাজ মনে করে দীর্ঘদিন যাবত আমল করে আসছেন তাদের জন্য হয়তো এগুলো ত্যাগ করা খুবই কষ্টকর। কিন্তু হতাস হওয়ার কিছু নেই। কারণ এই কাজগুলো না করলে তো গুনাহগার হচ্ছেন না। কিন্তু করলে গুনাহগার হওয়ার সম্ভাবনা আছে। তাই যা ইসলামে নেই সেই আমল করে কেনইবা এই রিস্ক নিতে যাবো? দ্বীন-ইসলাম হচ্ছে Mathemetics-এর মতো পরিষ্কার। Mathemetics-এ যেমন 10+10 = 20 হয় অথবা $a^2+2ab+b^2 = (a+b)^2$ হয় তেমনি ইসলামেও গোজামিল দেয়ার কোন অবকাশ নেই। জীবন পরিচালনার জন্য যা যা প্রয়োজন তা সরাসরি কুরআন ও সহীহ হাদীসে রয়েছে। আর যা প্রয়োজন নেই তা সেখানে নেই। কোন কাজ যতোই পূণ্যের বা সওয়াবের কাজ বলে মনে হোক না কেন যদি তা কুরআন ও সুন্নাহে না থাকে আর সেই কাজ যতো বড় বুজুর্গ বা অলি'র দ্বারাই সংগঠিত হোক না কেন, তা ইসলামের অংশ নয়।

## Spiritual Alertness

আমরা মানুষ, আমাদের নানা রকম দুর্বলতা থাকে, যা আমাদের রক্তের সাথে মিশে আছে। রিয়া এমন এক কবীরা গুনাহ যা সম্পর্কে আমাদের অবশ্যই সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। রিয়া আমাদের অনেক ভাল আমল বা ফরয

ইবাদাতকে নষ্ট করে দিতে পারে। ইবাদাতের ক্ষেত্রে যদি কোন প্রকার রিয়া হয়ে যায় তাহলে সেটা শিরকে পরিণত হয়ে যাবে। যারা হাজ্জে যান তাদের মধ্যে বেশীরভাগই প্রকৃতরূপে হাজ্জ করতে যান কিন্তু সতর্কতার অভাবে নিজের অজান্তেই কিছু ভুল হয়ে যায়। নিচে কিছু বাস্তব উদাহরণ তুলে ধরা হলো। তবে কেউ যেন ভুল না বুঝি, এই উদাহরণগুলো হয়তো সবার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয় তবে একটু খেয়াল করলেই দেখবো যারা হাজ্জে যাচ্ছি বা হাজ্জ থেকে ফিরে এসেছি তাদের কারো কারো কাজকর্মের সাথে এখানে বর্ণিত এই বাস্তব চিত্রের অনেক মিল রয়েছে। অবশ্য আমাদের এই আলোচনার উদ্দেশ্যই হচ্ছে সকলের purification বা আত্মশুদ্ধি সেই সাথে তাকওয়ার মান বৃদ্ধি করা, কাউকে ছোট বা হেয় করা নয়।

মনে রাখতে হবে যে, হাজ্জ সলাত-সিয়ামের মতোই একটি ফরয ইবাদাত। আমরা যারা নিয়মিত সলাত আদায় করি সেটা যেমন কারো নিকট প্রকাশ করি না বা আমরা যারা রমাদান মাসে সিয়াম পালন করি সেটাও যেমন প্রকাশ করি না বা প্রচার করি না, তেমনি হাজ্জের বিষয়টাও তাই। হাজ্জে যাওয়ার আগে বা হাজ্জ থেকে ফিরে আসার পরও এটা প্রচারের কোন বিষয় নয়। হাজ্জের পূর্ণ ফায়দা হাসিল করার ইচ্ছা থাকলে নিম্নে বর্ণিত কাজ বা ব্যবহার থেকে দূরে থাকাটা খুবই জরুরী।

**সতর্কতা ১ ঃ** আমি এবার হাজ্জে যাচ্ছি এটা মানুষের নিকট কোন না কোনভাবে সরাসরি হোক আর আকার ইংগিতে হোক তা প্রকাশ করা।

**সতর্কতা ২ ঃ** যিনি একবার হাজ্জ করেছেন তিনি কোন না কোনভাবে প্রকাশ করেন যে তিনি দ্বিতীয়বার বা তৃতীয়বার হাজ্জে যাচ্ছেন।

**সতর্কতা ৩ ঃ** আমি এবার হাজ্জে যাচ্ছি এটা প্রকাশের মাধ্যমে অন্যের নিকট থেকে এক প্রকার সম্মান বা ভালোবাসা আশা করা।

**সতর্কতা ৪ ঃ** একই ঘটনা হাজ্জ থেকে ফিরে এসেও। যেমন কোন আলোচনায় কোন না কোনভাবে প্রকাশ করার চেষ্টা করা যে আমি এবার হাজ্জ করে এসেছি।

**সতর্কতা ৫ ঃ** হাজ্জ থেকে ফিরে এসেও সকলের নিকট থেকে এক প্রকার সম্মান, ভালোবাসা বা সহানুভূতি আশা করা এবং সবাই যেন মনে করে আমি একজন পরহেজগার লোক।

**সতর্কতা ৬ ঃ** সবাইকে বলা "আলহামদুলিল্লাহ, আমি পাঁচবার হাজ্জ করেছি এবং সামনের বছর আবার যাচ্ছি, ইন্‌শাআল্লাহ" ।

**সতর্কতা ৭ ঃ** আবার পুরো পরিবার নিয়ে হাজ্জে যাচ্ছি এই মেসেজটা খুব জোর দিয়ে প্রকাশ করা বা হাজ্জের জন্য এতো এতো টাকা খরচ করছি তা প্রকাশ করা বা Five Star হোটেলে থাকছি ইত্যাদি প্রকাশ করার চেষ্টা করা ।

**সতর্কতা ৮ ঃ** তৃপ্তির ঢেকুর তোলা যে, আলহামদুলিল্লাহ আমি খুব অল্প বয়সে হাজ্জ করেছি এবং সামনের বছর আবার যাচ্ছি ।

**সতর্কতা ৯ ঃ** যারা আমেরিকা, ক্যানাডা, ইউরোপ, সিংগাপুর, অষ্ট্রেলিয়া অর্থাৎ উন্নত দেশ থেকে হাজ্জে যান তারা মক্কা বা মদীনায় বাংলাদেশ থেকে আসা হাজীদের নিকট গর্বের সাথে বলে ফেলেন যে, আমি তো অমুক দেশ থেকে এসেছি এবং ঐ ফাইভ স্টার হোটেলে উঠেছি (আমাদের জন্য স্পেশাল এরেঞ্জমেন্ট ইত্যাদি, ইত্যাদি) ।

**সতর্কতা ১০ ঃ** হাজ্জে যাওয়া উপলক্ষে বিভিন্ন বাসায় দাওয়াতের একটা হিড়িক পড়ে যায় এবং এই দাওয়াতের মাধ্যমেও এক প্রকার প্রচার হচ্ছে । দাওয়াতের ব্যাপারে আরো একটি বিষয় খেয়াল করা প্রয়োজন যে, আমার পরিচিতজন কেন আমাকে হাজ্জে যাওয়া উপলক্ষে দাওয়াত খাওয়াচ্ছেন? কারণ আমি হাজ্জে যাচ্ছি তাই তারা আমাকে অধিক গুরুত্ব দিচ্ছেন? আমাকে স্পেশাল মনে করছেন? আমাকে খুব পরহেজগার বা পূণ্যবান মনে করছেন? এটা মোটেও ঠিক না । মনে রাখতে হবে আমি এখানে স্পেশাল কিছুই করছি না, শুধু আল্লাহর ফরয হুকুম পালন করতে যাচ্ছি । হয়তো কারো কারো ক্ষেত্রে এই ফরয আরো অনেক আগেই আদায় করা উচিত ছিল, এখন তা অনেক দেরীতে পালন করার জন্য বরং অনুতপ্ত হওয়া উচিত ।

**সতর্কতা ১১ ঃ** মক্কা-মদীনায় অনেক সময় দেখা যায় স্বামী-স্ত্রী হাত ধরাধরি করে হাটছেন বা ঘোরাঘুরি করছেন । যদিও স্বামী-স্ত্রী তথাপি এই পরিবেশে এই দৃশ্য দৃষ্টিকটু । তাই এই কাজ জনসম্মুক্ষে না করাই উত্তম ।

## কেউ কাউকে ভুল না বুঝি

আমরা ক্ষমা চাচ্ছি, আমাদেরকে কেউ ভুল বুঝবেন না । আমাদের ইবাদাতের মান উন্নত করা এবং আল্লাহর সাথে সত্যিকার সম্পর্ক তৈরী করার উদ্দেশ্যেই সতর্ক করা হয়েছে মাত্র । আমরা খুব গভীরভাবে যদি চিন্তা করি, উপরের এই

চিত্রগুলো কোন না কোনভাবে আমাদের কারো না কারো সাথে মিলে যাচ্ছে। তাই আমাদের এই বিষয়ে অধিক সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত। হয়তো অনিচ্ছা সত্ত্বেও সতর্কতার অভাবে কারো কারো ক্ষেত্রে রিয়া হয়েও যেতে পারে। মনে রাখতে হবে আমি হাজ্জ সম্পন্ন করে আল্লাহর একটি ফরয ইবাদাত পালন করছি, এখানে স্পেশালিটি কিছুই নেই। আর একটি ব্যাপার থাকে যে, অনেকে পরিচিতজন থেকে নিজের ভুলত্রুটির জন্য ক্ষমা চাই, এটাই স্বাভাবিক। আর ক্ষমা চাইতে গিয়ে এক প্রকারের প্রচারের মধ্যে জড়িয়ে যেন না যাই, সে দিকেও লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন।

আসলে সব কিছুর মূলে হচ্ছে তাকওয়া। এই তাকওয়াটি কী? হাজ্জে যাওয়ার আগে আমাদের সকলের তাকওয়ার উপর সঠিক জ্ঞান অর্জন করা খুবই প্রয়োজন। যারা হাজ্জে যাচ্ছেন তাদের প্রতি আমাদের বিশেষ অনুরোধ তারা যেন আমাদের প্রকাশিত "তাকওয়া" নামের বইটি সংগ্রহ করে অবশ্যই পড়ে নেন, ইন্‌শাআল্লাহ। তাহলে দেখা যাবে যে হাজ্জে গিয়ে প্রতিটি কাজ করে বেশী তৃপ্তি পাওয়া যাচ্ছে, কারণ তখন তাকওয়ার ব্যাপারে সবাই সচেতন থাকবেন। মহান আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

*"তোমরা পাথেয় সঞ্চয় কর। সর্বোত্তম পাথেয় হচ্ছে তাকওয়া। আর হে বিবেকবানেরা, একমাত্র আমাকেই ভয় কর।" (সূরা আল বাকারা ঃ ১৯৭)*

তাকওয়া সকল ইবাদাতের মূল। ঈমানী জীবনের প্রকৃত রূপ ও এর সৌন্দর্য পরিস্ফুটন হয় তাকওয়ার গভীরতার উপর। যার তাকওয়া যত উন্নতমানের তার জীবন হয় তত সুন্দর ও ঈমানী নূরে আলোকিত। আল কুরআনের সর্বত্রই মু'মিনদের গুণাবলী উল্লেখ করার সময় আল্লাহ রব্বুল আলামীন তাকওয়া শব্দটি ব্যবহার করেছেন।

ঈমানদারের সকল কার্যক্রমের পরিচালিকা শক্তি হলো এই তাকওয়া। সকালে ঘুম থেকে উঠার পর থেকে রাতে ঘুমাতে যাওয়া পর্যন্ত একজন ঈমানদারের দিন-রাত ২৪ ঘন্টার যাবতীয় কর্মসূচী প্রণীত হয় এই তাকওয়ার উপর ভিত্তি করে। কেবল কর্মসূচী প্রণয়নই নয়, এর সফল বাস্তবায়নের পদ্ধতিও তাকওয়ার উপর নির্ভরশীল। দয়া করে গতানুগতিকভাবে অন্য আর আট-দশ জনের মতো হাজ্জ পালন করে না আসি। হাজ্জে যাওয়ার আগে একটু সিরিয়াস হই। হয়তো আমি খুব ব্যস্ত, তারপরও এই ব্যস্ততার মধ্য থেকেও প্রতিদিন একটু করে সময় বের করে নিয়ে আসি সঠিক জ্ঞান অর্জনের জন্য, সহীহভাবে হাজ্জ করার জন্য, জীবনকে অর্থপূর্ণ করার জন্য।

ষষ্ঠ অধ্যায়

# সকল ইবাদাত বুঝে করি

## হাজ্জে যাওয়ার আগে কিছু পড়াশোনা এবং ভিডিও দেখা জরুরী

যারা সত্যিকার অর্থে বুঝে হাজ্জ পালন করতে ইচ্ছুক তাদের উচিত সৌদি আরব যাওয়ার আগে রসূল (ﷺ)-এর বিস্তারিত জীবনী পড়ে নেয়া। যদি সম্ভব হয় বই সাথে নিয়ে যাওয়া এবং হাজ্জে গিয়ে মক্কার ঘটনাবলী মক্কায় বসে পড়া এবং মদীনার ঘটনাবলী মদীনায় বসে পড়া। এছাড়া যাওয়ার আগে মক্কা-মদীনার উপর এবং অন্যান্য নবীদের জীবনীর উপর ভিডিও ডকুমেন্টারী দেখে নেয়া। ইউটিউব-এ এধরনের কিছু বাংলা এবং ইংলিশ ডকুমেন্টারী ও মুভি রয়েছে।

আরো যদি সম্ভব হয় তাহলে সাহাবীদের জীবনীও পড়ে নেয়া। কারণ রসূল (ﷺ)-এর জীবনীর সথে সাহাবাদের জীবনীও জড়িত। আমি যখন মক্কা-মদীনার বিভিন্ন জায়গাগুলো ঘুরে বেড়াবো তখন আমার কাছে ঐ স্থানগুলো জীবন্ত মনে হবে। ইতিহাস জানা থাকার কারণে আমার কাছে মনে হবে আমার রসূল (ﷺ) তো এই রাস্তা দিয়েই হেঁটেছেন, এই স্থানে যুদ্ধ করেছেন, এই স্থানে বিশ্রাম নিয়েছেন ইত্যাদি ইত্যাদি। এখানে কিছু বই এবং ডিভিডির নাম দেয়া হলো।

## রসূল (ﷺ)-এর জীবনী ঃ

- আর-রাহীকুল মাখতুম - আল্লামা ছফিউর রহমান মোবারকপুরী
- The Sealed Nectar - Allama Safiur Rahman Mubarakpuri

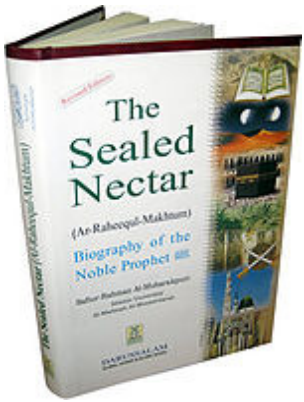


- রসূল (ﷺ)-এর জীবনী এবং ইসলামের ইতিহাস জানার জন্য 'দি ম্যাসেজ' মুভিটি দেখতে পারি এবং সন্তানদের কার্টুন মুভি সংগ্রহ করে দিতে পারি ।

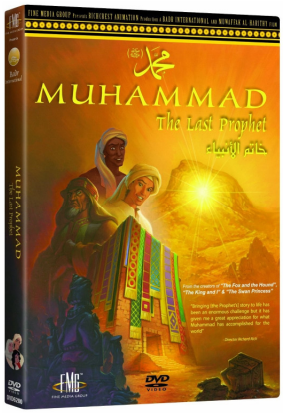


DVD অথবা ইউটিউবে সার্চ দিলেই এগুলো পাওয়া যাবে ।

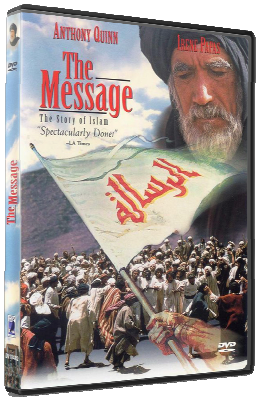


## সাহাবীদের জীবনী

- আসহাবে রাসূলের জীবন কথা (১ম ও ৬ষ্ঠ খন্ড) - আব্দুল মাবুদ

## অন্যান্য নবীদের জীবনী

- ইবনে কাসীর • ড. আসাদুল্লাহ আল গালিব

## মক্কা ও মদীনার ইতিহাস

- আল্লামা ছফিউর রহমান মোবারকপুরী - দারুসসালাম পাবলিশার্স

## ভিডিও ডকুমেন্টারী

- নবীর দেশে আয় • নবী-রসূলদের স্মৃতি-বিজড়িত স্থান • কুরআনের ভূমি

## হাজ্জ এবং মাসজিদে নববীর উপর লেকচার

- YouTube - Shaykh Motiur Rahman Madani
- YouTube - Dr. Abdullah Jahangir
- YouTube - Dr. Mohammad Salah, Sheikh Assim Al Hakeem

**আল কুরআনে ইব্রাহীম আলাইহিস সালামের বিস্তারিত ঘটনা ঃ** আমরা নিম্নে উল্লেখিত সূরাগুলোর তাফসীর অধ্যয়ন করে বিস্তারিত জানতে পারি ।

| সূরা | আয়াত | সূরা | আয়াত |
|---|---|---|---|
| সূরা বাকারা (২) | ১৯৪-২০৩ | সূরা হাজ্জ (২২) | ২৬-৩৮ |
| সূরা হুদ (১১) | ৬৯-৭৬ | সূরা শুআরা (২৬) | ৬৯-৮৯ |
| সূরা ইব্রাহীম (১৪) | ৩৫-৪১ | সূরা আনকাবুত (২৯) | ১৬-২৭ |
| সূরা মারইয়াম (১৯) | ৪১-৫০ | সূরা সাফফাত (৩৭) | ৮৩-১১৩ |
| সূরা আম্বিয়া (২১) | ৫১-৭৩ | | |

## আমাদের হাজ্জ সেমিনারে অংশগ্রহণ

সম্মানিত হাজ্জ যাত্রী ভাই-বোনদের জন্য প্রতি বছর রমাদানের পর টরন্টো ইসলামিক সেন্টার Practical oriented এবং Audio visual পদ্ধতি অবলম্বনে হাজ্জ সংক্রান্ত বিষয়ে শিক্ষামূলক special Training এবং Powerpoint presentation-এর আয়োজন করে থাকে। যারা হাজ্জে যাওয়ার নিয়্যত করেছি বা ভবিষ্যতে যাবো তারা সপরিবারে এই ব্যতিক্রমধর্মী সেমিনারে অংশগ্রহণ করতে পারি। আশা করি এই সেমিনারে অংশগ্রহণ করে আমরা সহীহভাবে হাজ্জ এবং উমরাহ সম্পাদনে উপকৃত হবো ইন্‌শাআল্লাহ। এই সেমিনারের বাইরেও যদি কেউ ব্যক্তিগতভাবে হাজ্জ, উমরাহ এবং দ্বীন ইসলামের যেকোন বিষয় সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে চান তাহলেও সে সাদরে আমন্ত্রিত। হাজ্জ সংক্রান্ত পাউয়ার পয়েন্ট পেজেন্টেশন এবং বাংলা ও ইংরেজী গাইড বই আমাদের ওয়েব সাইট থেকে ফ্রী ডাউনলোড করতে পারেন। www.themessagecanada.com

# সকল সমস্যার মূল হচ্ছে আংশিক বা ভুল ঈমান

## ঈমানের স্বচ্ছ ধারণা

মানব জীবনের যে গুরুত্বপূর্ণ দিক নিয়েই আলোচনা-পর্যালোচনা বা গবেষণা শুরু করা হোক তা প্রভাবিত হবে ঈমানী জ্ঞানের সঠিক উপলব্ধি (knowledge & understanding) ও জ্ঞানের গভীরতার উপর। যে কোন সমস্যা সমাধানে কিছু মৌলিক নীতিমালা মেনে চলতে হয়। মানব-সমস্যা বিশ্লেষণে ঈমানকে সামনে রেখেই যাবতীয় সূত্র, বিধি ও সমাধান হওয়ার নীতিমালা মেনে চলা কল্যাণকর। এর বাইরে যে সমাধানেরই চেষ্টা করা হোক তা হবে আংশিক, অপূর্ণাঙ্গ ও ক্ষণস্থায়ী। কারণ এতে সবচাইতে বড় ফ্যাক্টর ঈমানকে অগ্রাহ্য করে নিজের অজান্তে মানুষের ক্ষতি ডেকে আনা হয়। ফলে মানুষ কোন বিষয়ে আজ এক কথা বলে তো কাল আরেক সূত্র আবিষ্কার করে। আর ঈমান মানে আল্লাহর উপর অগাধ বিশ্বাস, মানুষের কল্যাণের জন্য তিনি যে মৌলিক বিধি বিধান পাঠিয়েছেন তার উপরও সমভাবে বিশ্বাস স্থাপন। এটিই ঈমানের গুরুত্বপূর্ণ দাবী।

আমরা যদি মানব জীবনের মৌলিক বিষয়ে (যেমন ঃ এর শিক্ষাব্যবস্থা, অর্থনৈতিক নীতিমালা, শ্রমনীতি, সমাজ ও রাষ্ট্রগঠন, অপরের কল্যাণ কামনা, পরিবার গঠন ইত্যাদি) যদি কোন আধুনিক ও যুগোপযোগী সমাধান বের করতে চাই তাহলে সেগুলির ব্যাপারে আল্লাহর কোন নির্দেশনা আছে কিনা তা অবশ্যই শুরুতেই দেখে নিতে হবে। কারণ তা না হলে আমাদের ঈমান যে কেবল প্রশ্নের মুখোমুখি হবে তা নয় বরং আল্লাহর নির্ভুল নির্দেশ অমান্য করে যে কর্মসূচি গ্রহণ করা হবে তা হবে পুরো মানবজাতির উপর যুলুমের শামিল।

## আংশিক বা ভুল ঈমান

ঈমানদারগণের সকল ব্যক্তিগত ও সামষ্টিক ব্যর্থতার জন্য দায়ী আংশিক বা ভুল ঈমান। ঈমানের প্রকৃত সংজ্ঞা, ঈমানের দাবী, এর ভিত্তি, ঈমানের শাখা-প্রশাখা, ঈমান বৃদ্ধির উপায়, ঈমানকে সতেজ রাখার উপকরণ ইত্যাদি বিষয়ে জ্ঞানের অভাব একজন ঈমানদারের ইহকাল ও পরকালকে চরমভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করে। এ বিষয়ে ভুল জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তির বৈশিষ্ট্য সমাজকে সংক্রামিত করে, রাষ্ট্রীয় চরিত্রের উপরও এর ক্ষতিকর ছাপ ফেলে। ঈমানের বুঝ ও গভীরতার উপর নির্ভর করে মানুষের আচার-আচরণ ও সারাদিনের কর্মতৎপরতা। ফলে একজন ঈমানদার কবির লেখনী অন্য যে কোন কবির লেখনী হতে

সুস্পষ্টভাবে ভিন্ন হবে। সঠিক ঈমানের অধিকারী মন্ত্রী আর অপর মন্ত্রীদের কর্ম খুব সহজেই ভিন্ন হবে। একজন ঈমানদার ট্যাক্সি ড্রাইভার আরেকজন ঈমান বিহীন ট্যাক্সি ড্রাইভারের চরিত্র-বৈশিষ্ট্য সম্পূর্ণ আলাদা হবে।

## ঈমানদারদের করণীয়

একজন ব্যক্তি মুসলিম হওয়ার পর তার সর্বপ্রথম দায়িত্ব ঈমানের পূর্ণতার দিকে অগ্রসর হওয়া। ঈমানদারদের উপর আল্লাহর হক (অধিকার) কী কী তা জেনে নেয়া। জীবনের গতির সঠিক লক্ষ্য ঈমানের আলোকে ঠিক করে নেয়া, সফলতা ও ব্যর্থতার মাপকাঠি আল্লাহর দেয়া সংজ্ঞার আলোকে নির্ধারণ করা, ঈমানের সাথে সংগতি রেখে আনন্দ ও বেদনার সীমা জেনে নেয়া, ঈমানের মেজাজে বন্ধু ও শত্রুর বৈশিষ্ট্য উপলব্ধি করা, প্রতিবেশীর অধিকার ও তাদের প্রতি আচরণ ইত্যাদি জেনে তদনুযায়ী কাজ করা, অন্যের অধিকারের ব্যাপারে সচেতন হওয়া, ঈমানকে সবসময় সঙ্গে রাখা। বান্দার উপর আল্লাহর হকের ব্যাপারে, মাতা-পিতার অধিকার আদায়ের ক্ষেত্রে, ওয়াদা করার সময়, আমানত রক্ষার ক্ষেত্রে, ব্যবসা করার সময়, ঋণ নেয়া ও পরিশোধের সময় – অর্থাৎ সকল সময় ঈমানকে সতেজ ও স্মরণে রেখে কাজ করা জরুরী।

দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত সলাত আদায়কারী ব্যক্তির পক্ষে ঈমান সম্পর্কে সঠিক ধারণা না থাকার কারণে ওজনে কম দেয়া সম্ভব। ঈমানের মৌলিক জ্ঞান না থাকার কারণে অত্যন্ত উৎসাহ-উদ্দীপনার সাথে সিয়াম পালনকারীর পক্ষেও আমানতের খেয়ানত করা সম্ভব। হাজী হয়েও ওয়াদা খেলাফ করা মামুলী ব্যাপার হতে পারে, সব আনুষ্ঠানিক ইবাদাত সম্পাদন করেও মিথ্যা বলা সম্ভব। পিতামাতার সন্তুষ্টির প্রতি চরম অবহেলা, স্বামী-স্ত্রী একে অপরের হক আদায়ে উদাসীনতা, গরীব আত্মীয়-স্বজনকে শুধু নামের জন্য দান-সদাকা করা, এ ধরণের ব্যক্তিদের পক্ষে বিচিত্র কিছু নয়।

## ঈমানের উপর টিকে থাকা

ঈমান এমন কোন বিষয় নয় যা একবার অর্জন করলে এটা আর আমাকে ছেড়ে যাবে না। এ ঈমান না চাইলে তা সাধারণত কাউকে দেয়া হয় না এবং ধরে রাখতে না চাইলে তা থাকে না। ঈমানকে সবসময় তাকওয়ার মাধ্যমে লালন ও শক্তিশালী করতে হয়। আমার এটা মনে করার কোন কারণ নেই যে একবার ঈমান যখন এনেছি এটা আমার মৃত্যুর দিন পর্যন্ত আমার সাথে সাথে থাকবে। ঈমানের উঠা-নামা নির্ভর করে আমার প্রতিদিনের কর্মের উপর।

# দ্বীনের স্বচ্ছ ধারণা

দ্বীন শব্দটির প্রচলিত কিন্তু অপূর্ণাঙ্গ অর্থ হচ্ছে ধর্ম। এতে দ্বীনের পুরোপুরি অর্থ প্রকাশ পায় না। এর প্রকৃত অর্থ ব্যাপক। তবে সংক্ষেপে ও এককথায় দ্বীন শব্দের অর্থ ঃ জীবন-বিধান। আল কুরআনে দ্বীন শব্দটি কয়েক ধরণের অর্থে ব্যবহার হয়েছে। এর মধ্যে জীবনের সকল মৌলিক বিষয়ের নির্দেশনা পাওয়া যায়। মুসলিম জনগোষ্ঠীর বেশীর ভাগই আজ দ্বীন সম্বন্ধে কিছু না জেনেও জানার ভান করে নির্দ্বিধায় দ্বীন-বিরোধী কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। বরং কেউ বাধা দিলে চরম অজ্ঞতার পরিচয় দিয়ে তর্ক শুরু করে দেয়। কেবল সলাত-সিয়াম পালনকে দ্বীন মনে করছে। ব্যাপক জনগোষ্ঠী দ্বীনের অপেক্ষাকৃত কম ও অস্পষ্ট বিষয়কে অধিক গুরুত্বপূর্ণ ও সুস্পষ্ট বিষয়াদির উপর স্থান দিয়ে বিকৃতির প্রতিযোগিতায় বিভোর রয়েছে। সুতরাং কোন ব্যক্তিকে দ্বীনের মৌলিক বিষয়াদি সম্পর্কে জানানো ও বুঝানোর জন্য নূন্যতম ভূমিকা রাখাও যে কত বড় পূণ্যের কাজ তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

## আকীদা

ইসলামের দৃষ্টিতে আকীদার তাৎপর্য ও গুরুত্ব অপরিসীম। প্রথমত, আকীদা হলো ইসলামের ভিত্তি ও মূল। আকীদা ব্যতীত ইসলামের কথা চিন্তাই করা যায় না। কারণ ইসলাম আল্লাহ প্রদত্ত মানুষের জন্য জীবন-বিধান। আকীদা হলো আমল কবুল হওয়ার পূর্বশর্ত। কেননা আকীদা যদি বিশুদ্ধ না হয়, তাহলে যাবতীয় কথা ও কাজ আল্লাহর নিকট বাতিল বলে গণ্য হয়। "আকীদা" শব্দটির পারিভাষিক অর্থ হলো ঃ বিশ্বাসকে মনে এমনভাবে ধারণ করা যাতে এর মাঝে কোন সন্দেহের অবকাশ না থাকে।

## দ্বীনের সঠিক জ্ঞান ও উপলব্ধি
## (Clear Knowledge & Understanding of Deen)

রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন ঃ আল্লাহ তা'আলা যাকে কল্যাণ দান করতে ইচ্ছা করেন, তাকে তিনি দ্বীন সম্পর্কে পূর্ণ জ্ঞান ও তা উপলব্ধি করার ক্ষমতা দান করেন। (মুসনাদে আহমাদ)

দ্বীনের সঠিক জ্ঞান ও উপলব্ধি লাভ আল্লাহর করুণা ও ইচ্ছার উপর নির্ভর করে। যে কেউ চাইলেই এটা পেতে পারে না। তবে অব্যাহত প্রচেষ্টা, প্রবল ইচ্ছা ও সর্বদা আল্লাহর অনুগত বান্দাগণের দ্বীনের জ্ঞান ও উপলব্ধি পাওয়ার

সম্ভাবনা থাকে। এ ধরনের ভাগ্যবানদের সাথে কথা বললেই বুঝা যায় যে তারা অন্যদের চাইতে কিছুটা ব্যতিক্রম। তারা দ্বীনের বিভিন্ন বিষয়ে গতানুগতিক ব্যাখ্যা দেন না। তারা দ্বীনকে খুব সুন্দর করে মানুষের নিকট উপস্থাপন করতে পারেন। তারা দ্বীন সম্পর্কে এক শ্রেণীর মানুষের মাঝে যে ভুল ধারণা বদ্ধমূল তা দূর করার চেষ্টা করেন। অজ্ঞ লোকদের থাবা হতে বের করে দ্বীনকে গণমানুষের সামনে সহজ সরল ভাষায় তুলে ধরেন। এ ধরনের ঈমানদারদের মাধ্যমে আল্লাহ দ্বীনের সৌন্দর্য ও শোভা সমাজে, রাষ্ট্রে ও সমগ্র দুনিয়াতে ছড়িয়ে দেন। খুঁটিনাটি বিষয়ের দিকে বেশী গুরুত্ব না দিয়ে বরং দ্বীনের মৌলিক বিষয়ের প্রতি নজর দেয়াই থাকে তাদের প্রধান লক্ষ্য। তারা সবাইকে সংগঠিত করার দিকেও মন দেন। মুসলিমদের ঐক্য তাদের স্বপ্ন, বিশ্বমুসলিমের ভ্রাতৃত্ব অর্জন তাদের আকাঙ্ক্ষা, মুসলিমদের শিক্ষা তাদের কর্মসূচী। দ্বীনের বুঝ যিনি লাভ করেন তার মনের দুয়ার কখনো বন্ধ থাকে না। জ্ঞানের পিপাসা ও জানার আগ্রহ তার অদম্য। ইসলামকে বুঝতে হলে নিম্নের চারটি বিষয় সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা থাকতে হবে।

একজন প্রকৃত মুসলিমের নিম্নের এই বিষয়গুলোর উপর পরিষ্কার জ্ঞান থাকা অবশ্যই কর্তব্য। তা না হলে তার প্রতিটি কাজকর্মের মধ্যে গলদ ঢুকে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। সে কী কাজ করছে, কিসের জন্য করছে কিছুই ঠিকমতো বুঝে উঠতে পারবে না। সারাক্ষণ একটা গোলকধাঁধার মধ্যে দিন কাটাবে। কারণ তার জীবনের vision-mission কোনটাই ঠিক নেই।

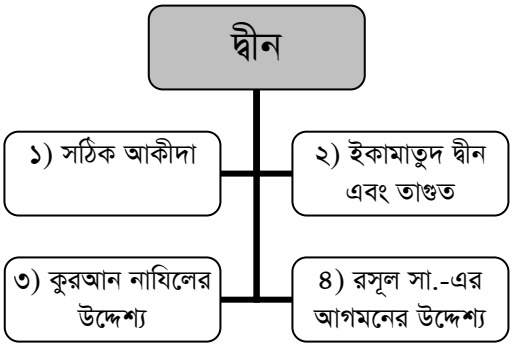


আকিদা এবং ইকামাতুদ দ্বীন এই দু'টি বিষয়ের সমন্নয় ঘটানোও খুব কঠিন কাজ। যারা নিজেদের জীবনে কাজকর্মে এই দু'টি বিষয়ে সমন্নয় ঘটাতে পেরেছেন তারা খুবই ভাগ্যবান। এবং এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে তার জন্য এক বিশেষ নিয়ামত। বাস্তবে দেখা যায় যে, কেউ কেউ ইকামাতুদ দ্বীন

বোঝেন কিন্তু আকীদাগত দিক দিয়ে পরিষ্কার না। আবার কেউ কেউ আকীদাগত দিক দিয়ে পরিষ্কার কিন্তু ইকামাতুদ দ্বীন বোঝেন না। কুরআন পড়ছি, গবেষণা করছি, হাদীস পড়ছি, ইবাদাত-বন্দেগী করছি, কুরআনের তাফসীর করছি কিন্তু গোটা কুরআন থেকে ইকামাতুদ দ্বীনকে বের করে দিয়েছি, আমার চোখে ইকামাতুদ দ্বীন ধরাই পরে না, পরলেও এড়িয়ে যাই। আমরা জানি আল কুরআনে সলাত প্রতিষ্ঠা করার কথা বলা হয়েছে ৮০ বারের মতো অথচ ইকামাতুদ দ্বীনের কথা বলা হয়েছে ২০০ বারেরও বেশী।

একজন প্রকৃত মুসলিম হিসেবে আমাকে জানতে হবে কুরআনের মূল আলোচ্য বিষয় কী? কুরআন নাযিলের উদ্দেশ্য কী? রসূল (ﷺ)-এর আগমনের উদ্দেশ্য কী? রসূল (ﷺ) তার মক্কী জীবনের ১৩টি বছর মানুষের আকীদা পরিষ্কার করেছেন। আল কুরআনের মক্কী সূরাগুলো নাযিল হয়েছে আকীদা সংক্রান্ত বিষয়ে। আর রসূল (ﷺ) তার মাদানী জীবনের ১০টি বছর ইকামাতুদ দ্বীনের কাজ করেছেন। আল কুরআনের মাদানী সূরাগুলো ইকামাতুদ দ্বীন বিষয়ে নাযিল হয়েছে। তাহলে দেখা যাচ্ছে রসূল (ﷺ)-এর ২৩ বছর নবুয়ত জীবনে উপরের এই দু'টি কাজ করেছেন। এবং আল-কুরআনও নাযিল হয়েছে মূলতঃ এই দু'টি বিষয়ের জন্য।

## ইকামাতে দ্বীন

ইকামাতে দ্বীন অর্থ দ্বীন প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা। আর দ্বীন প্রতিষ্ঠা বলতে বুঝায় কোন একটা জনপদে দ্বীন ইসলাম বিজয়ী আদর্শ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হওয়া। দ্বীন ইসলামের পরিপূর্ণ বিধি-বিধান অনুসরণ ও বাস্তবায়নের পথে কোন প্রকারের বাধা ও অন্তরায় না থাকা। আল্লাহ সূরা শূরায় ঘোষণা করেছেন ঃ

*"তিনি তোমাদের জন্যে দ্বীনের সেই নিয়মকানুন নির্ধারণ করে দিয়েছেন যার নির্দেশ তিনি নূহকে দিয়েছিলেন। আর যা এখন তোমার প্রতি হিদায়াত ওহীর মাধ্যমে প্রদান করছি, আর সেই হিদায়াত যা আমি ইব্রাহীম, মূসা ও ঈসাকে প্রদান করেছিলাম। [সব নির্দেশের সার কথা ছিল] তোমরা দ্বীন প্রতিষ্ঠা কর এই ব্যাপারে পরস্পর দলাদলিতে লিপ্ত হয়ো না।" (সূরা আশ শূরা ঃ ১৩)*

এভাবে দ্বীন প্রতিষ্ঠার চূড়ান্ত প্রচেষ্টা চালানোটাই হওয়া উচিত প্রতিটি মুসলিমের জাগতিক লক্ষ্য। আর এরই মাধ্যমে অর্জিত হয় পারলৌকিক লক্ষ্য অর্থাৎ নাজাত (মুক্তি) ও আল্লাহর সন্তুষ্টি। মুহাম্মাদ (ﷺ)-কে দুনিয়ায় পাঠানোর উদ্দেশ্য সম্পর্কে কুরআনে যা বলা হয়েছে তারও সার কথা এটাই।

নবী (ﷺ) আরো বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি দ্বীন প্রতিষ্ঠার কাজে শরীক হল না, কিংবা দ্বীন প্রতিষ্ঠা নিয়ে কোন চিন্তা-ভাবনাও করল না আর এই অবস্থায়-ই মারা গেল, সে যেন মুনাফিকের মৃত্যুবরণ করল। (সহীহ মুসলিম)

## আম্‌র বিল মা'রূফ ওয়ান্ নাহ্‌য়ী আনিল্ মুন্‌কার

(মানুষকে সৎকাজের আদেশ দেয়া এবং অন্যায় কাজ হতে নিষেধ করা)

হাজীগণ এবং অন্যান্যদের উপর সবচেয়ে বড় যে কর্তব্য তা হচ্ছে মানুষদেরকে সৎ কাজের আদেশ দেয়া এবং অন্যায় কাজ হতে বিরত রাখার চেষ্টা করা। অর্থাৎ হক কথা বা সত্য কথা তা যত কঠিনই হোক না কেন তা বলতে হবে এবং কোন অন্যায় দেখলেই বাধা দিতে হবে। অন্যায় দেখলেই মনের মধ্যে একটা প্রতিক্রিয়া (reaction) হতে হবে অর্থাৎ no compromise. আমার কোন আত্মীয় অন্যায় করছে, আমাকে একবার হলেও তাকে গিয়ে বলতে হবে যে আপনি ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে যাচ্ছেন।

নবী (ﷺ) বলেছেন ঃ আমি আল্লাহর শপথ করে বলছি যার নিয়ন্ত্রণে আমার জীবন। অবশ্যই তোমরা সৎ কাজের নির্দেশ দিবে এবং অন্যায় ও পাপ কাজ হতে লোকদেরকে বিরত রাখবে। নতুবা তোমাদের উপর শীঘ্র-ই আল্লাহর আযাব নাযিল হবে। অতঃপর তোমরা [তা হতে নিস্কৃতি পাওয়ার জন্যে] দু'আ করতে থাকবে কিন্তু তোমাদের দু'আ কবুল হবে না। (জামে আত তিরমিযী)

# বুঝে কুরআন তিলাওয়াত করা

আল-কুরআন আল্লাহর সর্বশেষ কিতাব। জীবন পরিচালনার জন্য একটি পরিপূর্ণ গাইড লাইন। এর পরিপূর্ণ ব্যবহারই প্রকৃত সুফলের নিশ্চয়তা বিধান করে। আংশিক অনুসরণ ইহকালীন লাঞ্ছনা ও পরকালীন আযাবের সংবাদ প্রদান করে। এ ব্যাপারে আল্লাহ মানুষকে আগেই সতর্ক করে দিয়েছেন এই বলে যে ঃ

*"তবে কি তোমরা কিতাবের (কুরআনের) কিছু অংশে বিশ্বাস কর এবং কিছু অংশকে প্রত্যাখ্যান কর? সুতরাং তোমাদের মাঝে যারা এরূপ করে তাদের একমাত্র প্রতিফল (জাযা) পার্থিব জীবনে হীনতা, এবং কিয়ামতের দিনে তারা*

*কঠিনতম শাস্তির দিকে নিক্ষিপ্ত হবে। তারা যা করে আল্লাহ সে সম্বন্ধে অনবহিত নহেন।" (সূরা আল বাকারা ঃ ৮৫)*

এ ধরনের সুস্পষ্ট কঠোর হুঁশিয়ারী থাকা সত্ত্বেও শুধু অজ্ঞানতার কারণে আমরা ক্রমাগত আল্লাহর কিতাবের প্রতি হাস্যকর আচরণ করেই যাচ্ছি। এ কুরআনকে সবীনা খতম আর সূরা ইয়াসীন পাঠ করার জন্য ব্যবহার করে যাচ্ছি। এই কুরআনকে আমাদের দুনিয়া ও আখিরাতের যাবতীয় সফলতায় শ্রেষ্ঠত্বের মর্যাদায় ভূষিত করতে পারত সেই মহান কিতাবকে আমরা শুধু সামান্য সওয়াব আদায়ের জন্য আর মৃতের কুলখানির জন্য ব্যবহার করছি। অথচ এটি বিস্তারিত অর্থসহ পড়ে আমাদের জেনে নেয়া উচিত কিভাবে আমরা একটি সোনালী সমৃদ্ধিশালী জীবন গড়তে পারি যা আমাদের ইহকালীন ও পরকালীন জীবনের সুস্পষ্ট সফলতার গ্যারান্টি দিতে পারে। আল্লাহ তাঁর নবীকে বলেছিলেন ঃ *"হে নবী! আপনাকে কষ্ট দেবার জন্যে আমি এই কিতাব নাযিল করিনি।" (সূরা ত্ব-হা ঃ ২)*

আসুন আমরা আল্লাহর সর্বশ্রেষ্ঠ নিয়ামত কুরআন বুঝে পড়ার চেষ্টা করি, রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর সুন্নাত বিস্তারিত পড়ে জেনে নিই কিভাবে একটি উন্নত নৈতিকতাসম্পন্ন সুখীসমৃদ্ধ পরিবার ও সমাজ গড়তে পারি। যথেষ্ট পরিমাণ অধ্যয়নের পর সওয়াবের উদ্দেশ্যে, কুরআনের প্রতি আমার শ্রদ্ধা এবং মর্যাদা উপলব্ধি করে যদি তিলাওয়াত করতে চাই তাহলে কোন দোষ নেই। শুধু তিলাওয়াতকারীদের দলে যেন না ভিড়ি, অর্থ বোঝার চেষ্টা করি। অসুস্থ হওয়ার পর ডাক্তার যে প্রেসক্রিপশন দেন তা দশ হাজার বার তিলাওয়াত করলেও কি আমার অসুখ সারবে? মোটেও না। আমাকে ঐ ঔষধগুলি কিনে খেতে হবে, তবেই কেবল আমি রোগমুক্তির আশা করতে পারি।

আল-কুরআন হলো জীবনের সকল সমস্যার কার্যকারী প্রেসক্রিপশন। এটা অধ্যয়ন করে, অনুধাবন করে এর শিক্ষা কাজে লাগানোর জন্য কুরআন পাঠানো হয়েছে। আমি যদি অর্থ ছাড়া এটা কেবল রিডিং পড়ে যাই তাহলে কুরআন পাঠানোর মূল লক্ষ্য ব্যর্থ করে দেবে এবং আমি অজ্ঞদের দলের একজন থেকে যাবো, ক্ষতিগ্রস্ত হবো। তাই হাজ্জে যাওয়ার সময় অর্থসহ কুরআনের সংক্ষিপ্ত তাফসীর কিনে নিয়ে যাই এবং প্রতিদিন তিলাওয়াতের পাশাপাশি তার অর্থ ও তাফসীর অধ্যয়ন করি এবং কুরআনের আলোকে জীবনকে গড়ে তোলার চেষ্টা করি। আল্লাহ আমাদের তার দ্বীনকে পরিপূর্ণভাবে জেনে এর পূর্ণ অনুসরণের তৌফিক দিন। আমীন।

# সলাতে আমরা কী পড়ি? আসুন বুঝে সলাত আদায় করি

**নিয়্যত ঃ** *নাউয়াইতু আন উছাল্লিয়া* ..... বলে মুখে উচ্চারণ করে নিয়্যত করা কোন হাদীসে নেই, এটা বিদ'আত। নিয়্যত থাকবে অন্তরে।

**আল্লাহু আকবার ঃ** আল্লাহ্ মহান, সর্বশ্রেষ্ঠ।

**দু'আ ঃ** *ইন্নী ওয়াজ্জাহ্তু* ..... নিশ্চয়ই আমি (পৃথিবীর সকল কিছু পরিত্যাগ করে) আকাশ ও যমীনের স্রষ্টার দিকে আমার মুখ করলাম এবং আমি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত নই। [জায়নামাযের দু'আ বলতে কিছু নেই, এই দু'আটা সলাত শুরু করে তারপর পড়া যেতে পারে, এটি অপশোনাল]।

**সানা ঃ** *সুবহা-নাকাল্লাহুম্মা* ..... হে আল্লাহ! তুমি পবিত্র, তুমিই প্রশংসনীয়, তোমার নামই বরকতময়। তোমার গৌরবই সর্বোচ্চ এবং তুমি ছাড়া অন্য কোন মা'বুদ নেই।

**আউযুবিল্লাহ...ঃ** আমি আল্লাহর নিকট বিতাড়িত (অভিশপ্ত) শয়তানের পাগলামী, অহঙ্কারী ও কু-কাব্যের প্ররোচনা থেকে আশ্রয় চাচ্ছি।

**বিসমিল্লাহির... ঃ** আমি পরম করুণাময় আল্লাহ্র নামে আরম্ভ করছি।

**সূরা ফাতিহা ঃ** সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য যিনি বিশ্বজগতের প্রতিপালক। যিনি দয়াময়, পরম দয়ালু। যিনি বিচার দিনের মালিক। আমরা তোমারই ইবাদাত করি এবং তোমারই কাছে সাহায্য প্রার্থনা করি। হে আল্লাহ! আমাদেরকে সরল পথে পরিচালিত কর তাদের পথে যাদেরকে তুমি অনুগ্রহ দান করেছ। পক্ষান্তরে যাদের প্রতি তুমি অসন্তুষ্ট এবং যারা বিপথগামী, তাদের পথে আমাদের পরিচালিত করো না। হে আল্লাহ! আমার এ দু'আ কবুল কর। (প্রতি রাক'আতে সূরা ফাতিহা সকলকে অবশ্যই পড়তে হবে।)

**যেকোন সূরা ঃ** যে সূরা বা আয়াতগুলো আমি সাধারণত সলাতে পড়ে থাকি সেগুলোর অর্থ কোন ভাল বাংলা অনুবাদ থেকে মুখস্ত করে নিতে হবে।

**রুকু ঃ** *সুবহা-না রব্বিয়াল আযীম* অর্থাৎ আমি আমার মহান প্রভুর পবিত্রতা ঘোষণা করছি।

**ক্বওমা ঃ** *সামি'আল্লা-হু লিমান হামিদাহ* অর্থাৎ প্রশংসাকারীর প্রশংসা আল্লাহ শুনতে পান।

*রব্বানা লাকাল হামদ্, হামদান কাসীরন, ত্বাইয়িবান মুবারকান ফীহ* অর্থাৎ হে আল্লাহ! তোমার জন্য সকল প্রশংসা। তোমার প্রশংসার মাঝে রয়েছে প্রচুর বরকত।

**সিজ্‌দা ঃ** *সুবহা-না রব্বিয়াল আ'লা* অর্থাৎ আমি আমার সর্বশ্রেষ্ঠ আল্লাহ তা'আলার পবিত্রতা ঘোষণা করছি।

**দুই সিজ্‌দার মাঝে ঃ** *আল্লা-হুম্মাগফিরলী, ওয়ারহামনী, ওয়াআফিনী, ওয়ারযুকনী, ওয়াহদিনী, ওয়াযবুরনী*। (এই দু'আ পড়া সুন্নাহ)

অর্থাৎ হে আল্লাহ! তুমি আমাকে ক্ষমা কর, দয়া কর, নিরাপদে রাখ, জীবিকা দান কর, সরল পথ দেখাও, পরিশুদ্ধ কর।

**আত্তাহিয়্যাতু ঃ** যাবতীয় সম্মান, ইবাদাত ও প্রশংসা একমাত্র আল্লাহ তা'আলার জন্য। হে নবী! আপনার উপর আল্লাহর দয়া ও অনুগ্রহ বর্ষিত হোক। আমাদের উপর আল্লাহর দয়া ও অনুগ্রহ বর্ষিত হোক এবং আল্লাহর নেককার বান্দাগণের উপরও। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া অন্য কেউ ইবাদাতের যোগ্য নেই এবং আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ (ﷺ) আল্লাহর বান্দা ও রসূল।

**দুরূদে ইব্রাহীমী ঃ** হে আল্লাহ! মুহাম্মাদ (ﷺ) ও তাঁর বংশধরগণের উপর শান্তি বর্ষণ করুন, যেরূপ ইব্রাহীম আলাইহিস সালাম ও তাঁর বংশধরগণের উপর বর্ষণ করেছেন। নিশ্চয়ই আপনি প্রশংসিত ও সম্মানিত। হে আল্লাহ! মুহাম্মাদ (ﷺ) ও তাঁর বংশধরগণের প্রতি বরকত দান করুন যেরূপ ইব্রাহীম আলাইহিস সালাম ও তাঁর বংশধরগণের প্রতি দান করেছেন। নিশ্চয়ই আপনি প্রশংসিত ও সম্মানিত।

**ওয়াজিব দু'আ ঃ** *আল্লা-হুম্মা ইন্নি 'আউযুবিকা মিন 'আযাবি জাহান্নাম, ওয়া মিন আযাবিল কাবর, ওয়া মিন ফিৎনাতিল মাহ-ইয়া ওয়াল মামাত, ওয়া মিন শাররি ফিৎনাতিল মাসীহিদ দাজ্জাল।*

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি জাহান্নামের 'আযাব থেকে, কবরের 'আযাব থেকে, জীবন-মরণের বিপর্যয় থেকে এবং মাসীহেদ-দাজ্জালের ফিৎনার অনিষ্ট থেকে। এই চারটি বস্তু থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করা ওয়াজিব। অতঃপর নিজের জন্য যা ইচ্ছা দু'আ করবে। (সহীহ মুসলিম)

**আরো দু'আ ঃ** *আল্লা-হুম্মা ইন্নি যলামতু.....* এটাকে নির্দিষ্ট করে দু'আ মাসুরা বলে না। সহীহ হাদীসে উল্লিখিত যেকোন দু'আই এক একটা দু'আ মাসুরা। সলাতে এই দু'আটাও পড়তে পারি অথবা অন্য কোন দু'আও পড়তে পারি। আল্লা-হুম্মা ইন্নি যলাম্তু ..... অর্থ ঃ হে আল্লাহ! আমি আমার নফসের উপর অনেক যুলুম করেছি, তুমি ছাড়া পাপ মার্জনাকারী কেউ নেই। অতএব, হে আল্লাহ! অনুগ্রহপূর্বক আমার পাপ ক্ষমা করো এবং আমার উপর দয়া কর। নিশ্চয়ই তুমি দয়াময় ও পাপ ক্ষমাকারী।

**সালাম ঃ** *আস্সালামু আলাইকুম ওয়া রাহ্মাতুল্লাহ* অর্থাৎ তোমাদের উপর আল্লাহর শান্তি বর্ষিত হোক (ডানে এবং বামে)।

**সালামের পর ঃ** একবার *আল্লাহু আকবার* (সরবে) [অর্থ ঃ আল্লাহ মহান] (সহীহ বুখারী)

তিনবার *আস্তাগ্‌ফিরুল্লাহ* (অর্থ ঃ আমি আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি ।) [সহীহ মুসলিম]

একবার اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ، تَبَارَكْتَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ

*আল্লা-হুম্মা আন্তাস সালামু ওয়া মিন্‌কাস সালামু তাবা-রক্‌তা ইয়া যাল জালা-লি ওয়াল ইক্‌রা-ম ।*

(অর্থ ঃ হে আল্লাহ! তুমিই শান্তির উৎস, তোমার থেকেই আসে শান্তি । তুমি বড়ই বরকতময় । হে অতি মহান! মহা মর্যাদার অধিকারী অতিশয় কল্যাণময় তুমি ।) [সহীহ মুসলিম]

৩৩ বার *'সুবহা-নাল্লাহ'* (আল্লাহ মহান এবং পবিত্র), ৩৩ বার *'আলহামদুলিল্লাহ'* (সমস্ত প্রশংসা একমাত্র আল্লাহর), ৩৩ বার *'আল্লাহু আকবার'* (আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ) এবং ১ বার *'লা-ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু ওয়াহদাহু লা-শারীকালাহু লাহুল মুলকু ওয়া লাহুল হামদু ওয়া হুয়া'আলা কুল্লি শাই'ইন ক্বদীর'* । (আল্লাহ ব্যতীত ইবাদাতের যোগ্য কোন উপাস্য নেই, তিনি এক, তাঁর কোন অংশীদার নেই, রাজত্ব তাঁরই এবং প্রশংসা মাত্রই তাঁর, তিনি সকল কিছুর উপর শক্তিশালী । (সহীহ মুসলিম)

# জানাযার সলাতের নিয়ম

জানাযা অর্থ মৃত দেহ বা ডেড বডি। মক্কা এবং মদীনায় প্রায় প্রতি ওয়াক্ত সলাতের পরই এক বা একাধিক জানাযার সলাত হয়। ফরয সলাতের পরপরই আরবীতে ঘোষণা দেয়া হয়। তাই ফরয আদায় করেই সুন্নাতের জন্য দাঁড়িয়ে না যাই। জানাযার সলাতে শরিক হওয়ার চেষ্টা করি। এছাড়া মুসাফিরের জন্য কোন সুন্নাত সলাত নেই। যদি কেউ সুন্নাহ পড়তেই চাই তাহলে জানাযার সলাতের পরে যেন পড়ি।

- জানাযার সলাতে ৪ তাকবীর। ৫ থেকে ৯ তাকবীর পর্যন্ত প্রমাণিত আছে। তবে ৪ তাকবীরের হাদীসসমূহ অধিকতর সহীহ ও সংখ্যায় অধিক।
- মুক্তাদী ইমামের পিছনে তাকবীর বলবেন। (সহীহ বুখারী ও মুসলিম)
- প্রথমে মনে মনে জানাযার নিয়্যত করে সরবে 'আল্লাহু আকবার' বলে দু'হাত কাঁধ পর্যন্ত উঠিয়ে বাম হাতের উপর ডান হাত বুকে বাঁধতে হবে। এ সময় 'সানা' পড়তে হবে না। (শারহুল মুনতাহা ৩/৫৬-৫৭; বায়হাকী ৪/২৮-২৯)
- আনাস, ইবনে ওমর, ইবনে আব্বাস (রা.) প্রমুখ সাহাবীগণ সকল তাকবীরেই হাত উঠাতেন। (নায়লুল আওত্বার ৫/৭০-৭১)
- অতঃপর আ'উযুবিল্লাহ-বিসমিল্লাহ সহ সূরায়ে ফাতিহা ও অন্য একটি সূরা পড়তে হবে। (সহীহ বুখারী, নাসাঈ)
- তারপর ২য় তাকবীর দিতে হবে ও দুরূদে ইবরাহীমী পাঠ করতে হবে, (যা সাধারণ সলাতে আত্তাহিয়্যাতু-র পরে পড়া হয়)। তারপর ৩য় তাকবীর দিতে হবে ও নিম্নোক্ত দু'আ পড়তে হবে। দু'আ পাঠ শেষে ৪র্থ তাকবীর দিয়ে প্রথমে ডানে ও পরে বামে সালাম ফিরাতে হবে। ডানে একবার মাত্র সালাম ফিরানোও জায়েয আছে। (তালখীছ, ৪৪/৫৭ পৃঃ)
- জানাযার সলাত সরবে ও নীরবে আদায় করা যায়। (সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম, নাসাঈ) ইমাম সরবে পড়লে মুক্তাদীগণ আ'উযুবিল্লাহ-বিসমিল্লাহ সহ কেবল সূরায়ে ফাতিহা চুপে চুপে পড়বেন এবং পরে দুরূদ ও অন্যান্য দু'আ সমূহ পড়বেন। তবে ইমাম নীরবে পড়লে মুক্তাদীগণ সূরা ফাতিহা ও অন্য একটি সূরা এবং অন্যান্য দু'আ সমূহ পড়বেন।

**জানাযার দু'আ**

اللهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنا وَمَيِّتِنا وَشاهِدِنا ، وَغائِبِنا ، وَصَغيرِنا وَكَبيرِنا ، وَذَكَرِنا وَأُنْثانا . اللهُمَّ مَنْ أَحْيَيْتَهُ مِنّا فَأَحْيِهِ عَلى الإِسْلام ،وَمَنْ تَوَفَّيْتَهُ مِنّا فَتَوَفَّهُ عَلى الإِيمان ، اللهُمَّ لا تَحْرِمْنا أَجْرَه ، وَلا تُضِلَّنا بَعْدَه

উচ্চারণ ঃ আল্লা-হুম্মাগফির লিহাইয়িনা ওয়া মাইয়িতিনা ওয়া শা-হিদিনা ওয়া গ-য়িবিনা ওয়া ছগী-রিনা ওয়া কাবী-রিনা ওয়া যাকারিনা ওয়া উন্ছা-না, আল্লা-হুম্মা মান আহই্য়াইতাহূ মিন্না ফাআহয়িহী 'আলাল ইসলাম, ওয়া মান তাওয়াফ্ফায়তাহু মিন্না ফাতাওফ্ফাহূ 'আলাল ঈমান। আল্লা-হুম্মা লা তাহরিমনা আজরাহূ ওয়া লা- তুদ্বিল্লানা বা'দাহ।

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! আমাদের জীবিত ও মৃত এবং (এই জানাযায়) উপস্থিত-অনুপস্থিত আমাদের ছোট ও বড়, পুরুষ ও নারী সকলকে আপনি ক্ষমা করুন। যাকে আপনি বাঁচিয়ে রাখবেন, তাকে ইসলামের উপরে বাঁচিয়ে রাখবেন, তাকে ইসলামের উপরে বাঁচিয়ে রাখুন এবং যাকে মারতে চান, তাকে ঈমানের হালতে মৃত্যু দান করুন। হে আল্লাহ! এই মাইয়েতের (জন্য দু'আ করার) উত্তম প্রতিদান হতে আপনি আমাদেরকে বঞ্চিত করবেন না এবং তার পরে আমাদেরকে পরীক্ষায় ফেলবেন না। (আবুদাউদ, তিরমিযী)

এছাড়াও আরো কিছু দু'আ আছে।

## আমার সলাতের কোয়ালিটি কিভাবে বাড়াবো?

(এই প্র্যাকটিস শুধু হাজ্জে গিয়ে নয়, সারা জীবনের জন্য করি)

১) অল্প পানি দিয়ে খুবই যত্নসহকারে ওযূ করি, পানির অপচয় না করি।

২) সলাতের ভেতর সূরাগুলো খুবই আস্তে আস্তে তিলাওয়াত করি এবং সেইসাথে অর্থগুলো অনুধাবন করতে থাকি। দাঁড়ানো অবস্থায় আমার দৃষ্টি থাকবে সাজদার স্থানের উপর। সলাতের মধ্যে নড়া-চড়া না করার চেষ্টা করি।

৩) খুবই ধীরে ধীরে রুকুতে যাবো, রুকুর সময় পিঠ যেন সোজা থাকে, বাঁকা যেন না হয় এবং আমার দৃষ্টি সাজদার স্থানে রাখি। রুকুতে দীর্ঘ সময় অবস্থান করি এবং তাসবীহগুলো খুবই ধীরে ধীরে পড়তে থাকি এবং সেই সাথে অর্থগুলোও অনুধাবন করার চেষ্টা করি। রুকুতে তাসবীহগুলো তিনবার করে পড়ার মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে বরং তারও বেশী সংখ্যক পড়ার চেষ্টা করি। রুকুতে কুরআন পড়া নিষেধ।

৪) রুকু থেকে খুবই ধীরে ধীরে সোজা হয়ে দাঁড়াবো এবং সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে কিছুটা সময় নেবো এবং দু'আ পড়বো। রুকু থেকে উঠে সাথে সাথেই তাড়াহুড়ো করে সাজদায় যাবো না।

৫) এবার সাজদায় যাবো খুবই ধীরে ধীরে। সাজদায় অবশ্যই দীর্ঘ সময় কাটাবো এবং তাসবীহগুলো খুবই ধীরে ধীরে পড়বো, সেইসাথে অর্থগুলোও অনুধাবন করতে থাকবো। এখানে খেয়াল করি আমার মালিক, আমার সৃষ্টিকর্তা আমাকে দেখছেন এবং আমার যা-যা প্রয়োজন তা তার কাছে আকুল আবেদনের মাধ্যমে বলবো। আর সাজদায় আমি আমার নিজের ভাষায়ও আল্লাহর কাছে যা-যা চাওয়ার তা চাইতে পারবো, তবে রসূল (ﷺ)-এর ভাষায় দু'আ করাই উত্তম। সাজদায় কুরআন পড়া নিষেধ।

৬) দুই সাজদার মাঝে বসে যথেষ্ট সময় নিবো এবং দু'আ করবো, এই দু'আতে রিযিক বাড়িয়ে দেয়ার কথা বলা হয়েছে। সাজদা শেষ করে সরাসরি উঠে দাঁড়াবো না, একটু বসে তারপর দাঁড়াবো।

৭) শেষ বৈঠকে আরাম করে বসবো, আমার দৃষ্টি ডান হাতের শাহাদাত আঙ্গুলের উপর রাখবো। এখানেও খুবই ধীরে সুস্থে সব কিছু পড়বো এবং অর্থ অনুধাবন করবো। শেষ বৈঠকে শেষের দিকে নিজের ভাষায়ও মহান পালনকর্তার নিকট কিছু চাইতে পারবো বা দু'আ করতে পারবো।

৮) সলাত শেষে যখন সালাম ফিরাবো তখন অন্তর থেকে সত্যিকার অর্থেই আমার ডানে-বামে সকলের জন্য শান্তি কামনা করবো।

৯) ফরয সলাত শেষ করে সাথে সাথেই সুন্নাত সলাত আদায় করার জন্য শুরু করে দেবো না যদি কোন জরুরী কাজ না থাকে। রসূল (ﷺ) ফরয সলাত আদায়ের পরে কিছু তাসবীহ পাঠ করতেন। আমিও ফরযের পর আরাম করে বসবো এবং ধীরে ধীরে তাসবীহগুলো পাঠ করবো এবং সেই

সাথে অর্থগুলোও অনুধাবন করবো। তাড়াহুড়ো করে নির্দিষ্ট কোন সংখ্যা শেষ করার জন্য তাসবীহ পড়বো না। মনে মনে খেয়াল করবো আল্লাহ সত্যিই মহান, আল্লাহ সত্যিই সর্বশ্রেষ্ঠ, আল্লাহ সত্যিই পবিত্র, সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য অবধারিত। আল্লাহর জন্যই নিবেদিত।

১০) শয়তান সলাতের মধ্যে চেষ্টা করবে আমার মনকে অন্য দিকে সরিয়ে নিতে। কিন্তু আমি এ ব্যাপারে খুবই সচেতন থাকবো। আমি যখন সচেতন থাকবো তখন শয়তান হয়ত অন্য পলিসি গ্রহণ করবে, সে আমার মনের মধ্যে ভালো ভালো চিন্তার বিষয় এনে দেবে। যেমন ঃ আমার দান-সদাকা, আমার পরোপকার, আমার ইসলামের কাজ ইত্যাদি। কিন্তু বিষয়গুলো ভাল হলেও সলাতের মধ্যে এগুলোও চিন্তা করা যাবে না।

১১) যদি সলাতে কোন ভুল হয়েই যায়, যেমন কয় রাক'আত পড়েছি ঠিক মনে করতে পারছি না, তখন সলাত শেষ করার আগে অবশ্যই দু'টো সাহু সিজদাহ দিবো। যখন সাহু সাজদাহ দেয়া হয় তখন শয়তান খুব কষ্ট পায়, কারণ তার শেষ হাতিয়ারটাও আমি নষ্ট করে দিয়েছি।

## আরো কিছু টিপ্‌সঃ

- ক্ষুধার্ত অবস্থায় সলাতে না দাঁড়ানোই ভাল যদি হাতে সময় থাকে।
- সলাতের আগে খাবার সামনে এসে গেলে খাবার আগে খেয়ে নেয়া।
- খুব ভরা পেটেও সলাতে না দাঁড়ানোই ভাল যদি হাতে সময় থাকে।
- পায়খানা-প্রস্রাবের বেগ থাকলে সলাতে না দাঁড়ানো, ওটা আগে সেরে নেয়া।
- দৌড়ে এসে হাঁপাতে হাঁপাতে সলাতে না দাঁড়ানো।
- সলাতের মধ্যে অযথা নড়া-চড়া না করা। সলাতে এদিক ওদিক না তাকানো, দৃষ্টি থাকবে সাজদার স্থানে।
- সলাতের মধ্যে নাক, কান বা শরীর চুলকাবো না এবং সলাতের মধ্যে কাপড় ঠিক না করা না যদি সতর বের হয়ে না গিয়ে থাকে।
- সলাতের মধ্যে 'হাই' না দেয়ার চেষ্টা করা। 'হাই' এসে গেলে হাত দিয়ে মুখ চেপে ধরা, কারণ এটা আসে শয়তান থেকে এবং হা করলে শয়তান মুখের মধ্যে ঢুকে পড়ে।

- অপরিষ্কার কাপড় পরে বা ঘর্মাক্ত শরীর নিয়ে সলাতে না দাঁড়ানো। প্রয়োজনে সলাতের জন্য এক সেট পরিষ্কার কাপড় আলাদা করে রেখে দেয়া।
- খুব দ্রুত সূরা ক্বিরা'আত না পড়া এবং খুব দ্রুত সলাত শেষ না করা। সবই করবো ধীরে ধীরে।
- আওয়াল ওয়াক্তেই সলাত আদায় করা উত্তম অর্থাৎ যখন সলাতের ওয়াক্ত শুরু হয় এবং ওয়াক্ত শেষের দিকে সলাত রেখে না দেয়া।
- ফরয সলাতগুলো জামা'আতে আদায় করার চেষ্টা করা। ইমামের আগে রুকু-সিজদায় চলে না যাওয়া এবং সালাম না ফিরানো।
- গভীর রাতে উঠে তাহাজ্জুদ সলাত আদায়ের অভ্যাস গড়ে তোলা।

**কাঁধ খোলা রেখে সলাত আদায় নিষেধ ঃ** কাঁধ খোলা রেখে সলাত নিষিদ্ধ। প্রথমবার তাওয়াফের পর মাকামে ইব্রাহীমের পিছনে দু'রাক'আত হাজীদের ইহরাম পরিহিত (ইযতিবারত) এক কাঁধ খোলা অবস্থায় সলাত আদায় করা বৈধ নয়। সলাতের আগে মনে করে কাঁধ ঢেকে নিতে হবে। (মাজমূউস স্বালাওয়াতি ফিল-ইসলাম, ড. শওকত উলাইয়ান ঃ ২৫১ পৃঃ)

## কাযা সলাত এবং উমরী কাযা বলতে কিছু নেই

আমাদের সমাজে প্রচলিত কাযা বলতে বুঝায় সলাত ওয়াক্তের নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে না আদায় করে অন্য সময়ে তা আদায় করে নেয়া। আর উমরী কাযা বলতে বুঝায় বিগত জীবনে যেসকল সলাত আদায় করা হয়নি তা আদায় করা। কুরআন ও সুন্নায় কাযা সলাত ও উমরী কাযা বলতে কিছু নেই। অর্থাৎ সলাতের কোন কাযা হয় না। রসূল (ﷺ) কোন দিন কাযা সলাত আদায় করেননি, যদি করতেন তাহলে তা অবশ্যই সহীহ হাদীসগুলোতে তার প্রমাণ পাওয়া যেতো। সলাত ছেড়ে দেয়ার তো কোন way-ই নাই তার উপর আবার কাযা কোথা থেকে আসবে? আসুন নিম্নের সহীহ হাদীস দু'টি দেখি ঃ

- মু'মিন ও কাফির-মুশরিকের মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে সলাত পরিত্যাগ করা। (সহীহ মুসলিম)
- আমাদের ও তাদের (কাফিরদের) মাঝে চুক্তি হচ্ছে সলাতের। অতএব যে ব্যক্তি সলাত ত্যাগ করল সে কুফরী করল। (আবূ দাউদ, আহমাদ, তিরমিযী, নাসাঈ)

## দলিল

রসূল (ﷺ)-এর জীবনীতে দেখা যায় যুদ্ধ চলাকালিন সময়ে যখন সলাতের ওয়াক্ত হয়েছে তখন সাহাবীদেরকে দুই গ্রুপে ভাগ করা হয়েছে, একদল যুদ্ধ চালিয়ে গেছেন এবং অপর দল জামা'আতে সলাত আদায় করেছেন। যদি কাযা সলাত পড়ার হুকুমই থাকতো তাহলে তারা ঐ যুদ্ধের ময়দানে সলাত না আদায় করে পরে এক সময় আদায় করে নিতে পারতেন। আবার দেখা গেছে যে রসূল (ﷺ) উটের পিঠে চড়ে কোথাও যাচ্ছেন পথিমধ্যে সলাতের ওয়াক্ত হয়েছে এবং উটের পিঠ থেকে নামার কোন উপায় নেই তখন তিনি ঐ অবস্থায়ই সলাত আদায় করে নিয়েছেন। যদি কাযা সলাতের হুকুম থাকতো তাহলে তিনি গন্তব্যে পৌঁছেই কাযা সলাত আদায় করে নিতে পারতেন, অতো কষ্ট করে উটের পিঠে সলাত আদায় করতেন না। আরো বিস্তারিত জানার জন্য সহীহ মুসলিম এর সলাতের অধ্যায় দেখা যেতে পারে।

তাই কোন অবস্থায়ই সলাতের কোন প্রকার কাযা নেই। হয় আমাকে সময়ের মধ্যে সলাত আদায় করে নিতে হবে অথবা সলাত মাফ অর্থাৎ সলাত আদায় করতে হবে না। তিন অবস্থায় সলাত মাফ অর্থাৎ সলাত আদায় করতে হবে না এবং এর কোন কাফ্ফারাও নেই। ১) পাগল হয়ে গেলে ২) অজ্ঞান অবস্থায় থাকলে এবং ৩) মহিলাদের Menstrual period চলাকালীন সময়ে। এর বাইরে প্রতিটি মুসলিমের সকল সময়ে সলাত আদায় করতে হবে যখন থেকে তার উপর সলাত ফরয হয়েছে।

## অনিচ্ছাকৃত ভুল

আমরা জানলাম যে ইচ্ছাকৃতভাবে সলাত ছাড়ার কোন উপায় নেই, এই বলে যে, এই সলাতটা পরে আদায় করে নিব, তা হবে না। যদি এমন হয় যে আমার অজান্তে কোন এক ওয়াক্ত সলাতের সময় পার হয়ে গেছে এবং আমি খেয়ালই করিনি যে কখন যে সময় চলে গেছে। কিন্তু ইচ্ছাকৃতভাবে ছাড়িনি তখন আমি কী করবো? আমার এই ভুলের জন্য আমি অবশ্যই আল্লাহর কাছে স্পেশাল ক্ষমা চাইবো এবং যখনই মনে হবে যে আমার ওয়াক্ত পার হয়ে গেছে ঐ মুহূর্তেই যতো তাড়াতাড়ি সম্ভব সলাতটা আদায় করে নিতে হবে। (সহীহ মুসলিম) যেমন আমি হঠাৎ একদিন ফযরে ঘুম থেকে উঠতে পারলাম না, জেগে দেখলাম সূর্য উঠে গেছে তখন সাথে সাথে ঐ মুহূর্তেই ওযূ করে ফযরের সলাত আদায় করে নিতে হবে এবং আল্লাহর কাছে অনিচ্ছাকৃত

ভুলের জন্য ক্ষমা চাইতে হবে। তবে এই ধরণের ভুল মাঝে মধ্যেই করা যাবে না বা প্র্যাক্টিসে নিয়ে আসা যাবে না। এই ধরনের ভুল যেন আর না হয় সেদিকে সতর্ক হতে হবে।

**দলিল ১ ঃ** আমরা যদি সহীহ মুসলিমের সলাতের অধ্যায় দেখি তাহলে দেখতে পাব যে রসূল (ﷺ)-এর জীবনে একবার এরকম অনিচ্ছাকৃত ঘটনা ঘটেছিল। তিনি একদিন ফযরে উঠতে পারেননি এবং উঠে দেখেন সূর্য উঠে গেছে অর্থাৎ তিনি যাকে ফযরে ঘুম থেকে সবাইকে ডেকে তুলার দায়িত্ব দিয়েছিলেন তিনিও হঠাৎ ঘুমিয়ে পড়েছিলেন এবং সময়মতো সবাইকে জাগাতে পারেন নাই। সূর্য উদয়ের পরে যখন রসূল (ﷺ) ঘুম থেকে জেগেছেন তখন তিনি (ﷺ) ২ রাক'আত সুন্নাহ এবং দুই রাক'আত ফরয সলাত আদায় করে নিয়েছিলেন। (সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম)

**দলিল ২ ঃ** রসূল (ﷺ)-এর সময়ে একবার যুদ্ধের মধ্যে এমন অবস্থা হয়েছিল যে কোনভাবেই কেউ সলাত আদায় করতে পারছিল না এবং ওয়াক্ত পার হয়ে গিয়েছিল। সহীহ হাদীসটি হচ্ছে ঃ খন্দকের যুদ্ধের দিন রসূল (ﷺ) ও সাহাবীগণ মাগরিবের পরে যোহর থেকে ইশা পর্যন্ত চার ওয়াক্তের সলাত এক আযান ও চারটি পৃথক ইকামতে পরপর জামা'আত সহকারে আদায় করেন। (নাসাঈ)

## ভুল ধারণার অবসান

আমাদের দেশে একটা ভুল নিয়ম প্রচলিত আছে আর তা হচ্ছে উমরী কাযা। অর্থাৎ সারা জীবনে যে সকল সলাত আদায় করা হয়নি তা এক সাথে আদায় করে নেয়া বা মক্কা-মদীনায় গিয়ে আদায় করা। এটা সম্পূর্ণ ভুল ধারণা। উমরী কাযা বলতে কুরআন ও সুন্নায় কিছু নেই। আমি আমার জীবনে ইচ্ছাকৃতভাবে যদি কোন সলাত না আদায় করে থাকি বা কোন কবিরাহ গুনাহ করে থাকি তাহলে তার জন্য মহান আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইতে হবে। উমরী কাযা বলে কোন বিদ'আত তো চালু করতে পারি না অর্থাৎ একটা ভুল সংশোধন করতে গিয়ে আরেকটা নতুন ভুলের জন্ম দিতে পারি না। আরো বিস্তারিত জানার জন্য আসুন দেখি Youtube: Matiur Rahman Madani.

# সফর বা ভ্রমণের সময় সলাত

**ক্বসর কী ঃ** 'ক্বসর' অর্থ কমানো। চার রাক'আত বিশিষ্ট সলাত দু'রাক'আত করে আদায় করাকে 'ক্বসর' বলে। এটি কুরআনের আদেশ এবং আল্লাহর কাছ থেকে মুসাফিরদের কষ্ট লাঘবের জন্য উপহার। ক্বসরে কোন সুন্নাহ এবং নফল নেই, তবে ফযরের দুই রাক'আত সুন্নাহ এবং অন্ততপক্ষে বিতর এক রাক'আত আদায় করা উত্তম। সফরে জুম'আর পরিবর্তে যোহর পড়া যায়।

**সফরের দূরত্ব ঃ** সফরের দূরত্বের ব্যাপারে বিদ্বানগণের মধ্যে ১ মাইল হতে ৪৮ মাইলের ২০ প্রকার বক্তব্য রয়েছে। কুরআনে দূরত্বের কোন ব্যাখ্যা নেই। কেবল সফরের কথা আছে। রসূলুল্লাহ (ﷺ) থেকেও এর কোন সীমা নির্দেশ করা হয়নি।

**সফরের মেয়াদ ঃ** আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) ১৯ দিন (মক্কা বিজয় অথবা তাবুক অভিযানে) অবস্থানকালে 'ক্বসর' করেছেন। আমরাও তাই করি। তার বেশী হলে পুরা করি। (সহীহ বুখারী)

রসূল (ﷺ) যখন হাজ্জ করেছিলেন তখন ১৯ দিন মক্কায় ছিলেন এবং পুরো সময়টাতেই ক্বসর করেছিলেন। কতদিন হলে ক্বসর করতে হবে তা রসূল (ﷺ) বলে যাননি। তবে কুরআনে সফররত অবস্থায় ক্বসর করতে বলা হয়েছে। তাই Authentic স্কলারগণ কুরআনের সেই আয়াতকে বিশ্লেষণ করে বলেছেন যে যতদিন সফরে থাকা হবে ততদিনই ক্বসর আদায় করতে হবে, এর কোন নির্দিষ্ট দিন নেই। '১৫ দিন পর্যন্ত ক্বসর' বলে ভারত উপমহাদেশে যে ফতোয়া প্রচলিত আছে তা ঠিক নয়। তাই হাজ্জে গিয়ে মক্কা বা মদীনায় ১৫ দিনের বেশী থাকলেও ক্বসরই আদায় করতে হবে।

**যানবাহনে সলাত ঃ** অবশ্য পরিবহনে ক্বিবলামুখী হয়ে সলাত শুরু করা বাঞ্ছনীয়। (আবূ দাউদ) যখন পরিবহনে রুকু-সিজদা করা অসুবিধা মনে হবে, তখন কেবল তাকবীর দিয়ে ও মাথার ইশারায় সলাত আদায় করবে। সিজদার সময় মাথা রুকুর চেয়ে কিছুটা বেশী নীচু করবে। (আবূ দাউদ, আহমাদ, তিরমিযী) যখন ক্বিবলা ঠিক করা অসম্ভব বিবেচিত হবে, কিংবা সন্দেহে পতিত হবে, তখন নিশ্চিত ধারণার ভিত্তিতে ক্বিবলার নিয়তে একদিকে ফিরে সামনে সুৎরা রেখে সলাত আদায় করবে। (বায়হাকী, ইবনে মাজাহ, তিরমিযী) নৌকায় দাঁড়িয়ে সলাত আদায় করবে, যদি ডুবে যাওয়ার ভয় না থাকে। এ সময় বা অন্য যে কোন সময় কষ্টকর দাঁড়ানোর জন্য কিছুতে ঠেস দেয়া যাবে। (আবূ দাউদ)

৭ম অধ্যায়

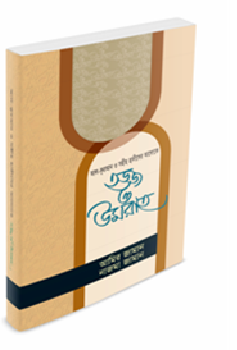

# কিছু গুরুত্বপূর্ণ টিপ্‌স

## টেকনিক্যাল সতর্কতা

১. আমার মুয়াল্লিম বা এজেন্ট আমাকে আরবীতে লিখা আমার তথ্যসহ একটি bracelet (হাতে পড়ার জন্য বেল্ট) দিবে। আমার হাজ্জের পুরো সময়টাতেই এই বেল্ট যেন হাতে রাখি, বিশেষ করে মক্কায় অবশ্যই। কারণ আমি যদি কখনো হারিয়ে যাই তাহলে পুলিশ ঐ বেল্টের তথ্য দেখে আমাকে আমার মুয়াল্লিম বা টিমের কাছে ফিরে যেতে সাহায্য করতে পারবে।

২. আমি মক্কা এবং মদীনায় যে হোটেলে থাকবো সেই হোটেলের business card/visiting card শুরুতেই নিয়ে রাখবো, এবং সবসময় সাথে রাখবো। এছাড়া মোবাইল ফোন দিয়ে হোটেলের সাইনবোর্ডের একটি ছবিও তুলে রাখতে পারি। যদি আমি কখনো হারিয়ে যাই তখন ঐ ঠিকানা অনুযায়ী হোটেলে ফিরে আসতে পারবো, ইন্‌শাআল্লাহ।

৩. হাজ্জ একটি কঠিন শারীরিক ইবাদাত। তাই সবসময় শরীর সুস্থ রাখার চেষ্টা করতে হবে, কিছুতেই অসুস্থ হওয়া যাবে না। আর অসুস্থ যদি হয়েই যাই তাহলে মাসজিদে নববী এবং হারাম শরীফের পাশেই ফ্রী হসপিটাল রয়েছে, দেরী না করে সাথে সাথে হসপিটালে যাওয়া উচিত চিকিৎসার জন্যে।

৪. হাজ্জে যাওয়ার আগে আমার ধৈর্য যা আছে তা আরো ১০ থেকে ২০ গুণ বাড়িয়ে দিতে হবে। কারণ প্লেন থেকে নামার পরই জিদ্দা এয়ারপোর্টে আমাকে চরম ধৈর্যের পরীক্ষা দিতে হবে। সেখানকার পরিস্থিতি দেখে অবাক না হই কারণ সেই মুহূর্তে জিদ্দা এয়ারপোর্ট একটি বন্যাদূর্গত ত্রাণ শিবিরের মতো পরিণত হয়। তারপর থেকে প্রতিটি জায়গায় আমাকে পদে পদে ধৈর্য ধারণ করতে হবে। কিছুতেই ধৈর্যহারা হওয়া যাবে না এবং আল্লাহর কাছে দু'আ করবো তিনি যেন সকলের ধৈর্য আরো অনেক গুণে বাড়িয়ে দেন।

৫. মক্কা-মদীনায় বাইরে খুবই গরম কিন্তু হোটেল, বাসা বা তাঁবুতে আমি যেখানেই থাকবো সেখানেই রয়েছে এয়ারকন্ডিশন, কিন্তু খুব সাবধান কিছুতেই ঠান্ডা লাগানো যাবে না। সরাসরি এয়ারকন্ডিশনের নিচে খালি গায়ে যেন না ঘুমাই এবং এয়ারকন্ডিশন যেন সবসময় কন্ট্রোলে রাখি।

৬. 'লাবান' নামে এক প্রকার drinks সব দোকানেই কিনতে পাওয়া যায় যা বাংলাদেশের দুধের তৈরী 'মাঠা' বা 'ঘোল' এর মতো। সৌদি আরবের আবহাওয়ায় শরীরের জন্য এটা খুবই উপকারী, সম্ভব হলে মাঝে মধ্যেই এটা কিনে খেতে পারি, দাম খুবই সস্তা।

৭. মাসজিদে নববী এবং হারাম শরীফে পান করার জন্য সারি সারি কন্টেইনার ভরা যমযমের পানি রয়েছে, মনে রাখতে হবে বেশীরভাগ কন্টেইনারে বরফ দেয়া রয়েছে, আর সেই বরফ দেয়া পানি নিয়মিত পান করলেই ঠান্ডা লেগে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, তাই সাবধান। Not Cold লিখা কন্টেইনার দেখে বরফ ছাড়া পানিই পান করার চেষ্টা করতে হবে।

৮. যদি ঠান্ডা লেগেই যায় তাহলে অবহেলা করা যাবে না। কয়েক বেলা লবণ দিয়ে গরম পানির gargle করতে হবে। এবং যে কোন ঔষধের ফার্মেসী থেকে এন্টিবায়োটিক (এমোক্সিসিলিন) কিনে খাওয়া শুরু করতে হবে, সৌদিআরবে ঔষধ কিনতে ডাক্তারের প্রেসক্রিপশন লাগে না। অবশ্যই ৭ দিন বা ১০ দিনের কোর্স পূর্ণ করতে হবে, দুই তিন দিন খেয়েই যেন রেখে না দেই, তাহলে আবার হবে।

৯. বেশী করে কমলা বা লেবু খাওয়া উচিত এবং কিছু কিছু অন্যান্য ফল খাওয়া উচিত। প্রচুর পানি পান করতে হবে। সাথে সবসময় একটি খালি বোতল রাখি এবং যখই মাসজিদে নববী অথবা মাসজিদে হারামে ঢুকবো

তখনই যেন বোতলটা যমযমের পানি দিয়ে ভরে নেই এবং নিয়মিত পান করি। প্রতিদিন হোটেলে ফেরার সময়ও যেন বোতল ভরে যমযমের পানি নিয়ে আসি এবং পান করি।

১০. এয়ারপোর্ট থেকে শুরু করে মক্কা-মদীনার প্রতিটি জায়গায় পকেটমার এবং বিভিন্ন রকম ঠকবাজদের থেকে সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে। এরা তাওয়াফ বা সায়ী করার সময় পকেট, ব্যাগ বা কোমরের বেল্ট কেটে টাকা নিয়ে যেতে পারে। আবার অনেকে আমার নিকট আসবে যে তার সব চুরি হয়ে গেছে তাকে সাহায্য করার জন্য। এরা সাধারণত উর্দু বা হিন্দিতে কথা বলে। এধরনের লোকদেরকে যেন কাছে ভিড়তে না দেই, এদেরকে কিছুতেই বিশ্বাস করা যাবে না এবং ইমোশন দেখানো যাবে না। এরা বিভিন্ন গ্রুপে বিভিন্ন কায়দায় কাজ করে থাকে, নানা রকম গল্প সাজিয়ে নিয়ে আসে।

১১. আরেক শ্রেণীর ঠকবাজ আছে তারাও হিন্দি বা উর্দুতে কথা বলে এবং এরা আরাফাতের ময়দানে ইহরামের কাপড় পরে সাহায্যের জন্য হাযির হয়। এদের মধ্যে অনেকের মাথা ফাটানো বা হাতে/পায়ে মারাত্মক যখম ও তাজা ঘা যা থেকে রক্ত গড়িয়ে পড়ছে। এই দৃশ্য দেখে আমি হয়তো ঘাবড়ে যেতে পারি এবং আবেগতাড়িত হয়ে টাকা-পয়সা বের করে দিবো। আসলে এগুলো অভিনয়, তারা কসমেটিক্স ব্যবহার করে এগুলো আর্টিফিসিয়ালী বানিয়ে নিয়েছে। আবার অনেকে বিভিন্ন রকম ছবির এলবাম বা সার্টিফিকেট নিয়ে হাযির হবে সাহায্যের জন্য, যেমন মাদ্রাসা বা এতিমখানা তৈরীর জন্য। আবার এক শ্রেণীর কালো মহিলা বোরকা পড়ে হাযির হবে, দেখা যাবে তাদের হাত বা পায়ের কিছু অংশ নেই। আসলে তাদের তাদের হাত বা পা ঠিকই আছে এটা এক ধরনের অভিনয়। তাই যেখানে সেখানে টাকা-পয়সা দেয়ার প্রয়োজন নেই।

১২. হাজ্জের সময় কিছু অসাধু লোক মিনার তাঁবুতে এসে হাদী (কুরবানী) করানোর নামে ভুয়া রশিদ দিয়ে টাকা নিয়ে প্রতারণা করে। তাই ব্যাংক ছাড়া কারো হাতে টাকা দেয়া ঠিক না।

১৩. মক্কা-মদীনার লোকদের ব্যবহারে অবাক হবো না। যারা আমেরিকা-ক্যানাডা থেকে যাই তারা সাধারণত তাদের দেশে উন্নতমানের কাষ্টমার সার্ভিস পেয়ে অভ্যস্ত। তাই সৌদিআরবের কাষ্টমস অফিসার, পুলিশ বা সাধারণ জনগণ থেকে নিম্নমানের ব্যবহার পেয়ে অনেকে সহ্য করতে

পারেন না। তাই আগে থেকেই মানসিক প্রস্তুতি নিয়ে রাখি। এছাড়া দোকানগুলোতে সাধারণত গুলিস্থান-গাউছিয়ার মতো দামা-দামী করে জিনিস-পত্র কিনতে হয়, যার কাছ থেকে যা আদায় করে নিতে পারে সেটাই সেখানকার কালচার। বেশীরভাগ দোকানদার ভাই-ই চট্টগ্রামের অথবা বার্মিস। সাধারণত দোকানে ঢুকে ইংলিশে কথা না বলে সরাসরি বাংলায়ই বলা, আর পাকিস্তানীদের সাথে হিন্দি-উর্দুতে বলা। ইংলিশে কথা বললে এরা আমাকে বোকা মনে করে ঐরকম ব্যবহার করবে।

১৪. আমার পাসপোর্ট হয়তো সৌদি মুয়াল্লিম পুরো হাজ্জের সময়টাতেই তাদের কাছে রেখে দিবে এবং এটাই তাদের গাভার্নমেন্টের নিয়ম। কিন্তু আমি অবশ্যই আমার পাসপোর্ট এবং টিকেটের দুই সেট ফটোকপি আলাদা করে নিজের কাছে রাখবো, কারণ অনেক সময় তারা পাসপোর্ট হারিয়ে ফেলতে পারে আর তখন আমাকেই মূল ঝামেলা পোহাতে হবে। আমার পাসপোর্ট যে দেশের সেই দেশের এমব্যাসির সাথে যোগাযোগ করে নতুন পাসপোর্ট বের করে দেশে ফিরতে হবে। আর মক্কায় কোন এমব্যাসি নেই সব এমব্যাসি রিয়াদে।

১৫. আমি যখন হোটেল থেকে বা রুম থেকে বাইরে যাবো তখন টাকা-পয়সাও সাথে নিয়ে যাবো। কারণ আমাদের অনুপস্থিতিতে খালি রুমও নিরাপদ না, যে কোন দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। আমার টাকার থলে সব সময় গলায় ঝুলিয়ে রাখতে পারলে ভাল যা আমার বুকের কাপড়ের উপর দিয়ে দেখা যাবে না। কোমরে বেল্টের সাথে রাখা যেতে পারে কিন্তু তাও সবসময় খেয়ালে রাখতে হবে, কারণ অনেক সময় সেখান থেকেও ব্লেড দিয়ে কেটে নিয়ে যেতে পারে।

১৬. সৌদি আরবে দিনে খুব গরম পড়ে এবং অনেক সময় রাতে খুব ঠান্ডা পড়ে (আবহাওয়া সাধারণত ২০-৪২ ডিগ্রি)। তাই আরাফাত এবং মুযদালিফার জন্য অবশ্যই চাদর এবং স্লিপিং ব্যাগ নিয়ে যেতে হবে, নর্থ আমেরিকায় স্লিপিং ব্যাগ ক্যানাডিয়ান টায়ার ও ওয়ালমার্টে এবং বাংলাদেশে বায়তুল মুকাররমে কিনতে পাওয়া যায়। অনেক হাঁটতে পারি এরকম আরামদায়ক স্যান্ডেল যেন নেই। আমার নিত্য প্রয়োজনীয় ঔষধ-পত্র নিতে যেন না ভুলি।

১৭. কোথাও যদি বেড়াতে যাই তাহলে অবশ্যই ইয়ং টেক্সি ড্রাইভার নেবো না। কারণ এরা খুব রাফ গাড়ি ড্রাইভ করে এবং ট্রাফিক নিয়মকানুন মানে না।

১৮. পুলিশ বলি আর কাস্টমস অফিসার বলি সৌদি লোকেরা সাধারণত ইংলিশ জানে না, এতেও অবাক হওয়ার কিছু নেই। তবে আমার আরবী ল্যাংগুয়েজ জানা থাকলে খুব উপকারে আসবে। ঐ সকল ক্ষেত্রে প্রয়োজনে আমার টিম লীডারের সাহায্য নিতে পারি।

১৯. অনেকেরই ঐখানে যাওয়ার পর ডায়রিয়া হয়। বিশেষ করে মীনা, আরাফা এবং মুযদালিফার টয়লেট হাইজিনিক না, যার কারণে রোগজীবানু খুব সহজেই ছড়ায়। যে কোন কিছু খাওয়ার আগে অবশ্যই খুব ভাল করে হাত সাবান দিয়ে ধুয়ে নিবো। সবসময় ওর স্যালাইনের (O.R. Saline) কয়েকটা প্যাকেট ব্যাগে রাখবো, যদি ওর স্যালাইন না থাকে তাহলে দোকান থেকে চিনি ও লবণ কিনে বোতলের পানিতে মিশিয়ে ওর স্যালাইন বানিয়ে নিতে পারি। ডায়রিয়ার ভাব দেখলেই খাওয়া শুরু করে দিতে হবে, কিছুতেই অবহেলা করা যাবে না। আমরা জানি ওর স্যালাইন ডাইরিয়া বন্ধ করে না কিন্তু পানি শূন্যতা দূর করে। ডাইরিয়া বন্ধের জন্য ঔষধ যেন দেশ থেকে নিয়ে নেই।

২০. মহিলাদের রসূল (ﷺ)-এর মূল মাসজিদে অর্থাৎ রিয়াদুল জান্নাতে (সাদা কার্পেটে) সলাতের সুযোগ দেয়া হয় প্রতিদিন ফযরের পর থেকে সকাল ১১টা পর্যন্ত। আমাকে এই সময়ে ধৈর্যসহকারে সুযোগ নিতে হবে। ডিসিপ্লিন রক্ষার্থে মহিলা পুলিশ বিভিন্ন দেশ অনুযায়ী গ্রুপে গ্রুপে ভাগ করে সেখানে সলাতের সুযোগ দেন। যারা আমেরিকা, ক্যানাডা, ইউরোপ, অস্ট্রেলিয়া বা সিংগাপুর থেকে গেছি তারা গ্রুপিংয়ের সময় যে দেশ থেকে গেছি সেই দেশের নাম যেন উল্লেখ করি তা না হলে চেহারা দেখে বাংলাদেশী বা পাকিস্তানিদের সাথে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসিয়ে রাখবে এবং হয়তো সবার শেষে সুযোগ দিবে অথবা ঐদিন সুযোগ না-ও হতে পারে। আবার এই ধরনের ঘটনা নাও ঘটতে পারে।

২১. আমি যদি মদীনার বাকী কবরস্থানে (যার প্রচলিত ভুল নাম জান্নাতুল বাকী) কবর যিয়ারত করতে চাই তারও একটা নির্দিষ্ট সময় আছে, আর তা হচ্ছে ফযর সলাতের পর এবং তাও খুবই অল্প সময়ের জন্য (শুধু মাত্র পুরুষদের জন্য)। আমি যদি লাশ দাফন দেখতে চাই তাহলে ফযর

সলাত পড়বো বাকী কবরস্থানের কাছাকাছি, যাতে জানাযার পরপরই আমি লাশের সাথে সাথে কবরস্থানে ঢুকতে পারি।

২২. মহিলাদের বাকী কবরস্থানে এখন আর ঢুকতে দেয়া হয় না। কারণ মহিলারা কবরের কাছে গিয়ে সবচেয়ে বেশী শিরকী কাজ করে। বাকী কবরস্থানের সামনের দিক দিয়ে কিছুই দেখাও যায় না। কোন মহিলা যদি অভিজ্ঞতার জন্য বাকী কবরস্থানে সাহাবাদের কবরগুলো কেমন তা দেখতে চান, তাহলে কোন দিন অবসর সময়ে হাঁটতে হাঁটতে বাকী কবরস্থানের পিছনের দিকটাতে চলে গেলেই হবে। কারণ ঐ দিকটা খোলা এবং পুরো বাকী কবরস্থানের ভিতরের দিকটা দেখা যায়।

২৩. যারা হাঁটতে পারি না বা বেশী হাঁটলে সমস্যা হয় তাদের জন্য মাসজিদে হারামে হুইল চেয়ার পাওয়া যায়। তাওয়াফের সময় আমি তা ফ্রি অথবা রেন্টাল দুই সিস্টেমেই পেতে পারি। আবার হুইল চেয়ার ঠেলার জন্যও লোক ভাড়া নেয়া যায়। অন্যান্য চলন্ত হুইল চেয়ার থেকে নিজ পা সাবধানে রাখা, তা থেকে আঘাতপ্রাপ্ত হলে রক্তক্ষরণ হতে পারে।

২৪. মক্কা থেকে মদীনা বা মদীনা থেকে মক্কা যাওয়ার বাস আমার হাজ্জ প্যাকেজের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত। তবে ঐ সময়ে অতিরিক্ত ভিড়ের কারণে রাস্তায় জ্যাম হয় এবং সময়ও বেশী লাগে। আমার যদি স্বাস্থ্যগত সমস্যা থাকে তাহলে নিজ খরচে প্লেনে বা ট্যাক্সিতেও যেতে পারি। তবে আমি যদি আমার টিমের সাথে না গিয়ে একা একা যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেই তাহলে অবশ্যই আমার এজেন্সির সাথে এ ব্যাপারে পরামর্শ করে নেবো। কারণ আমার পাসপোর্ট কিন্তু মুয়াল্লিমের নিকট জমা রয়েছে।

২৫. স্বর্ণালংকার হাজ্জের আগে না কেনাই ভাল। কারণ বাস্তবে দেখা গেছে যে অনেকে স্বর্ণালংকার কিনে কোথায় রাখবেন তা নিয়ে সারাক্ষণ দুশ্চিন্তায় ভুগেন আর এতে হাজ্জসহ সকল ইবাদাতে মনোযোগ নষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

২৬. মিনার তাঁবুতে ফোন চার্জ দেয়ার ব্যবস্থা আছে কিন্তু আরাফা এবং মুযদালিফাতে ফোন চার্জের কোন ব্যবস্থা নেই।

# মক্কা-মদীনায় অবসর সময় কী করবো?

- অবসর সময়ে হোটেলে বসে অন্যান্য হাজী-ভাইদের সাথে শুধু গল্প-গুজব বা টিভি দেখে সময় কাটানো ঠিক নয়। মনে রাখবো এই সফর আমার জীবনের একটা বিশেষ সফর। এখানে প্রতিটি মুহূর্ত হিসাব করে ব্যয় করা উচিত যাতে আমি এই অল্প সময়ে অধিক লাভবান হতে পারি।

- মক্কায় যত দিন থাকবো ততদিন বেশী বেশী নফল তাওয়াফ করবো। নফল তাওয়াফের নিয়ম একই রকম এতে শুধু সায়ী করার প্রয়োজন নেই।

- আমরা জানি সফররত অবস্থায় ফরয সলাত কসর আদায় করতে হয় এবং কোন সুন্নাহ নেই। যেহেতু মক্কা-মদীনায় সবসময় আসা হয় না তাই কোন কোন স্কলার এই সফররত অবস্থায় সুন্নাহ আদায় করার ব্যাপারে নিষেধ করেননি।

- অবসর সময়ে রুমে বসে বা মাসজিদে বসে কিছু পড়া-শোনা করতে পারি। আগেই বলা হয়েছে রসূল (ﷺ)-এর জীবনী, সাহাবাদের জীবনী, মক্কা-মদীনার ইতিহাস এবং কুরআনের তাফসীর ইত্যাদি পড়তে পারি।

- মক্কা-মদীনার ঐতিহাসিক স্থানগুলো অবশ্যই ঘুরে দেখবো। আর ইতিহাসের সাথে মিলানোর চেষ্টা করবো, এতে অনেক জ্ঞান লাভ হবে। সেসব স্থান দেখার জন্য উপযুক্ত সময় হচ্ছে ফযর সলাতের পরপরই। কারণ তখন সূর্যের তাপ কম থাকে। মাসজিদের পাশেই ড্রাইভাররা 'জিয়ারা-জিয়ারা' বলে ডাকে এই টূরে নিয়ে যাওয়ার জন্য। তারা গ্রুপে নিয়ে যায় এবং জন প্রতি কিছু রিয়াল নেয়, এতে সস্তা পরে। ড্রাইভার সবগুলো স্পট ঘুড়িয়ে দেখিয়ে নিয়ে আসে।

- মাসজিদে নববীর দোতলায় একটি বড় আকারের পাবলিক লাইব্রেরী আছে, সেখানে বিভিন্ন ভাষায় বইপত্র আছে এবং ইন্টারনেট ফ্যাসিলিটি আছে। সেখানে গিয়েও আমি জ্ঞান চর্চায় মনোনিবেশ করতে পারি।

- মাসজিদে নববীর দোতলায় একটি মিউজিয়াম আছে। সেই মিউজিয়ামও ভিজিট করতে পারি। এছাড়া মক্কায় রয়েছে মক্কা লাইব্রেরী ও মক্কা মিউজিয়াম।

# মক্কা-মদীনা থেকে কী আনবো?

সাধারণত হাজ্জের আগে এবং শেষে সকলেই খুব ব্যস্ত হয়ে যান কেনা-কাটা নিয়ে। এই কেনা-কাটায় এতোই মনোযোগী হয়ে পড়েন যে এতে অন্যান্য ইবাদাতের প্রতি মনোযোগ নষ্ট হয়। হাজ্জের আগে ও পরে যে অতিরিক্ত সময়টুকু পাওয়া যায় সেটা মনোযোগের সাথে নফল ইবাদাতে কাটানোই উত্তম। কেননা এই মুহূর্তগুলো হয়তো আমি আর জীবনে না-ও পেতে পারি। মনে রাখবো, নিকৃষ্টতম জায়গা হচ্ছে বাজার। কেনা-কাটায় কোন অন্যায় নেই কিন্তু এতে বেশী সময় ব্যয় না করাই ভাল।

**পরামর্শ ঃ** জামা-কাপড়, কম্বল, টুপি, জায়নামায, তসবীহ ছড়া, আতর, খেজুর এগুলোতো আমি আমার নিজ দেশ থেকেও কিনতে পারবো। কিন্তু যে জিনিস আমার এবং আমার সন্তানদের নৈতিক চরিত্র গঠন করবে সেটা আমি অবশ্যই আনবো আর তা হচ্ছে মহা মূল্যবান দুর্লভ বই। এখানে কিছু বইয়ের নাম দেয়া হলো যা সুলভ মূল্যে যে কোন বইয়ের দোকানে কিনতে পাওয়া যায়। এছাড়া মাসজিদে নববীর দোতলায় ফ্রী বই ডিসট্রিবিউশন সেকশন আছে, সেখান থেকেও কিছু ফ্রী বাংলা-ইংলিশ বই সংগ্রহ করতে পারি। দারুস সালাম পাবলিকেশন্সের বেশ কিছু বাংলা বইও আছে সেগুলোর লিষ্ট এখানে দেয়া হলো না কিন্তু বইগুলো যেন অবশ্যই খুঁজে নিজেদের জন্য কিনে নিয়ে আসি। দারুস সালামের সকল বই-ই অথেন্টিক। কেনার ব্যাপারে কোন প্রকার কার্পণ্য করবো না ইন্‌শাআল্লাহ। মক্কা এবং মদীনায় দারুস সালাম পাবলিকেশন্সের নিজস্ব শো-রুম রয়েছে। সেখান থেকে বইগুলো কিনলে বিশেষ ডিসকাউন্ট পাওয়া যাবে। মক্কায় ক্লক টাওয়ারের পাশের বিল্ডিং আল বায়িত টাওয়ার-এর বেইজমেন্টের দোকান নং ৫-এ ওদের শো-রুম রয়েছে, ফোন ঃ ০৫৫৪০২৯১৫২।

## পারিবারিক লাইব্রেরীর জন্য বই

1. Interpretation of the meaning of the Noble Quran
   - Dr. Muhammad Muhsin Khan & Dr. Muhammad Al-Hilal
2. Tafseer Ibn Kathir (Full set)
3. The Sealed Nectar (Biography of Prophet Mohammad pbuh)
4. Stories of the Prophets – Ibn Kathir
5. The History of Islam - Volume 1 & 2 & 3
6. Biography of Umar Ibn Khattab

7. Biography of Uthman bin Affan - Volume 1 & 2
8. Biography of Abu Bakar - Volume 1 & 2
9. Biography of Ali Ibn Abu Talib
10. Sahih Bukhari
11. Sahih Al Muslim
12. Al Bulugul Maram 2001
13. The Pillars of Islam & Iman
14. The Book of Tawheed
15. Dawa according to Sunnah
16. বাংলা তাফসীর কুরআনুল কারীম- অনুবাদ ঃ ড. মুহাম্মদ মুজীবুর রহমান

# হাজ্জ থেকে ফিরে এসে আমার দায়িত্ব কী?

হাজ্জ থেকে ফিরে আসার পর আমি হয়তো কিছু দিন অসুস্থ থাকতে পারি। আবহাওয়া পরিবর্তনের জন্য এটা হতে পারে। এছাড়া হাজ্জের সময়টাতেও প্রচুর শারীরিক পরিশ্রম করার কারণেও হতে পারে। এতে মন খারাপ করবো না, ধৈর্য ধারণ করবো। ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী ঔষধ সেবন করবো। আমার হাজ্জ কবুল হলো কিনা এ ব্যাপারে কোন প্রকার দ্বিধাদ্বন্দ্বে যেন না ভুগি। এই ধরনের কোন প্রশ্নই তুলবো না এবং মনের মধ্যে কোন প্রকার সন্দেহই রাখবো না। আলহামদুলিল্লাহ, আমার হাজ্জ কবুল হয়েছে এটাই সবসময় মনে করবো। ফিরে আসার পর কিন্তু আমার দায়িত্ব এখন অনেক বেড়ে গেছে। আমাকে আগের চেয়ে অনেক বেশী সতর্ক থাকতে হবে। কারণ ইবলিস শয়তানের ডিউটি আমার পিছনে এখন আরো বেড়ে গেছে। সে এখন আমাকে বিপথে নেয়ার জন্য চারিদিক থেকে চেষ্টা চালিয়ে যাবে। সূরা আরাফের ১৭ নং আয়াতে ইবলিস শয়তান ঘোষণা দিয়েছে ঃ "আমি মানব জাতির ডান দিক দিয়ে আসব, বাম দিক দিয়ে আসব, সামনের দিক দিয়ে আসব, পিছন দিক দিয়ে আসব।" তাই আমি সতর্ক থাকবো এবং নিম্নের কাজগুলো অনুসরণ করবো, ইন্‌শাআল্লাহ।

- যে সকল গুনাহগুলো আমি পূর্বে করতাম সেগুলো আর করবো না, ইন্‌শাআল্লাহ। হতে পারে সেগুলো ছোট ছোট গুনাহ বা বড় বড় গুনাহ। প্রয়োজনে একান্ত গোপনে তার একটা লিষ্ট তৈরী করতে পারি।
- নিজেসহ পরিবারকে ইসলামী শিক্ষায় শিক্ষিত করার প্রজেক্ট হাতে নেই।
- নিজ বাড়িতে ইসলামী পরিবেশ তৈরী করি।

- নিয়্যত করি পুরো কুরআনের অর্থসহ তাফসীর পড়ে শেষ করবো। শুধু তিলাওয়াতের মধ্যে নিজেকে সীমাবদ্ধ রাখবো না।
- প্রতিদিন অন্ততপক্ষে ১ঘণ্টা কুরআন-হাদীসের উপর জ্ঞান অর্জন করি।
- ভুল শিক্ষা থেকে সাবধানতা অবলম্বন করি এবং Authentic source থেকে জ্ঞান অর্জন করি।
- নিজের হালাল রুজি থেকে নিয়মিত সদাকা করি। আগের চেয়ে সদাকা বাড়িয়ে দেই। দ্বীন ইসলাম প্রতিষ্ঠা এবং প্রচারের জন্য অর্থ ব্যয় করি।
- মহিলাদের মাঝে পর্দার ঘাটতি থাকলে তা দিন দিন পরিপূর্ণ করার চেষ্টা করি। পর্দার বিষয়ে কুরআন ও সহীহ হাদীস থেকে জ্ঞান অর্জন করি।
- টিভিতে আজেবাজে মুভি, নাটক, নাচ, গান ইত্যাদি দেখা বন্ধ করি।
- নিয়মিত মাসজিদে গিয়ে জামা'আতে সলাত আদায়ের অভ্যাস করি।
- কোন দিন মাসজিদে যেতে না পারলে নিজ ঘরে পরিবারের সবাইকে নিয়ে জামা'আত করে সলাত আদায় করি।
- ইসলামিক মাইন্ডেড পরিবারের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করি এবং তাদের সাথেই নিয়মিত উঠা-বসা করি।
- সপরিবারে নিয়মিত ইসলামিক প্রোগ্রাম, সেমিনার, শর্ট কোর্স এবং ওয়ার্কশপে অংশগ্রহণ করি।
- ঘরে বসে সপরিবারে নিয়মিত ইসলামিক স্কলারদের লেকচার দেখি।
- অন্যের সমালোচনা না করে বেশী বেশী আত্মসমালোচনা করি এবং নিজের দোষ-ত্রুটিগুলো আস্তে আস্তে কমিয়ে নিয়ে আসি।
- অতিরিক্ত অর্থ উপার্জন এবং সম্পদের প্রতি লোভ কমিয়ে নিয়ে আসি।
- নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশা আস্তে আস্তে বন্ধ করে দেই। যে কোন প্রোগ্রামে দুই গ্রুপের মধ্যে একটা নির্দিষ্ট দূরত্ব বজায় রাখি।
- কোথাও দাওয়াত খেতে গেলে যেন পুরো সময়টা গল্প-গুজবে পার না হয়, সেখানে কুরআন-হাদীস থেকে ২০-৩০ মিনিটের শিক্ষণীয় বক্তব্য রাখি এবং পারিবারিক দাওয়াতকে অর্থপূর্ণ করে তুলি।
- পরিবারের সবাইকে নিয়ে সপ্তাহে একদিন নিজ ঘরে ইসলামের কোন একটা বিষয়ের উপর পারিবারিক প্রোগ্রাম করি।
- নিজ ঘরে ইসলামী বইপত্র এবং ডিভিডি দিয়ে একটি পারিবারিক লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠা করি।

## ইবলিস (শয়তান) হতে সাবধানতা

আমি হয়তো মনে করছি আমি সঠিক পথেই আছি। পাঁচ ওয়াক্ত সলাত যেমন অনেকেই আদায় করে তেমনি আমিও আদায় করি। বুঝার সুবিধার্থে একটি উদাহরণ দেয়া যাক। একটি ক্লাশে ৫০ জন ছাত্র আছে তাদের মধ্যে যাদের রোল নং ১ থেকে ৫ তারাও ছাত্র, আবার যাদের রোল নং ৪৫ থেকে ৫০ তারাও ছাত্র। এই দুই গ্রুপের মর্যাদা কি এক? অবশ্যই এক না। তাই আমিও আর আট-দশজন মুসলিমের মতো না, আমার কোয়ালিটি অন্যান্যদের থেকে অবশ্যই উন্নত। আর এই কোয়ালিটি উন্নত করতে হলে আমাকে অন্যান্য মুসলিমদের মতো গতানুগতিক জীবন পরিচালনা করলে চলবে না। যখনই নিয়ম মতো জীবন পরিচালনা করতে চাইবো তখনই ইবলিস বাধা সৃষ্টি করবে। অন্যদের পিছনে যদি একজন করে ইবলিস নিযুক্ত থাকে এখন থেকে আমার পিছনে হয়তো থাকবে একাধিক, তাই সবসময় সচেতন থাকতে হবে।

## আমাদের ব্যস্ততা সম্পর্কে আল্লাহ কি বলেন?

হাদীসে কুদসী ঃ 'আল্লাহ তা'আলা বলেন, হে আদম সন্তান, আমার দ্বীনের কাজের জন্য তুমি (দুনিয়ার) ব্যস্ততা কমাও, আমি তোমার অন্তরকে প্রাচুর্য দিয়ে ভরে দেব এবং তোমার দরিদ্রতা ঘুচিয়ে দেব। আর যদি তা না কর, তবে তোমার হাত (আমি) ব্যস্ততায় ভরে দেব এবং তোমার অভাব দূর করব না।' (তিরমিযী, মুসনাদ আহমদ, ইবনে মাজাহ)

নবী করীম (ﷺ) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি পরকালকে তার জীবনের পরম ঠিকানা বানিয়ে নিয়েছে আল্লাহ তার যাবতীয় অভাব-অনটনের দেখাশুনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন আর যে ব্যক্তির আগ্রহ-আরাধনা হয়েছে পার্থিব বিষয়াদি তবে আল্লাহ তার বিষয়ে কোনো জামিনদার নন। [ইবনে মাজাহ]

## নিজ পরিবার ও আত্মীয়-স্বজনদের মধ্যে দাওয়াতী কাজ

আমরা স্বামী-স্ত্রী মূলতঃ 'প্যারেন্টিং এবং ফ্যামিলি ডেভেলপ্‌মেন্ট' নিয়ে গবেষণা করি। আমাদের প্রকাশিত বইগুলোর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হচ্ছে পারিবারিক উন্নয়ন। আমরা সকলেই চাই দুনিয়া এবং আখিরাত দুই দিকেই সফলতা। সঠিক ইসলামী জ্ঞান এবং সেই অনুযায়ী জীবন পরিচালনা ছাড়া এটা কিছুতেই সম্ভব না। আমাদের মতো যারা ইউনিভার্সিটি পড়ুয়া জেনারেল এডুকেশনে এডুকেটেড তাদের সঠিক ইসলামের উপর একাডেমিক এবং সিলেবাসভিত্তিক পড়াশোনার সুযোগ হয় নাই। আমরা দ্বীন ইসলাম সম্পর্কে

যতোটুকুই জানি তা শুনে শুনে বা দুই একটা বই পড়ে যার বিস্তৃতি বা গভীরতা নগণ্য। আমরা যারা দ্বীন ইসলাম সম্পর্কে নির্ভরযোগ্য ও আমলযোগ্য জ্ঞান অর্জন করতে চাই তাদের সামনে এক মহাসমুদ্র, কোথা থেকে শুরু করবো আর কোথায় গিয়ে শেষ করবো বুঝে উঠা মুশকিল! এছাড়া আমাদের সামনে ইসলামের উপর বাস্তব জীবনধর্মী কোন পরিপূর্ণ সিলেবাসও নেই। বরং রয়েছে বাজার ভরা আনঅথেন্টিক বই-পত্রের সমারোহ। আমরা যারা ব্যস্ত জীবন-যাপন করি তাদের সময়-সুযোগ করে সব দিক মিলিয়ে সঠিক ইসলামকে জানার জন্য প্রচুর পড়া-শোনার সময়ও হয়ে উঠে না।

এই বিষয়ে আমরা নিজেরা (স্বামী-স্ত্রী) যেহেতু ভুক্তভুগি ছিলাম তাই অন্যদের কথা চিন্তা করে দ্বীন ইসলামের উপর আমাদের ১২ বছরের অধ্যয়ন, বিভিন্ন কোর্স, ওয়ার্কশপ, সেমিনার, কনফারেন্স, সহীহ স্কলারদের সান্নিধ্য এবং গবেষণার ফল ১২টি বইতে বিষয়ভিত্তিকভাবে উপস্থাপন করার চেষ্টা করেছি। বইগুলোর পরিচিতি এই হাজ্জের বইয়ের ব্যাক কাভারে রয়েছে। কোন পরিবার যদি ১২টি বইয়ের এই সিলেবাস এক বছর অধ্যয়ন করেন তাহলে তাদের সঠিক দ্বীনের উপর একটা স্ট্যান্ডার্ড লেভেলে নলেজ হবে ইন্‌শাআল্লাহ। আমরা ১২ বছরে যা শিখেছি আশা করি এই ফ্যামিলি ডেভেলপ্‌মেন্ট প্যাকেজের ১২টি বই অধ্যয়ন করলে তা এক বছরেই পাওয়া সম্ভব, ইন্‌শাআল্লাহ। একই কথা চিন্তা করে আমরা বড়দের ডেভেলপ্‌মেন্টের পাশাপাশি সন্তানদের শিক্ষার উদ্দেশ্যে বাংলা মিডিয়ামের জন্য ১২টি বই বাংলায় এবং ইংরেজী মিডিয়ামের জন্য ১২টি বই ইংরেজীতে প্রকাশ করেছি।

## ফ্যামিলি ডেভেলপ্‌মেন্ট প্যাকেজের ১২টি বই

১) তাকওয়া; ২) ঈমানের স্বচ্ছ ধারণা; ৩) এই আধুনিক যুগে কিভাবে সুখি ও সুন্দর পরিবার গঠন করবো; ৪) নারীদের যে বিষয়গুলো না জানলেই নয় - মহিলা বিষয়ক ২৫০টি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন ও উত্তর; ৫) The Way is One - তাওহীদ ও শিরক এবং সুন্নাত ও বিদ'আত; ৬) প্যারেন্টিং; ৭) মহিলা পুরুষে সলাতে কোন পার্থক্য নেই - এছাড়া এই বইয়ে রয়েছে যাকাত ও সিয়ামের উপর ২০০টি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন ও উত্তর; ৮) ছাত্র-ছাত্রীরা কীভাবে জীবনে উন্নতি করবে; ৯) One Ayah a Day; ১০) One Hadith a Day; ১১) আমাদের মুসলিম পরিবারের ছেলেমেয়েরা কেন ইসলাম থেকে দূরে সরে যাচ্ছে; ১২) বিপদ ও দুঃচিন্তা থেকে মুক্তির সহীহ দু'আ ও পদ্ধতি এবং নফল ইবাদাত সম্পর্কে সঠিক তথ্য ও পদ্ধতি।

## পারিবারিক গিফ্‌ট

আমরা যখন কোথাও দাওয়াত খেতে যাই সেখানে সাধারণত নানা রকম গিফ্‌ট সামগ্রী নিয়ে যাই। যা একটি পরিবারের পারিবারিক ডেভেলপ্‌মেন্টে কোন ভূমিকা রাখে না। আমরা কি কখনো গভীরভাবে চিন্তা করে দেখেছি যে এই উপহারের ধরণ একটু পরিবর্তন করলে আমরা উভয় পক্ষই অসীম উপকৃত হতে পারি? তাই আমরা যখন কোন দাওয়াত খেতে যাই তখন এই ফ্যামিলি ডেভেলপ্‌মেন্ট প্যাকেজের ১২টি বইয়ের গিফ্‌ট বক্স একটি সুন্দর গিফ্‌ট ব্যাগে গিফ্‌ট হিসেবে উপহার দিতে পারি। এতে দাওয়াত খাওয়াও হলো এবং ঐ পরিবারটিকে দ্বীন ইসলামের দাওয়াতও দেয়া হলো। এতে আল্লাহর রহমত নিহিত থাকবে দু'পক্ষের জন্যেই।

## সন্তানদের প্রতি করণীয়

সন্তান-সন্ততি আল্লাহর পক্ষ হতে আমানত। আমরা কি চাই আমাদের সন্তান একজন ভাল একাডেমিক হওয়ার পাশাপাশি একজন ভাল মুসলিম হোক? আমরা কি চাই আমাদের সন্তানেরা দুনিয়া এবং আখিরাত দুই দিকেই সফলতা অর্জন করুক? সন্তানদের কিভাবে লালন-পালন করবো এই বিষয়ে আরো বিস্তারিত জানার জন্য IFD প্রকাশিত এই বই দু'টি পড়ার অনুরোধ রইলো।

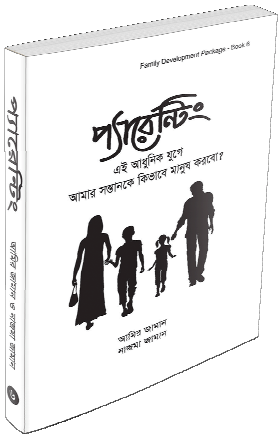


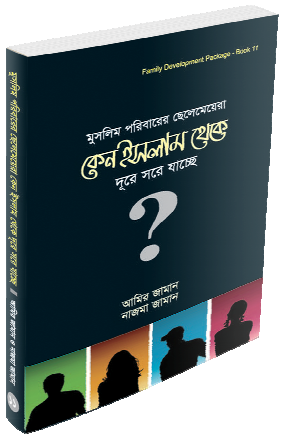

# ছোটদের ইসলামী শিক্ষা সিরিজ (১ থেকে ১২)

(১২টি বইয়ের একটি পরিপূর্ণ সেট। ৩য় থেকে ৮ম শ্রেণীর শিশুদের জন্য)

আজই সন্তানদের জন্য সংগ্রহ করি এবং অন্যদেরকে উপহার দেই।

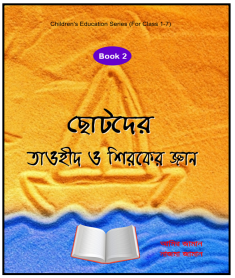


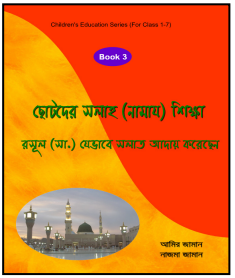


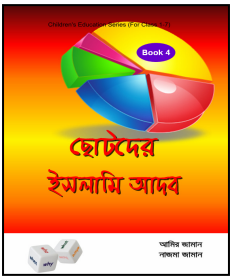


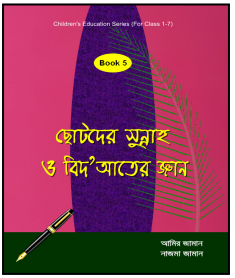

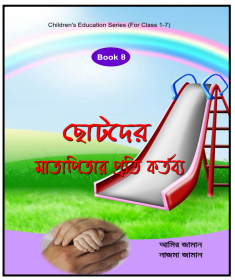

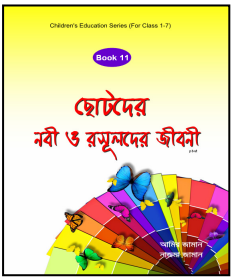


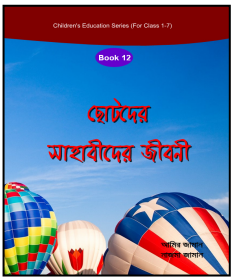

৮ম অধ্যায়

# হাজ্জের জন্য কিছু জরুরী দু'আ

## দু'আ পাঠ করার ক্ষেত্রে সতর্কতা

দু'আ-দুরূদের ব্যাপারে আমাদের খুব সাবধানতা অবলম্বন করা জরুরী। বাজারে দু'আ-দুরূদের প্রচুর বই পাওয়া যায় যার মধ্যে অনেক কিছুই আছে যা সঠিক বা authentic নয় অর্থাৎ যার কোন কুরআন ও সহীহ হাদীসের দলিল নেই। মনে রাখা দরকার, যা কুরআন ও সহীহ হাদীসে নেই তা আমল করা যাবে না। কেউ আমাকে কোন দু'আ-দুরূদ দিলে তা অবশ্যই কুরআন ও সহীহ হাদীস থেকে যাচাই করে নিতে হবে, তার সম্পর্কে যত বড় ফযীলতই বর্ণনা করা হোক না কেন। পরবর্তী পাতায় কুরআন ও সহীহ হাদীস অনুযায়ী কিছু দু'আ দেয়া হলো যা আমরা আমল করতে পারি। এই দু'আগুলো সৌদিআরবের জ্ঞান গবেষণা, ফাতওয়া, দাওয়াত ও ইরশাদ বিভাগের ডাইরেক্টর জেনারেল এবং কাবা ঘরের ইমাম শায়খ আব্দুল আযীয বিন আবদুল্লাহ বিন বায (রাহিমাহুল্লাহ) দ্বারা প্রণীত। সম্পাদনা ও প্রকাশনায় ঃ আল্-সুলাই ইসলামী দা'ওয়া সেন্টার, সাউদী আরব।

এই বইতে নিত্য প্রয়োজনীয় আরো কিছু বিষয়ভিত্তিক দু'আ উপস্থাপন করা হয়েছে। উক্ত দু'আগুলো মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় সংকলিত "হিসনুল মুসলিম" থেকে নেয়া হয়েছে। সংকলনে সাঈদ ইবনে আলী ইবনে ওয়াহফ্ আল-কাহ্তানী এবং তাহক্বীক (verification) - আল্লামা নাসিরুদ্দীন আলবানী (রহ.)।

# উমরাহ এবং হাজ্জ সংক্রান্ত দু'আ

## (১) তাওয়াফ শুরুর দু'আ

হাজরে আসওয়াদে চুম্বন বা ইশারা করার সময় দু'আ ঃ

بِسْمِ اللَّهِ وَاللَّهُ أَكْبَرُ

*বিসমিল্লাহি ওয়াল্লাহু আকবার।*

অর্থ ঃ আল্লাহ তা'আলার নামে আরম্ভ করলাম, আর আল্লাহ তা'আলা সর্বশ্রেষ্ঠ।

**নোট ঃ** প্রথম চক্করে ডান হাত উঠিয়ে হাজরে আসওয়াদের দিকে ইঙ্গিত করে *'বিসমিল্লাহি ওয়াল্লাহু আকবার'* বলতে হবে। দ্বিতীয় থেকে সপ্তম চক্কর পর্যন্ত শুধু *'আল্লাহু আকবার'* বলতে হবে।

## (২) তাওয়াফের সময় দু'আ

سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ

*সুবহা-নাল্লা-হি ওয়াল হামদু লিল্লা-হি ওয়া লা-ইলাহা ইল্লাল্লা-হু ওয়াল্লা-হু আকবার, ওয়ালা- হাওলা ওয়ালা- কুউওয়াতা ইল্লা- বিল্লা-হ।*

অর্থ ঃ আল্লাহ তা'আলা পবিত্র। যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহ তা'আলারই প্রাপ্য। আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত কোন মাবুদ নেই। আল্লাহ তা'আলা সর্বশ্রেষ্ঠ। আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহ ব্যতীত কোন শক্তি বা ক্ষমতা নেই। (ইবনে মাজাহ)

তারপর সুন্নাহ মুতাবিক দু'আ ইচ্ছেমত নিজের ভাষায় করতে পারবো। এছাড়া কুরআন তিলাওয়াতও করতে পারবো।

## (৩) রুকনে ইয়ামানীর বিশেষ দু'আ

রুকনে ইয়ামানী হতে হাজরে আসওয়াদের দিকে যেতে যেতে অনবরত নিম্নের দু'আটি পড়তে হয়।

رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

*রব্বানা- আ-তিনা- ফিদ্দুনইয়া- হাসানাতাওঁ ওয়াফিল আ-খিরতি হাসানতাওঁ ওয়াক্বিনা-'আযা-বান্না-র।*

অর্থ ঃ হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে ইহকালের মঙ্গল ও পরকালের কল্যাণ দান করুন এবং জাহান্নামের আযাব হতে রক্ষা করুন। (সূরা আল বাকারা ঃ ২০১)

## (৪) তাওয়াফ শেষে মাক্বামে ইব্রাহীম-এর দিকে আসার সময় দু'আ

وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى

*ওয়াত্তাখিযু মিমমাক্ব-মি ইব্রা-হীমা মুসল্লা।*

অর্থ ঃ এবং মাক্কামে ইব্রাহীমকে সলাতের স্থান হিসেবে গ্রহণ কর।

## (৫) যমযমের পানি পান করার দু'আ

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ عِلْمًا نَافِعًا وَرِزْقًا وَاسِعًا وَشِفَاءً مِنْ كُلِّ دَاءٍ

*আল্লা-হুম্মা ইন্নি- আসআলুকা 'ইলমান নাফিয়া, ওয়া রিযক্বন ওয়াসি'আও ওয়াশিফাআম মিন্ কুল্লি দা'ই।*

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট উপকারী জ্ঞান, গ্রহণযোগ্য আমল, সুপ্রশস্ত উপজীবিকা এবং যাবতীয় রোগ হতে মুক্তি কামনা করছি।

## (৬) তাওয়াফ শেষ করে সাফা পাহাড়ের দিকে যাওয়ার সময় দু'আ

إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ

*ইন্নাস সাফা- ওয়াল মারওয়াতা মিন শা'আ-ইরিল্লা-হ, ফামান হাজ্জাল বাইতা আউ'ইতামারা ফালা- জুনা-হা 'আলাইহি আইয়্যাত্ত্বওওয়াফা বিহিমা-, ওয়ামান্ তাতওয়্যা'আ খয়রান্ ফাইন্নাল্লা-হা শা-কিরুন 'আলী-ম।*

অর্থ ঃ নিশ্চয় 'সাফা' ও 'মারওয়া' আল্লাহর নিদর্শন সমূহের অন্তর্গত, অতএব যে ব্যক্তি এই গৃহের 'হাজ্জ' অথবা উমরাহ করে তাদের দু'টির মাঝে প্রদক্ষিণ করা দূষণীয় নয়, এবং কোন ব্যক্তি স্বেচ্ছায় সৎকর্ম করলে আল্লাহ মূল্যদানকারী, সর্বজ্ঞাত। (সূরা আল বাকারা ঃ ১৫৮)

أَبْدَأُ بِمَا بَدَأَ اللهُ بِهِ.

*আবদাউ' বিমা- বাদাআল্লাহু বিহি।*

অর্থ ঃ আমি শুরু করছি যেখান থেকে আল্লাহ শুরু করেছেন।

## (৭) সাফা/মারওয়া পাহাড়ে চড়ে দু'আ

সাফা/মারওয়া পাহাড়ে চড়ে কাবার দিকে মুখ ফিরিয়ে প্রার্থনাকারীর ন্যায় দু'হাত উর্ধে তুলে তিনবার নিম্নোক্ত দু'আ করতে হয়।

اللهُ أَكْبَرُ، اللهُ أَكْبَرُ، اللهُ أَكْبَرُ، لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ، لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ، أَنْجَزَ وَعْدَهُ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ، وَهَزَمَ الأَحْزَابَ وَحْدَهُ

*আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, লা-ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু ওয়াহদাহু লা শারীকা লাহু লাহুল মুলকু ওয়ালাহুল হাম্দু ওয়া হুয়া 'আলা কুল্লি শাই'ইন ক্বদীর। লা-ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু ওয়াহদাহু আনজাযা ওয়া'দাহু ওয়া নাসারা 'আব্দাহু ওয়া হাযামাল আহ্যা-বা ওয়াহ্দাহু।*

অর্থ ঃ আল্লাহ মহান, আল্লাহ মহান, আল্লাহ মহান, আল্লাহ ছাড়া কোন সত্য ইলাহ নেই, তিনি একক, তার কোনও শরীক নেই। তারই জন্য সমগ্র রাজত্ব এবং যাবতীয় প্রশংসা তারই প্রাপ্য, আর তিনি সমস্ত বস্তুর উপর শক্তিমান। আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত কোনও মাবুদ নেই, তিনি একক, তিনি তদীয় প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করেছেন। তাঁরই বান্দা মুহাম্মাদ (ﷺ)-কে সাহায্য করেছেন এবং তিনি একাই সমগ্র বাহিনীকে পরাজিত করেছেন। (সহীহ মুসলিম)

## (৮) আরাফায় তাকবীর

৯ই যিলহাজ্জ তারিখে ফযরের সলাতের পর আরাফাতের দিকে রওয়ানা হতে হবে এবং উঁচু আওয়াজে লাব্বাইকা ধ্বনির সাথে সাথে নিম্নোক্ত তাকবীর পড়তে হয়।

اللهُ أَكبرُ اللهُ أَكبرُ اللهُ أَكبر , لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولِلّهِ الحَمْد

لا اِلهَ اِلّا اللهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ . لَهُ الْمُلْكُ وَ لَهُ الْحَمْدُ وَ هُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

*আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, লা-ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু ওয়াল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার ওয়ালিল্লাহিল হামদ্, লা-ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু ওয়াহদাহু লা শারীকা লাহু লাহুল মুলকু ওয়ালাহুল হাম্দু ওয়া হুয়া 'আলা-কুল্লি শাই'ইন ক্বদীর।*

অর্থ ঃ আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ, আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ। আল্লাহ ব্যতীত কোন মাবুদ নেই, আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ আল্লাহর জন্যই যাবতীয় প্রশংসা। আল্লাহ ব্যতীত কোনও মাবুদ নেই, তিনি একক, তার কোনও শরীক নেই। সমগ্র রাজত্ব তারই জন্য, যাবতীয় প্রশংসা তারই প্রাপ্য এবং তিনিই সকল বস্তুর উপর শক্তিমান। (জামে আত তিরমিযী)

## (৯) আরাফার মাঠে বিশেষ দু'আ

لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ.

*লা-ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু ওয়াহদাহু লা শারীকা লাহু লাহুল মুলকু ওয়ালাহুল হাম্দু ওয়া হুয়া 'আলা- কুল্লি শাই'ইন ক্বদীর।*

অর্থ ঃ আল্লাহ ব্যতীত কোনও মাবুদ নেই, তিনি একক, তার কোনও শরীক নেই। সমগ্র রাজত্ব তারই জন্য, যাবতীয় প্রশংসা তারই প্রাপ্য এবং তিনিই সকল বস্তুর উপর শক্তিমান। (জামে আত তিরমিযী)

## (১০) আরাফার দিনে পড়ার জন্য আরো কিছু জরুরী দু'আ

রসূলুল্লাহ (ﷺ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ আল্লাহর নিকট চারটি কালাম সর্বাধিক প্রিয় তা হচ্ছে সুবহা-নাল্লাহ (আল্লাহ মহান এবং পবিত্র), আলহামদুলিল্লাহ (সমস্ত প্রশংসা একমাত্র আল্লাহর জন্য), লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ (আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই), আল্লাহু আকবার (আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ)। খুব নম্রতার সাথে মনোযোগ সহকারে এইগুলো পাঠ করা।

سُبْحَانَ اللهِ وَ بِحَمْدِهٖ، سُبْحَانَ اللهِ الْعَظِيْمِ

*সুবহা-নাল্লা-হি ওয়া বিহামদিহী, সুবহা-নাল্লা-হিল 'আযীম।*

অর্থ ঃ পাক-পবিত্র আল্লাহ, তাঁরই প্রশংসা বর্ণনা করছি, যিনি সর্বদোষমুক্ত মহান ও মহীয়ান। (সহীহ মুসলিম)

## (১১) আরাফার দিনের দু'আ

لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللهِ

*লা-হাওলা ওয়ালা- ক্বুওয়াতা ইল্লা- বিল্লা-হ।*

অর্থ ঃ কারও শক্তি নেই দুঃখ কষ্ট দূর করার আর কারও ক্ষমতা নেই সুখ শান্তি প্রদানের একমাত্র আল্লাহ ছাড়া। (সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম)

## (১২) আরাফার দিনের দু'আ

رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

*রব্বানা আ-তিনা- ফিদ্দুনইয়া- হাসানাতাওঁ ওয়াফিল আ-খিরতি হাসানাতাওঁ ওয়াক্বিনা-'আযা-বান্না-র।*

অর্থ ঃ হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে ইহকালের মঙ্গল ও পরকালের কল্যাণ দান করুন এবং জাহান্নামের আযাব হতে রক্ষা করুন। (সূরা আল বাকারা ঃ ২০১)

## (১৩) আরাফার দিনের দু'আ

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فِىْ دِيْنِىْ وَ دُنْيَاىَ وَاَهْلِىْ وَمَالِىْ.

*আল্লা-হুম্মা ইন্নী আসআলুকাল আফওয়া ওয়াল 'আ-ফিয়াতা ফী দীনি ওয়া দুনইয়া-ইয়া ওয়া আহলী ওয়া মা-লী-।*

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট প্রার্থনা জানাই মার্জনার, আর কামনা করি আমার দ্বীন ও দুনিয়ার, আমার পরিবার-পরিজন ও সহায়-সম্পদের নিরাপত্তার। (আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ)

## (১৪) আরাফার দিনের দু'আ

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِىْ خَاطِئَتِىْ وَجَهْلِىْ وَاِسْرَافِىْ فِىْ اَمْرِىْ وَمَا اَنْتَ اَعْلَمُ بِهٖ مِنِّىْ.

*আল্লা-হুম্মাগফিরলী- খ-ত্বিআতী ওয়া জাহলী- ওয়া ইসরফী ফী আমরী- ওয়া মা-আন্‌তা 'আলামু বিহি মিন্‌নী-।*

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! তুমি মাফ করে দাও গুনাহ, ত্রুটি-বিচ্যুতি এবং অজ্ঞতা, আমার কাজকর্মে আমার সীমালঙ্ঘন এবং আমার তরফ হতে সংঘটিত সেই সব অপরাধ যা তুমি আমা অপেক্ষা অধিক জান। (সহীহ বুখারী, মুসলিম)

## (১৫) আরাফার দিনের দু'আ

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِىْ جِدِّىْ وَهَزْلِىْ وَخَطَاءِىْ وَعَمَدِىْ وَكُلَّ ذَالِكَ عِنْدِىْ.

*আল্লা-হুম্মাগফিরলী- জিদ্দী- ওয়া হাযা-লী- ওয়া খত্ব-য়ী ওয়া আমাদী- ওয়া কুল্লা যা-লিকা ইন্‌দী।*

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! ক্ষমা করে দাও তুমি আমার দ্বারা অনুষ্ঠিত প্রকৃত অপরাধ, আমার হাসি-তামাশাকৃত পাপ, আমার ছোট-খাট ত্রুটি-বিচ্যুতি, আমার সংকল্পিত কিন্তু অকৃত অনাচার এবং আমার তরফ হতে কৃত সমস্ত পাপাচার। (সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম)

## (১৬) আরাফার দিনের দু'আ

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُبِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَاَعُوْذُبِكَ مِنَ الْجُبْنِ وَالْحَرَامِ وَالْبُخْلِ وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ.

*আল্লা-হুম্মা ইন্নী আ'উযুবিকা মীনাল 'আজযি ওয়াল কাসাল, ওয়া আ'উযুবিকা মীনাল জুবনি ওয়াল হার-মি ওয়াল বুখলি ওয়া আউযুবিকা মিন 'আযা-বিল ক্বর।*

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! আমি তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করি অক্ষমতা ও অলসতা হতে, তোমার আশ্রয় ভিক্ষা করি ভীরুতা, কাপুরুষতা, বার্ধক্যের অপারগতা এবং কৃপণতার লানত হতে আর তোমারই আশ্রয় চাই কবরের আযাব হতে। (আবু দাউদ, নাসাঈ)

## (১৭) আরাফার দিনের দু'আ

سُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللهُ وَاللهُ اَكْبَرُ. وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ اِلاَّ بِاللهِ.

*সুবহা-নাল্লাহি ওয়ালহামদু লিল্লাহি ওয়ালা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবার। ওয়ালা- হাওলা ওয়ালা- কুওওয়াতা ইল্লা- বিল্লা-হ।*

অর্থ ঃ আল্লাহ তা'আলা পবিত্র। যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহ তা'আলারই প্রাপ্য। আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত কোন মাবুদ নেই। আল্লাহ তা'আলা সর্বশ্রেষ্ঠ। আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহ ব্যতীত কোন শক্তি সামর্থ্য হতে পারে না। (ইবনে মাজাহ)

# সকাল-সন্ধ্যায় পড়ার দু'আ

**(১৮) সকাল ও সন্ধ্যায় তিনবার পড়তে হয়**

أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ

*আউ'যু বিকালিমা-তিল্লাহিত তাম্মা-তি মিন্ শাররি মা-খলাক্ব।*

অর্থ ঃ আল্লাহর পূর্ণ গুণাবলীর বাক্য দ্বারা তাঁর নিকট আমি অনিষ্টকর সৃষ্টির অপকার থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। (সহীহ মুসলিম, তিরমিযী, আহমাদ)

**(১৯) সকালে সাতবার এবং সন্ধ্যায় সাতবার পড়তে হয়**

حَسْبِيَ اللهُ لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ

*হাসবিইয়াল্লা-হু লা-ইলাহা ইল্লা হুয়া 'আলাইহি তাওয়াক্কালতু ওয়া হুয়া রব্বুল 'আরশিল 'আযী-ম।*

অর্থ ঃ আল্লাহই আমার জন্য যথেষ্ট, তিনি ব্যতীত ইবাদাতের যোগ্য কোনো সত্তা (ইলাহ) নেই, আমি তাঁর উপরই নির্ভর করি, তিনি মহান আরশের অধিপতি। (আবু দাউদ)

**(২০) সকালে ও সন্ধ্যায় একবার পড়তে হয়**

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ

*আল্লা-হুম্মা ইন্নী আসআলুকাল 'আফওয়া ওয়াল 'আ-ফি-য়াতা ফিদ্দুন্ইয়া ওয়াল আ-খিরাহ।*

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট দুনিয়া ও আখিরাতে ক্ষমা ও নিরাপত্তা প্রার্থনা করছি। (ইবনে মাজাহ)

**(২১) ফযরের সলাতের পর পড়তে হয়**

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ عِلْماً نَافِعاً، وَرِزْقاً طَيِّباً، وَعَمَلاً مُتَقَبَّلاً

*আল্লা-হুম্মা ইন্নী আসআলুকা 'ইলমান না-ফি'আন, ওয়া রিয্ক্বন ত্বয়্যিবান, ওয়া 'আমালাম মুতাক্ব্ব্বালান।*

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকটে উপকারী জ্ঞান, পবিত্র জীবিকা এবং তোমার গ্রহণযোগ্য আমল প্রার্থনা করছি। (ইবনে মাজাহ, আহম্মদ)

## (২২) প্রতিদিন সকালে পড়তে হয়

اللَّهُمَّ بِكَ أَصْبَحْنَا، وَبِكَ أَمْسَيْنَا، وَبِكَ نَحْيَا، وَبِكَ نَمُوتُ وَإِلَيْكَ النُّشُورُ

*আল্লা-হুম্মা বিকা আসবাহনা ওয়াবিকা আমসাইনা, ওয়াবিকা নাহ্ইয়া, ওয়াবিকা নামূতু ওয়াইলাইকান নুশূর।*

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! আমরা তোমারই অনুগ্রহে প্রত্যুষে উপনীত হই এবং তোমারই অনুগ্রহে সন্ধ্যায় উপনীত হই। তোমারই ইচ্ছাতে আমরা জীবিত রয়েছি, তোমারই ইচ্ছায় আমরা মৃত্যুবরণ করব, আর তোমারই দিকে কিয়ামত দিবসে পুনরুত্থিত হয়ে সমবেত হব। (তিরমিযী)

## (২৩) প্রতিদিন সন্ধ্যায় পড়তে হয়

اللَّهُمَّ بِكَ أَمْسَيْنَا، وبِكَ نَحْيا ، وبِكَ نمُوتُ وإِلَيْكَ المَصِير

*আল্লা-হুম্মা বিকা আমসাইনা- ওয়াবিকা নাহ্ইয়া, ওয়াবিকা নামূ-তু ওয়াইলাইকাল মাছী-র।*

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! তোমারই অনুগ্রহে সন্ধ্যায় উপনীত হই এবং তোমারই অনুগ্রহে প্রত্যুষে উপনীত হই। তোমারই ইচ্ছায় জীবিত রয়েছি, তোমারই ইচ্ছায় মৃত্যুবরণ করি, আর তোমারই নিকট প্রত্যাবর্তন করতে হবে। (তিরমিযী)

## (২৪) ভোর হলে তিনবার পড়তে হয়

سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ: عَدَدَ خَلْقِهِ، وَرِضَا نَفْسِهِ، وَزِنَةَ عَرْشِهِ وَمِدَادَ كَلِمَاتِهِ

*সুবহা-নাল্লা-হি অবিহামদিহি 'আদাদা খলক্বিহি ওয়ারিদ্ব নাফসিহি ওয়াযিনাতা 'আরশিহি ওয়ামিদা-দা কালিমা-তিহি।*

অর্থ ঃ আমি আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা করছি তাঁর প্রশংসার সাথে তাঁর সৃষ্ট বস্তুসমূহের সংখ্যায় সমান, তাঁর নিজের সন্তোষের সমান, তাঁর আরশের ওজনের সমান ও তাঁর বাণীসমূহ লিখার কালি পরিমাণ অসংখ্যবার। (মুসলিম)

## (২৫) প্রতিদিন একশতবার পড়তে হয়

أَسْتَغْفِرُ اللهَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ

*আসতাগফিরুল্লা-হা ওয়া আতূবু ইলাইহি।*

অর্থ ঃ আমি মহান আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করি এবং তাঁর নিকটই তাওবা করছি। (সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম)

## (২৬) জাহান্নামের আযাব থেকে মুক্তির দু'আ

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُبِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ.

*আল্লা-হুম্মা ইন্নী আউযুবিকা মিন আযা-বি জাহান্নাম।*

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট জাহান্নামের শাস্তি হতে মুক্তি চাই। (সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম)।

## (২৭) তাওবা ও ইসতিগফারের দু'আ

رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ

*রব্বানা- যলামনা- আন্‌ফুছানা- ওয়াইল্লাম তাগফির লানা- ওয়াতার হাম্‌না- লানাকু-নান্না মিনাল খ-ছিরী-ন।*

অর্থ ঃ হে আমাদের রব! আমরা আমাদের নাফসের (নিজের) উপর যুল্‌ম করেছি। যদি তুমি আমাদের ক্ষমা ও দয়া না কর, তাহলে আমরা অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্তদের মধ্যে গণ্য হবো। (সূরা আ'রাফ ৭ ঃ ২৩)

رَبِّ اغْفِرْ لِي وَتُبْ عَلَيَّ إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الْغَفُورُ

*রব্বিগফিরলী ওয়াতুব 'আলাইয়া ইন্নাকা আন্‌তাত্ তাওওয়াবুল গফু-র।*

অর্থ ঃ হে আমার রব! তুমি আমার গুনাহ ক্ষমা কর আর আমার তাওবাহ কবুল কর। নিশ্চয় তুমি তাওবাহ কবুলকারী, গুনাহ মার্জনাকারী। (তিরমিযী, আবূ দাউদ, ইবনু মাজাহ)

# আরো কিছু গুরুত্বপূর্ণ দু'আ

## (২৮) বাড়ী হতে বের হওয়াকালীন দু'আ

بِسْمِ اللهِ ، تَوَكَّلْتُ عَلَى اللهِ وَلا حَوْلَ وَلا قُوَّةَ إِلاَّ بِاللهِ

*বিসমিল্লা-হি তাওয়াক্কালতু 'আলাল্ল-হি ওয়ালা- হাওলা ওয়ালা- কুউওয়াতা ইল্লা- বিল্লা-হ।*

অর্থ ঃ আল্লাহর নামে (বের হচ্ছি), তাঁর উপরে ভরসা করছি। নেই কোন ক্ষমতা নেই কোন শক্তি আল্লাহ ব্যতীত। (আবু দাউদ, তিরমিযী)

## (২৯) যে কোন যানবাহনে উঠে দু'আ

بِسْمِ اللهِ ، وَالْحَمْدُ لله، اللهُ أكبَر ، اللهُ أكبَر ، اللهُ أكبَر، سُبْحانَ

الَّذي سَخَّرَ لَنا هذا وَما كُنّا لَهُ مُقْرِنين، وَإِنّا إِلى رَبِّنا لَمُنْقَلِبون

*বিসমিল্লা-হি ওয়ালহামদুলিল্লা-হ, আল্ল-হু আকবার, আল্ল-হু আকবার, আল্ল-হু আকবার, সুবহা-নাল্লাযী-সাখ্খর লানা হা-যা ওয়ামা- কুন্না লাহু মুক্বরিনীন। ওয়া ইন্না ইলা রব্বিনা লামুন্কলিবুন।*

অর্থ ঃ আল্লাহর নামে শুরু করছি, যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহর। আল্লাহ মহান। আল্লাহ মহান। আল্লাহ মহান। মহান আল্লাহ খুবই পবিত্র, যিনি আমাদের জন্য এটাকে অনুগত করেছেন। আমরা এর ক্ষমতাসীন ছিলাম না। আর আমাদের প্রতিপালকের দিকেই আমাদের ফিরে যেতে হবে। (সূরা যুখরুফঃ ১৩-১৪)

## (৩০) মাসজিদে প্রবেশকালে দু'আ

أَعُوذُ بِاللهِ العَظِيمِ , وَبِوَجْهِهِ الْكَرِيمِ , وَسُلْطَانِهِ الْقَدِيمِ مِنَ

الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. بِسْمِ اللهِ, وَالصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلى رَسُولِ اللهِ

اللَّهُمَّ افْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ

*আ'উযুবিল্লাহিল আযী-ম, ওয়া বিওয়াজহিহিল কারী-ম, ওয়া সুলত্ব-নিহিল*

*কৃদী-ম মীনাশ শায়ত্ব-নির রজী-ম। বিসমিল্লাহি, ওয়াসসলা-তু ওয়াসসালা-মু 'আলা- রসূলিল্লাহ, আল্লাহুম্মাফ্‌তাহলী আবওয়া-বা রহমাতিক।*

অর্থ ঃ মহান ও মহীয়ান আল্লাহ এবং তাঁর মর্যাদাশীল সত্ত্বা ও চিরন্তন কর্তৃত্বের আশ্রয় প্রার্থনা করছি বিতাড়িত শয়তান হতে। আল্লাহর নামে (বের হচ্ছি), দুরূদ ও সালাম রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর প্রতি। হে দয়াময় আল্লাহ! তোমার রহমতের দরজা আমার জন্য খুলে দাও। (সহীহ মুসলিম, আবূ দাউদ)

## (৩১) মাসজিদ থেকে বের হওয়ার দু'আ

بِسْمِ اللهِ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللهِ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ، اللَّهُمَّ اعصِمْنِي مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

*বিসমিল্লাহি, ওয়াসসলা-তু ওয়াসসালা-মু আলা রসূলিল্লাহ, আল্লা-হুম্মা ইন্নি আসআলুকা মিন্ ফাদ্‌লিক, আল্লা-হুম্মা সিমনী- মিনাশ শায়ত্ব-নির রজী-ম।*

অর্থ ঃ আল্লাহর নামে শুরু করছি, দুরূদ ও সালাম রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর প্রতি। মহান ও মহীয়ান আল্লাহ এবং তাঁর মর্যাদাশীল সত্ত্বা ও চিরন্তন কর্তৃত্বের আশ্রয় প্রার্থনা করছি বিতাড়িত শয়তান হতে। হে আল্লাহ! আমি আপনার অনুগ্রহ প্রার্থনা করছি। (আবূ দাউদ)

## (৩২) আযানের দু'আ

اللَّهُمَّ رَبَّ هَذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ، وَالصَّلَاةِ الْقَائِمَةِ، آتِ مُحَمَّداً الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ، وَابْعَثْهُ مَقَاماً مَحْمُوداً الَّذِي وَعَدْتَهُ

*"আল্লা-হুম্মা রব্বা হা-যিহিদ-দা'ওয়াতিত তা-ম্মাতি ওয়াস সলা-তিল ক্বা-'ইমাতি 'আ-তি মুহাম্মাদানিল ওয়াসীলাতা ওয়াল ফাদীলাতা ওয়াব 'আসহু মাক্বা-মাম মাহমুদানিল্লাযী ওয়া 'আদতাহ"।*

অর্থ ঃ হে আল্লাহ এ পরিপূর্ণ আহ্বান ও সলাতের প্রতিষ্ঠিত মালিক, মুহাম্মাদ ﷺ -কে ওয়াসীলা ও সর্বোচ্চ মর্যাদার অধিকারী করুন এবং তাঁকে সে মাক্বামে মাহমুদে (প্রশংসিত স্থানে) পৌঁছিয়ে দিন যার অঙ্গীকার আপনি করেছেন। (সহীহ বুখারী)

## (৩৩) পিতা-মাতার জন্য দু'আ

رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا

*রব্বির হামহুমা-কামা-রব্বাইয়া-নী সগী-রা।*

অর্থ ঃ হে আল্লাহ, তাদের দু'জনের প্রতি রহম করুন যেমনিভাবে তারা আমাকে ছোটকালে লালন-পালন করেছেন। (সূরা বনী ইসরাঈল ঃ ২৪)

رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ

*রব্বানাগ্‌ফিরলী- ওয়ালি ওয়ালিদাইইয়া ওয়ালিলমু'মিনী-না ইয়াওমা ইয়াক্বু-মুল হিসা-ব।*

অর্থ ঃ হে আমাদের প্রতিপালক! আমাকে ক্ষমা কর এবং আমার পিতা-মাতা ও সকল মু'মিন মুসলিমকে কিয়ামতের দিবসে ক্ষমা কর। (সূরা ইব্রাহীম:৪১)

## (৩৪) সন্তানদের জন্য দু'আ

رَبِّ ٱجْعَلْنِى مُقِيمَ ٱلصَّلَوٰةِ وَمِن ذُرِّيَّتِى ۚ رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَآءِ

*রব্বিজ'আল্‌নী মুকীমাস্ সলা-তি ওয়ামিন যুর্‌রিয়্যাতী, রব্বানা ওয়া তাক্বব্বাল দু'আ।*

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! আমাকে সলাত কায়েমকারী কর এবং আমার বংশধরদের মাঝ থেকেও। হে আমার প্রতিপালক! আমার প্রার্থনা কবুল কর। (সূরা ইব্রাহীম, ১৪ ঃ ৪০)

## (৩৫) স্ত্রী ও সন্তানদের জন্য দু'আ

رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا

*রব্বানা হাব্‌লানা মিন আয্‌ওয়াজিনা ওয়া যুর্‌রিয়্যাতিনা কুর্‌রতা আ'ইউনিওঁ ওয়াজ্'আল্‌না লিল্ মুত্তাক্বী-না ইমা-মা।*

অর্থ ঃ হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের জন্যে এমন স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততি দান কর যারা হবে আমাদের জন্যে নয়নপ্রীতিকর, এবং আমাদের কর মুত্তাকীদের জন্যে অনুসরণযোগ্য। (সূরা ফুরকান, ২৫ ঃ ৭৪)

## (৩৬) মদীনার কবরস্থানের যিয়ারত

السَّلامُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الدِّيارِ مِنَ المؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِين، وَإِنَّا إِنْ شاءَ اللهُ بِكُمْ لاحِقون، نَسْأَلُ اللهَ لنا وَلَكُمُ العافِيَة.

*আস্‌সালামু আলাইকুম আহলাদদিয়া-রি মিনাল মু'মিনী-না ওয়ালমুসলিমি-না ওয়া ইন্না ইন্‌শাআল্লাহু বিকুম লা-হিকুনা নাসআলুল্লাহা লানা ওয়ালাকুমুল আফিয়াহ।*

অর্থ ঃ হে মুমিন মুসলিমদের গৃহবাসীগণ! আপনাদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক। আমরাও ইনশাআল্লাহ আপনাদের সাথে অচিরেই মিলিত হব, আমরা আল্লাহ তা'আলার দরবারে আমাদের নিজেদের জন্য এবং আপনাদের জন্য নিরাপত্তা কামনা করি। (সহীহ মুসলিম)

**বিশেষ নোট ঃ** 'আসসালামু আলাইকা ইয়া আহলাল কুবর'। আমাদের দেশে সাধারণত কবরের জন্য এই যে দু'আটি পড়া হয় তা সহীহ নয়।

## (৩৭) রসূল (ﷺ), আবু বকর (রা.) এবং ওমর (রা.)-এর প্রতি সালাম

প্রথমে মাসজিদে নববীতে প্রবেশ করে তাহ্যিয়াতুল মাসজিদের দু'রাক'আত সুন্নাহ সলাত আদায় করতে হবে। সলাতের মধ্যে অথবা সলাতের পর আল্লাহর কাছে যা চাওয়ার তা চাইতে হবে। এবার সলাত শেষে নবী (ﷺ) এবং তার দুই সাহাবার কবরদ্বয় যিয়ারত করতে পারি। মনে রাখতে হবে যে নবী (ﷺ) এবং কোন সাহাবা (রা.)-এর কবরে গিয়ে কিছু চাওয়া যাবে না। নিম্নের নিয়মে আমরা তাদেরকে সালাম দিতে পারি ঃ

السَلامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُه.

السَلامُ عَلَى اَبِيْ بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ.

السَلامُ عَلَى عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ.

- *আসসালামু 'আলাইকা আইয়ূহাননাবিইয়ূ ওয়া রহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকা-তুহু।*
- *আসসালামু 'আলা আবী বাকরিন রদিআল্লাহু আনহু।*
- *আসসালামু 'আলা ওমারা রদিআল্লাহু আনহু।*

# IFD প্রকাশিত সহীহ দু'আর বই

এই বইটি সংগ্রহ করে সবসময় সাথে রাখার অনুরোধ রইল। এই বইতে আমরা নিত্য প্রয়োজনীয় বেশ কিছু বিষয়ভিত্তিক দু'আ উপস্থাপন করেছি যার ভিত্তি এবং দলিল আল্লাহর কুরআন ও রসূলুল্লাহ ﷺ -এর সহীহ হাদীস। প্রতিটি দু'আর পাশেই কুরআন ও সহীহ হাদীস থেকে রেফারেন্স উল্লেখ করা হয়েছে। এই দু'আ, দুরূদ এবং যিকরগুলো আমাদের দুর্লভ সংগ্রহ। উল্লেখ্য যে এই বইতে কোন প্রকার জাল ও দুর্বল হাদীস নেই। আশা করি এই বইয়ের মাধ্যমে অনেক পরিবার দু'আ, দুরূদ, যিকর, নফল ইবাদত ও পরকালের বিষয়ে সঠিক গাইডলাইন পাবেন, ইন্‌শাআল্লাহ।

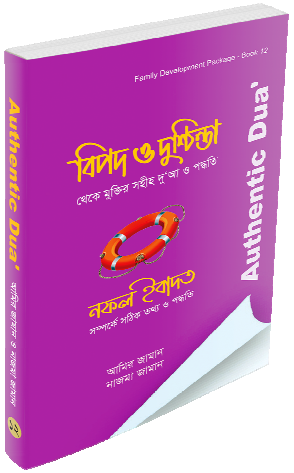


## যেমন এই বইতে রয়েছে ঃ

- দু'আর সঠিক সুন্নাতী পদ্ধতি।
- বিপদ-আপদ ও দুশ্চিন্তা থেকে মুক্তির দু'আ।
- সকাল-সন্ধ্যায় পড়ার দু'আ।
- সারাদিনের প্রয়োজনীয় দু'আ।
- আল-কুরআনের দু'আ।
- রসূল ﷺ সলাতের মধ্যে যে দু'আগুলো পড়তেন।
- নফল ইবাদত সম্পর্কে সঠিক তথ্য ও পদ্ধতি।
- সহীহ হাদীস ভিত্তিক দুরূদ ও যিকর।
- তওবা করার সঠিক পদ্ধতী।
- মৃত্যুর পর কী হবে?

## দু'আ কবুলের স্থানসমুহ

তাওয়াফের স্থান, মুলতাযাম - (হাজরে আসওয়াদ থেকে কাবার দরজা পর্যন্ত স্থান), রুকনে ইয়ামানী থেকে হাজরে আসওয়াদের মাঝখানে, হাতীমের মধ্যে, কাবা ঘরের ভেতরে, যমযম কূপের কাছে, মাকামে ইব্রাহীমের কাছে, সাফা-মারওয়া, আরাফা, মুযদালিফা, মীনা, জামারা, মাসজিদে নববীর রিয়াদুল জান্নাত।

# এক নজরে হাজ্জের মূল পাঁচ দিন

| ১ম দিন | | ৮ই যিলহাজ্জ |
|---|---|---|
| ১. ইহরামের প্রস্তুতি | ক. | গোসল করা। সুগন্ধি ব্যবহার করা (শুধু পুরুষদের জন্য)। |
| | খ. | ইহরামের কাপড় পরিধান করা (শুধু পুরুষদের জন্য)। |
| | | |
| ২. নিয়্যত | ক. | মুখে উচ্চারণ করে হাজ্জের জন্য নিয়্যত করা। |
| | খ. | তালবিয়া পাঠ শুরু করা। |
| | | |
| ৩. মক্কা থেকে মীনার দিকে যাত্রা | ক. | সারা দিন এবং রাত্রিতে মীনার তাঁবুতে অবস্থান করা। |
| | খ. | ফযর, যোহর, আসর, মাগরিব ও ইশার সলাত মীনায় ওয়াক্তেরটা ওয়াক্তে আদায় করা। |
| | গ. | যোহর, আসর ও ইশার সলাত ক্বসর হিসেবে আদায় করা। |
| | ঘ. | নিয়মিত তালবিয়া পাঠ করতে থাকা। |
| | ঙ | নোট ঃ ক্বসর অবস্থায় রসূল (ﷺ) ফযরের সুন্নাত ও বিতর পড়েছেন। |

| ২য় দিন | | ৯ই যিলহাজ্জ |
|---|---|---|
| ১. মীনা থেকে আরাফার দিকে যাত্রা | ক. | ফযরের সলাত মীনায় আদায় করে আরাফার দিকে যাত্রা করা। |
| | খ. | সূর্য হেলার পর থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত আরাফায় অবস্থান করা। |
| | গ. | যোহরের ওয়াক্তে ১ আযান ও ২ ইকামাতে ২ রাক'আত যোহর ও ২ রাক'আত আসরের সলাত জাম'আতে ক্বসর হিসেবে আদায় করা। |
| | ঘ. | ওয়াক্তের সলাত ছাড়া আরাফায় আর কোন নফল বা সুন্নাহ সলাত নেই। |
| | ঙ. | এখানে বসে তালবিয়া পাঠ ও প্রচুর দু'আ করা। কান্নাকাটি করে গুনাহ মাফের জন্য অনুশোচনা ও আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাওয়া। |
| | | |
| ২. আরাফা থেকে মুযদালিফার দিকে যাত্রা | ক. | সূর্যাস্তের পর মাগরিবের সলাত আদায় না করে আরাফা থেকে মুযদালিফার দিকে যাত্রা করা। |
| | খ. | মুযদালিফায় পৌঁছে ইশার ওয়াক্তে মাগরিব ও ইশার সলাত ১ আযান ও ২ ইকামাতে ক্বসর আদায় করা। |
| | | |
| ৩. মুযদালিফায় রাত্রিযাপন | ক. | এখানে ঘুম ছাড়া আর কোন ইবাদাত নেই, এটিই সুন্নাহ। কোন নফল ইবাদাত করলে তা হবে বিদ'আত। তবে বিতর আদায় করতে হবে। |
| | খ. | জামারায় নিক্ষেপের জন্যে মুযদালিফা থেকে রাতে ছোট ছোট ৭০টি পাথর সংগ্রহ করা। তবে পাথর মীনা থেকে সংগ্রহ করলেও হবে। |
| | গ. | ফযরের সলাতও এখানে জাম'আতে আদায় করা। |
| | ঘ. | বৃদ্ধ এবং মহিলারা চাইলে রাত শেষ হওয়ার আগেই মুযদালিফা ত্যাগ করে মিনায় চলে যেতে পারবেন। |

| ৩য় দিন | ১০ই যিলহাজ্জ | |
|---|---|---|
| ১. মুযদালিফা থেকে মীনার দিকে যাত্রা এবং ঐ দিন করণীয় | ক. | মুযদালিফা থেকে মীনায় ফিরে আসা। |
| | খ. | তালবিয়া পাঠ বন্ধ করা। বড় জামারায় ৭টি পাথর নিক্ষেপ করা। |
| | গ. | কুরবানী করা। (কুরবানীর টাকা জামা দিলেই কুরবানী হয়ে যাবে)। |
| | ঘ. | চুল কাটা বা মাথা কামানো। |
| | ঙ. | মক্কায় গিয়ে তাওয়াফ ও সায়ী করা। |
| | চ. | মক্কা থেকে আবার মীনায় ফিরে এসে রাত্রিযাপন করা। |

| ৪র্থ দিন | ১১ই যিলহাজ্জ | |
|---|---|---|
| ১. মিনায় অবস্থান করা | ক. | মীনার তাঁবুতে অবস্থান করা। |
| | খ. | ফযর, যোহর, আসর, মাগরিব ও ইশার সলাত মীনায় ওয়াক্তেরটা ওয়াক্তে ক্বসর হিসেবে আদায় করা। |
| | | |
| ২. জামারায় পাথর নিক্ষেপ করা | ক. | যোহর ওয়াক্তের পর তিনটি জামারায় পাথর নিক্ষেপ করা। |
| | খ. | প্রথমে ছোট জামারা, তারপর মধ্যম জামারা ও সর্বশেষ বড় জামারায় ৭টি করে মোট ২১টি পাথর নিক্ষেপ করা। |
| | গ. | সূর্য ডোবার আগেই পাথর নিক্ষেপ শেষ করে মীনায় ফিরে এসে রাত্রিযাপন করা। |

| ৫ম দিন | ১২ই যিলহাজ্জ | |
|---|---|---|
| ১. মিনায় অবস্থান করা | ক. | মীনার তাঁবুতে অবস্থান করা। |
| | খ. | ফযর, যোহর, আসর, মাগরিব ও ইশার সলাত মীনায় ওয়াক্তেরটা ওয়াক্তে ক্বসর হিসেবে আদায় করা। |
| | | |
| ২. জামারায় পাথর নিক্ষেপ করা | ক. | যোহর ওয়াক্তের পর তিনটি জামারায় পাথর নিক্ষেপ করা। |
| | খ. | প্রথমে ছোট জামারা, তারপর মধ্যম জামারা ও সর্বশেষ বড় জামারায় ৭টি করে মোট ২১টি পাথর নিক্ষেপ করতে হবে। |
| | গ. | সূর্যাস্তের আগে মীনা ত্যাগ করে মক্কায় চলে আসা। (সম্ভব না হলে পরের দিন ১৩ই যিলহাজ্জ আজকের মতো পাথর নিক্ষেপ করতে হবে) |

| বিদায়ী তাওয়াফ (তাওয়াফ আল বিদা) | | |
|---|---|---|
| ১. মক্কা থেকে চলে যাবার দিন | ক. | মক্কা থেকে চলে যাওয়ার দিন বিদায়ী তাওয়াফ করতে হবে। |
| | খ. | বিদায়ী তাওয়াফ সাধারণ পোশাক পরেই করতে হয়। এতে ইযতিবা, রমল এবং সায়ী নেই। |
| ২. মহিলাদের বিষয় | ক. | মহিলারা যদি ঋতুবতী হয়ে যায় তাহলে বিদায়ী তাওয়াফ না করে মক্কা ছেড়ে চলে যেতে পারবেন। |

# References


১) সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম, জামে আত তিরমিযী, সুনানে ইবনে মাজাহ, সুনানে আবু দাউদ, সুনানে আন নাসাঈ

২) কুরআন ও হাদীসের আলোকে হজ্জ, উমরাহ ও যিয়ারত - শায়েখ আব্দুল আজিজ বিন আব্দুল্লাহ বিন বাজ

৩) আল মাদানী সহীহ হাজ্জ শিক্ষা - হুসাইন আল মাদানী (মদীনা ইউনির্ভাসিটি)

৪) হজ্জ ও ওমরাহ - মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

৫) হিসনুল মুসলিম - মদীনা ইউনির্ভাসিটি

৬) তৌহিদের মূল সূত্রাবলী - ডঃ আবু আমিনাহ বিলাল ফিলিপস

৭) সঠিক 'আকীদা ও বিদ'আতী আমলের পরিচয় - ইঞ্জি. শামসুদ্দিন আহ্‌মদ

৮) দ্বীন ইসলামের সঠিক পথ - হাফেজ জাহিদ হোছাইন

৯) সুন্নাত ও বিদ'আত - আব্দুর রহীম

১০) ইসলামের বুনিয়াদী শিক্ষা - আধুনিক প্রকাশনী

১১) সকল সমস্যার মূল হচ্ছে আংশিক বা ভুল ঈমান - সারওয়ার কবির শামীম

১২) ইসলামি জিন্দেগীর মৌলিক উপাদান - মোঃ সারওয়ার কবির শামীম

১৩) The Way is One - একটাই পথ - আমির জামান ও নাজমা জামান

১৪) লেকচার - ড. খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর

১৫) হিসনুল মুসলিম - মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়

১৬) Hajj.outstandingmuslim.com – By Muh. Alshareef (Canada)

১৭) Hajj & 'Umrah and Visitors – Abdullah ibn Sa'id ibn Jirash

১৮) YouTube - Shaykh Motiur Rahman Madani (Saudi Arabia)


### জাল ও দুর্বল হাদীসের রেফারেন্সেস


১৯) যঈফ ও মওজু হাদীসের সংকলন - নাসির উদ্দিন আলবানী (রহ.)

২০) যঈফ আত-তিরমিযী [দ্বিতীয় খন্ড] - নাসির উদ্দিন আলবানী (রহ.)

২১) যঈফ সুনানে ইবনে মাজাহ - নাসির উদ্দিন আলবানী (রহ.)

২২) যঈফ ও জাল হাদীস সিরিজ এবং উম্মাতের মাঝে তার কুপ্রভাব [২য় খন্ড] - নাসির উদ্দিন আলবানী (রহ.)


### Reference Books on Aqida


২৩) Fundamentals of Tawheed – Dr. Bilal Philips

২৪) The Book of Tawheed – Darussalam Publications

২৫) The Concise Coll. Creed Tauhid – Darussalam

২৬) The Many Shades of Shirk - Darussalam Publications

২৭) Four Principles of Shirk – Muhammad Bin Abdul Wahhab

২৮) Commentary on the Three Fundamental Principles of Islam – Darussalam Publications